গ্লোবাল ডায়ালগ

১৪.৩

একাধিক ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান জিওফ্রে প্লেয়ার্সের সাথে একটি সাক্ষাৎকার

ব্রেনো ব্রিঞ্জেল

জাপান সোশিওলজিক্যাল সোসাইটির শতবার্ষিকী

ইয়োশিমিছি সাতো
চিকাকো মোরি
মাসাকো ইশি-কুন্তজ
নাওকি সুডো

নতুন আর্ন্তজাতিক রাজনৈতিক ইশতেহারের লক্ষ্যে

আদেলান্তে- বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার সংলাপ
প্রোগ্রেসিভ ইন্টারন্যাশনাল
দক্ষিণের সামাজ-পরিবেশগত ও আন্তঃসাংস্কৃতিক চুক্তি
নাইজেরিয়া সোসিও-ইকোলজিক্যাল অল্টারনেটিভ কনভারজেন্সেস
রিকমন্স ইউরোপ

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

লিডিয়া বেকার
ক্রিস্টিন হ্যাটজকি

মুক্ত আন্দোলন

জন ফেফার
হামজা হামুচেন
টাঁ রোমেরো-ডেলগাডো
অ্যান্ডি এরিক ক্যাসটিলো প্যাটন
গোমার বেটাঙ্কর নুয়েজ

উন্মুক্ত বিভাগ

> নির্ভরতা তত্ত্বের পুনর্গঠন

ম্যাগাজিন

খন্ড ১৪ সংখ্যা ৩/ ডিসেম্বর ২০২৪
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

জিডি

International Sociological Association

> সম্পাদকীয়

এই সংখ্যার গ্লোবাল ডায়ালগ শুরু হচ্ছে জিওফ্রে প্লেয়ার্সের একটি সাক্ষাৎকার দিয়ে। তিনি বর্তমানে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সংস্থা (আই এস এ)'র প্রেসিডেন্ট। মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত ২০ তম আইএ-সএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ সোসিওলজিতে তিনি এই পদে নির্বাচিত হয়েছেন। আমাদের নিয়মিত 'আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান' বিভাগে প্লেয়ার্স সামাজিক আন্দোলন নিয়ে তাঁর গবেষণা, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান নিয়ে তাঁর ধারণা, সমসাময়িক পৃথিবী ও সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে নিজের মতামত তুলে ধরেছেন।

বিষয় ভিত্তিক প্রথম বিভাগটি জাপান সমাজবিজ্ঞান সোসাইটির ১০০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সাজানো হয়েছে। সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ইয়োশিমিচি সাতো এবং পরিচালনা পরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্য জাপানি সমাজবিজ্ঞান বিকাশের ধাপসমূহ এবং জাপান সমাজবিজ্ঞান সোসাইটির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধ সমূহে বৈশ্বিক সংযোগ, জাপানি সমাজবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও আন্তর্জাতিকীকরণ নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় বিভাগ সম্প্রিতিক রাজনৈতিক ইশতেহার সমূহকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে। ইশতেহার এমন একটি মাধ্যম যা কোন ধারণা/আদর্শ বা কর্মসূচিকে প্রকাশ্যে তুলে ধরতে ব্যবহৃত হয়। ইশতেহারকে আরেকভাবে বর্তমান পরিস্থিতির পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করা যায় যা ঐতিহাসিক সংকট, সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা ব্যাখ্যা এবং বিকল্প সমাধান খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস জাগিয়ে তোলে। বর্তমান সংকটময় সময়ে এ বিভাগ পঁ-াচটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ইশতেহার নিয়ে আলোচনা করেছে, যেহেতু বিকল্প পরিকল্পনার অভাব রয়েছে । এর মধ্যে কিছু ইশতেহার বৈশ্বিক ও কিছু আঞ্চলিক। যেমন আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ইউরোপ নিয়ে। এগুলো জনপ্রিয় আন্দোলনের নতুন দিক এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সমকালীন আলোচনার প্রস্তাবনা তুলে ধরেছে।

লিডিয়া বেকার এবং ক্রিস্টিন হাটস্কি লিখিত তাত্ত্বিক নিবন্ধটি একটি চ্যালেঞ্জিং ধারণা নিয়ে শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক দশকে বি-উপনিবেশিক এবং জেন্ডার অধ্যয়নের মত সামাজিক তত্ত্বের বিভিন্ন শাখা 'ভিন্নতা' নিয়ে অনেক বেশি কাজ করেছে কিন্তু সাদৃশ্যসমুহকে যথাযথভাবে আমলে নেয়নি। বহুবৈচিত্র ও নতুন অনটোলজির সাম্প্রতিক বির্তকের প্রেক্ষাপটে, লেখকরা আন্তঃসংযোগ, মিল, সাদৃশ্য এবং একযোগিতার ভিত্তিতে 'আপেক্ষিক সাদৃশ্যের ধারণা' একটি গবেষণার বিষয়বস্তু প্রণয়ন করার চেষ্টা করেছেন।

মুক্ত আন্দোলন বিভাগে সমসাময়িক দুটি বিষয় নিয়ে কাজ হয়েছে। একদিকে, বাংলাদেশ এবং ভেনেজুয়েলায় স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক আন্দোলন এবং এর ফলাফল; অন্যদিকে, ফিলিস্তিনে চলমান গণহত্যা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু সুবিচারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। এছাড়া, এ অংশে স্পেনে গত দুই দশকে সামাজিক আন্দোলনের পরিবর্তন নিয়ে একটি মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিশেষে, 'মুক্ত আলোচনা' অংশে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের বুদ্ধিভিত্তিক পুনর্গঠন, এর শিকড়গুলো পুনরায় মূল্যায়ন এবং এর নতুন অবদানগুলোর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা আশা করি, এই বছরের তিনটি সংখ্যা আপনাদের ভালো লেগেছে। ২০২৫ সালে গ্লোবাল ডায়ালগ তার ১৫তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করবে। এটি হবে বৈশ্বিক এবং জন-সমাজবিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্যোগগুলোর মধ্যে সংযোগ জোরদার করার একটি অনন্য সুযোগ।

ব্রেনো ব্রিঙ্গেল
সম্পাদক, গ্লোবাল ডায়ালগ

> গ্লোবাল ডায়ালগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে এর ওয়েবসাইটে।

> গ্লোবাল ডায়ালগ-এ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ: globaldialogue@isa-sociology.org

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Breno Bringel.

সহকারী সম্পাদক: Vitória Gonzalez, Carolina Vestena.

সহযোগী সম্পাদক: Christopher Evans.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Michael Burawoy, Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পর্ষদ:

আরব বিশ্ব: (লেবানন) Sari Hanafi, (তিউনেশিয়া) Fatima Radhouani, Safouane Trabelsi

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Dante Marchissio.

বাংলাদেশ: হাবিবউল হক খন্দকার, খায়রুল চৌধুরী, ড. বিজয় কৃষ্ণ বনিক, শেখ মোহাম্মদ কায়েস, মো: আব্দুর রশীদ, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, ড. রাসেল হোসাইন, রাশেদ হোসেন, মো. সহিদুল ইসলাম, হেলাল উদ্দীন, মাসুদুর রহমান, ইয়াসমিন সুলতানা, আরিফুর রহমান, রুমা পারভীন, একরামুল কবির রানা, ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া, সুরাইয়া আক্তার, খাদিজা খাতুন, মো. শাহীন আক্তার, আলমগীর কবির, তাসলিমা নাসরিন.

ব্রাজিল: Fabrício Maciel, Andreza Galli, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes, Ricardo Nóbrega.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Manish Yadav.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Elham Shushtarizade, Ali Ragheb.

পোল্যান্ড: Aleksandra Biernacka, Anna Turner, Joanna Bednarek, Sebastian Sosnowski..

রোমানিয়া: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Bianca Elena Mihăilă.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Daria Kholodova.

তাইওয়ান: WanJu Lee, Yun-Hsuan Chou, Zhi Hao Kerk, Chien-Ying Chien, Yi-Shuo Huang, Mark Yi-Wei Lai, Yun-Jou Lin, Tao-Yung Lu, Ni Lee.

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

*টকিং সোসিওলজিচ বিভাগে, ব্রেনো ব্রিঙ্গেল **জিওফ্রে প্লেয়ারসের** সাথে বিশ্ব সমাজবিজ্ঞান, সমসাময়িক বিশ্ব এবং সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন*

__জাপান সমাজবিজ্ঞান সমিতির ১০০তম বার্ষিকী__ শীর্ষক বিষয়ভিত্তিক বিভাগটি জাপানি সমাজবিজ্ঞানের এক শতাব্দীর প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রযাত্রাকে স্মরণ ও উদযাপন করে।
(কৃতজ্ঞতা: গুইলের্মো গাভিলা, পিক্সাবে।)

__নতুন আন্তর্জাতিকতাবাদী রাজনৈতিক ইশতেহারের পথে__ শীর্ষক বিষয়ভিত্তিক বিভাগে এমন পাঁচটি ইশতেহার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

প্রচ্ছদের জন্য কৃতজ্ঞতা: পিক্সাবে

GD

SAGE **প্রকাশনীর** উদার অনুদানে-
গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

> এই ইস্যুতে

সম্পাদকীয় ২

> আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান

বহুমুখী সমস্যার সময়ে বিশ্ব সমাজবিজ্ঞান
আইএসএ সভাপতি জিওফ্রে প্লেয়ার্সের সাথে একটি সাক্ষাৎকার
ব্রেনো ব্রিঙ্গেল, ব্রাজিল/স্পেন ৫

> জাপান সোশিওলজিক্যাল সোসাইটির শতবার্ষিকী

জাপানিজ সমাজবিজ্ঞান এবং জাপান সোশিওলজিক্যাল সোসাইটি: একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ইয়োশিমিচি সাতো, জাপান ৮

জাপানি সমাজবিজ্ঞান এবং এর বৈশ্বিক সংযোগ
চিকাকো মোরি, জাপান ১০

জাপানি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার বৈশ্বিক বিস্তৃতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ
মাসাকো ইশি-কুন্টজ, জাপান ১২

জাপানি সমাজবিজ্ঞানের নব্য ধারা
নাওকি সুডো, জাপান ১৪

> নতুন আন্তর্জাতিকতাবাদী রাজনৈতিক ঘোষণাপত্রের পথে

বৈশ্বিক সংকট ও র‍্যাডিক্যাল বিকল্পসমূহের মধ্যে সম্পর্কের ইশতেহার
আদেলান্তে- বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার সংলাপ ১৬

আন্তর্জাতিকতাবাদ বা বিলুপ্তি
প্রগ্রেসিভ ইন্টারন্যাশনাল ১৮

বোগোটা ঘোষণা: পৃথিবীর সাথে একটি চুক্তির দিকে
দক্ষিণেরসামাজ-পরিবেশগত ও আন্তঃসাংস্কৃতিক চুক্তি ২০

নাইজেরিয়ার সামাজিক-বাস্তুসংস্থান বিকল্পসমূহের জন্য ইস্তাহার
নাইজেরিয়া সোসিও-ইকোলজিক্যাল অল্টারনেটিভ কনভারজেন্সেস ২৫

ইউরোপে নতুন গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্য ঘোষণাপত্র
রিকমনস ইউরোপ ৩০

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

ভিন্নতার বাইরে: একটি প্লুরিভারসাল বিশ্বে সাদৃশ্য
লিডিয়া বেকার এবং ক্রিস্টিন হ্যাটস্কি, জার্মানি ৩২

>মুক্ত আন্দোলন

ভেনিজুয়েলা ও বাংলাদেশে বিক্ষোভ: স্বৈরাচারীরা কখন হাল ছেড়ে দেয়?
জন ফেফার, ইউএসএ ৩৫

বৈশ্বিক জলবায়ুর ন্যায্যতা এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা
হামজা হামুচেন, আলজেরিয়া/নেদারল্যান্ডস ৩৮

স্পেনের সামাজিক আন্দোলন: দুই দশকের রূপান্তর
মার্টা রোমেরো-ডেলগাডো, অ্যান্ডি এরিক ক্যাস্টিলো প্যাটন এবং গোমার বেটাঙ্কর নুয়েজ, স্পেন ৪০

> উন্মুক্ত বিভাগ

নির্ভরতা তত্ত্বের পুনর্গঠন
আন্দ্রে ম্যাগনেলি, ফেলিপে মাইয়া এবং পাওলো হেনরিক মার্টিন্স, ব্রাজিল ৪২

"পুঁজিবাদ র্সবদাই একটি অপরশিোধিত ব্যয়রে ব্যবস্থা। ব্যয়গুলো পদ্ধতগিতভাবে মূল্য-কাঠামোর অন্তভূক্ত হয়না এবং অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।"

হামজা হামুচেন

> বহুমুখী সমস্যার সময়ে

বিশ্ব সমাজবিজ্ঞান

আইএসএ সভাপতি জিওফ্রে প্লেয়ার্সের সাথে একটি সাক্ষাৎকার

জিওফ্রে প্লেয়ার্স বেলজিয়ামের ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অফ লুভেনের এফএনআরএস গবেষণা পরিচালক। তিনি ২০০৬ সাল থেকে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি (আইএসএ) এর সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন। তিনি ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আইএসএ এর সামাজিক শ্রেণি এবং সামাজিক আন্দোলন (আরসি৪৭) গবেষণাসম্পর্কিত কমিটির সভাপতিত্ব করেন এবং ২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত আইএসএ এর সহ-সভাপতি (গবেষণা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে তিনি ২০২৩-২৭ সময়কালের জন্য আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি (আইএসএ) এর সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক, গ্লোবাল ডায়ালগের সম্পাদক এবং প্রফেসর প্লেয়ার্সের নিয়মিত সহযোগী, **ব্রেনো ব্রিংগেল** এখানে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা: আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি

ব্রেনো ব্রিংগেল (বিবি): সামাজিক আন্দোলনের পন্ডিতগণ পরিবর্তনকামী-অ্যাক্টিভিজম এবং বিশ্বব্যাপী আন্দোলন সম্পর্কিত আপনার অবদানের সাথে পরিচিত। যাইহোক, আপনার কাজের একটি খুব প্রাসঙ্গিক দিক সামাজিক আন্দোলন এবং সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের লিঙ্কগুলি পূনর্বিবেচনা করার জন্য, যা দিন দিন অধ্যয়নের একটি বিশেষ ক্ষেত্রের সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আপনার অভিজ্ঞতামূলক অবদানের উপর ভিত্তি করে, আপনি কি আমাদের পাঠকদের এই দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আরও বলতে পারেন?

জিওফ্রে প্লেয়ারর্স (জিপি): সামাজিক আন্দোলন সমাজ এবং সামাজিক পরিবর্তন অধ্যয়নের জন্য একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়। তারা উভয়ই সমাজের কাছে পণ্য এবং উৎপাদক হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, নতুন যোগাযোগের সরঞ্জামগুলির উদ্ভাবনী ব্যবহার বা ব্যক্তিকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, তারা মূল্যবোধ এবং একসাথে বসবাসের উপযোগী উদীয়মান পরিবর্তনগুলিকে প্রতিফলিত করে। তারা সমাজ পরিবর্তনেরও চেষ্টা করে। তারা আমাদেরকে এর সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করে এবং আমরা কীভাবে সমাজ, বিশ্ব এবং জীবনকে পরস্পর সম্পর্কিত হিসেবে দেখি তা পরিবর্তন করে। এটি প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের ক্ষেত্রে সত্য যা প্রভাব অর্জন করেছে এবং অনেক দেশে তাদের বিশ্বদর্শন এবং মূল্যবোধকে ছাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনের জন্য, এটি কখনই সামাজিক কৌশুলি এবং অনেক সমাজবিজ্ঞানীরা যেমন চান, তার মতো দ্রুত বা একরৈখিক নয় । এটি আমার সর্বশেষ বইয়ের মূল যুক্তি, *চ্যাঞ্জেজ ইজ নেভার লিনিয়ার. সোশ্যাল মুভমেন্টস ইন পোলারাইজড টাইমস* (স্প্যানীয় ভাষায়, ক্লাসকো, আগস্ট ২০২৪), যা চিলিতে ২০১৯ সালের সামাজিক বিদ্রোহ, মহামারীর সময়ের আন্দোলন এবং সংহতি এবং ব্রাজিলের প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল ধর্মীয় আন্দোলনের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে এসেছে। সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলন এবং তাদের ভূমিকা বোঝার জন্য, সংকট এবং সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক আন্দোলন কর্ম, রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে একটি সরল, একরৈখিক সম্পর্কের বিভ্রম পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। আন্দোলনের আবির্ভাবের সাথে সাথে যারা সমাজে আমূল পরিবর্তনের ঘোষণা দেয় তাদের উদ্দীপনা এবং সংখ্যালঘু জনগণের সম্মিলিত বিভ্রান্তিতে যারা বিস্ফোরণকে কমিয়ে দেয় তাদের হতাশাবাদ উভয়ই ভারসাম্যমূলক অবস্থানের মধ্যে হতে হবে। সামাজিক পরিবর্তন একটি জটিল পথ, যা হাজার হাজার নাগরিকের সাথে রাগ, স্বপ্ন এবং সংহতি ভাগ করে নেওয়ার উচ্ছাস এবং কিছু নির্বাচনী প্রক্রিয়ার হতাশার মধ্য দিয়ে যায়, যা সামাজিক আন্দোলন দ্বারা চালিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের গভীরতাকে খুব কমই প্রতিফলিত করে।

বিবি: আপনি প্রায়শই তাত্ত্বিকভাবে বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন কিন্তু এটিকে বাস্তবিক অনুশীলন এবং গড়ে তোলেন। আপনার গতিপথে বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে পরিবর্তন-বিশ্বায়ন আন্দোলনের উপর আপনার

>>

প্রাথমিক গবেষণা থেকে আপনার সাম্প্রতিক কাজ পর্যন্ত কীভাবে উপস্থিত হয়?

জিপি: আমি একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বড় হয়েছি যা গ্লোবাল শহরগুলো থেকে অনেক দূরে। আমার বাবা-মায়ের মাধ্যমিক স্কুল শেষ করার সুযোগও ছিল না, এবং আমরা কেবল অল্প একটু ভ্রমণ করেছিলাম। যাইহোক, সেই গ্রামটি বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস এবং জার্মানির সীমান্তে একটি আন্তসাংস্কৃতিক মিশ্রণপটের মতো ছিলো। স্থানীয় শিকড় এবং একটি স্থানীয় উপভাষা ভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের খোলামেলাতার সাথে একীভূত হয়।

একটি নতুন জীবন শুরু হয়েছিল যখন আমি প্যারিসে অ্যালাইন তোরাইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং মিশেল উইভিওরকা দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রে চলে আসি। এটি একটি উদ্দীপক আন্তর্জাতিক পরিবেশ ছিল, যেখানে সমস্ত মহাদেশের গবেষকগণ এবং ল্যাটিন আমেরিকার অনেকে এসেছিলেন। আমি আমার এমএ এবং ডক্টরেট থিসিসগুলো উৎসর্গ করেছি বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার অথবা 'পরিবর্তন-বিশ্বায়ন' আন্দোলনে। আমি পোর্তো অ্যালেগ্রে, মুম্বাই, বামাকো এবং নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত প্রথম সাতটি বিশ্ব সামাজিক ফোরামে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তারা সারা বিশ্ব থেকে ১৮০,০০০ কর্মীকে একত্রিত করেছে। যেহেতু আমি ল্যাটিন আমেরিকা এবং এর সামাজিক আন্দোলন উদঘাটন করেছি, সেখান থেকে আমার সহকর্মী এবং বন্ধুদের সাথে কথোপকথনটি মৌলিক রয়ে গিয়েছে। এই আন্দোলনের অংশগুলির দ্বারা অনুভূমিকভাবে এবং আরও গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি মেক্সিকো পরিদর্শন করেছি এবং জাপাতিস্তা আদিবাসী আন্দোলন থেকে অনেক কিছু শিখেছি, যা ব্যক্তিগত এবং পেশাগত স্তরে এবং আইএসএ-তে আমার ভূমিকায় আমার প্রধান অনুপ্রেরণাগুলির মধ্যে একটি। আমার পিএইচডির পর, আমি ভারতের ব্যাঙ্গালোরে কিছু গবেষণা পরিচালনা করেছি এবং নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরেট করেছি। আমি ইউরোপে ভ্রমণ এবং গবেষণা চালিয়েছি, বিশেষত পরিবেশবাদী আন্দোলন এবং ২০১১-পরবর্তী সামাজিক আন্দোলনগুলি অধ্যয়ন করছি।

বিবি: মনে হচ্ছে 'অন্য বিশ্ব সম্ভব' এর কল্পনা অন্য পথ খুলে দিয়েছে, যে 'বিশ্বের অন্য প্রান্ত সম্ভব'। একটি নতুন দুঃস্বপ্নলোক 'কোন বিকল্প নেই' বিশ্বব্যাপী আবির্ভূত হচ্ছে। আমরা প্রতিনিয়ত যেমন সভ্যতাগত বহুসংকট, গণতন্ত্রের অবনতি, কর্তৃত্ববাদের স্বাভাবিকীকরণ, সামরিকবাদ এবং যুদ্ধের সংস্কৃতির গভীরতা, জলবায়ুগত জরুরি অবস্থা এবং গ্রহের সীমা অতিক্রম করার মতো বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি। আপনি কিভাবে এই দৃশ্যকল্পকে মূল্যায়ন করবেন?

জিপি: সমাজবিজ্ঞানীদের প্রতিটি প্রজন্ম বিবেচনা করে যে এটি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বাস করছে, একটি অভূতপূর্ব সংকট যা মানবতার ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে। আমরাও এর ব্যতিক্রম নই। আমরা আমাদের সময়গুলিকে আন্তঃসংযুক্ত সংকটের জট হিসাবে অনুভব করি এবং বিশ্লেষণ করি, একটি 'বহুসংকট (পলিক্রাইসিস)', যাকে আবার 'সভ্যতার সংকট' হিসাবেও ব্যাখ্যা করা হয়, যেমন ল্যাটিন আমেরিকান পন্ডিতরা এবং আপনার সম্পাদিত সাম্প্রতিক বইটি দেখায়। আধুনিকতাকে অভিজ্ঞতায়িত করা হয়েছে ক্রমাগত সংকটের স্তর হিসেবে। যাইহোক, এই সময়ে, এটি কেবল মানবতার ভবিষ্যতই নয়, আমাদের গ্রহটিও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই শতাব্দীর মূল বিষয় হলো "কীভাবে সীমিত গ্রহে একসাথে বসবাস করা যায়চ। সমাজবিজ্ঞান অবশ্যই এটি সমাধান করতে সহায়তা করবে, যার কারণেই আমাদের গবেষণার ভাইস-প্রেসিডেন্ট, অ্যালিসন লোকন্টো, ২০২৫ সালে রাবাত ফোরামের মূল প্রতিপাদ্য হিসাবে 'নৃতাত্ত্বিক বিচার সম্পর্কে জানা' বেছে নিয়েছেন এবং আমি দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়াংজুতে ২০২৮ সালের অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব কংগ্রেসের জন্য প্রতিপাদ্য হিসেবে 'সীমিত গ্রহে বিশ্বব্যাপী সমাজবিজ্ঞান' প্রস্তাব করেছি।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রকৃতির ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলি আমাদের সময় শুরু হয়নি। তা বিশ্বকে দেখার এবং জীবন ও সমাজকে সংগঠিত করার উপায়ে নিহিত রয়েছে যা মানবতার একটি বড় অংশের জীবনযাত্রার মানকে অভূতপূর্ব গতিতে এবং একটি অতুলনীয় পর্যায়ে উন্নত করেছে। তবে আধুনিকতার এই সাফল্য প্রকৃতিকে ধ্বংস করেছে। ক্রমবর্ধমান জলবায়ু জরুরী অবস্থা সত্ত্বেও, আমরা এটিকে দ্রুতগতিতে ধ্বংস করতে থাকি। আমরা একটি ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার সম্মুখীন হচ্ছি কারণ একের পর এক প্রবেশস্থল এবং ফিরে আসার পথনির্দেশগুলিকে অতিক্রম করা হয়েছে, যা প্রাকৃতিক চক্রের ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করে আগামী শতাব্দীর জন্য পরিণতিকে নির্দেশ করেছে। এবং তবুও, ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে, আমরা এমনভাবে বাঁচতে থাকি যেন এই কেসগুলো ছিল না। একটি পরিবর্তনের জন্য খুব কম গতিসঞ্চালক আছে যা খুব জরুরিভাবে প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে, অনেক ক্ষেত্রেই মনে হচ্ছে আমরা উল্টোদিকে যাচ্ছি, বিশেষ করে, কর্তৃত্ববাদ, বর্ণবাদ, যুদ্ধ এবং প্রতিক্রিয়াশীল এক্টরদের উত্থানের সাথে সাথে বিশ্বের মেরুকৃত দৃষ্টিভঙ্গি এবং এমনকি বাস্তুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং ভীরু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কর্তৃত্ববাদের উত্থান সামাজিক বিজ্ঞানকেও হুমকি দেয়। আমি একাডেমিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকির বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। প্রতি সপ্তাহে, আমরা সমাজবিজ্ঞানীদের সম্পর্কে অবহিত হই যারা হুমকির শিকার হয়েছেন, চাকুরিচ্যুত হয়েছেন বা দমন করা হয়েছে বিশেষত তাদের গবেষণার কারণে, জাতীয়তাবাদী নেতার সমালোচনার কারণে বা গাজার ঐতিহাসিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের বিশ্লেষণের কারণে। নিজেদেরকে আরও ভালভাবে সংগঠিত করা, আমাদের সহকর্মীদের সমর্থন করা এবং সরকারগুলিকে শিক্ষার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য (এবং অনেক ক্ষেত্রে আক্রমণ করা বন্ধ করার) অনুরোধ করা এবং সমাজবিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানীদের টার্গেট বন্ধ করা জরুরি।

একাডেমিক স্বাধীনতার হুমকিও একাডেমিয়ার অভ্যন্তরের কিছু পক্ষের মধ্যে থেকেও আসে। আমরা দাবি করি যে সামাজিক বিজ্ঞানে সক্রিয় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, ফাউন্ডেশন এবং প্রতিষ্ঠান তাদের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ যেন বন্ধ করেও বিশেষ করে যারা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে গবেষণা করে বা কিছু জনসংখ্যার সাথে বা যারা যুদ্ধ, সহিংসতা এবং দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতা প্রকাশ করে।

বিবি: এটি একটি অন্ধকার দৃশ্য।

জিপি: হ্যাঁ, কিন্তু এটি ছবির একটি অংশ মাত্র। একই সময়ে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে, আমরা প্রতিশ্রুতিশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উদ্ভাবনের সাক্ষ্য দিচ্ছি: একটি 'জলবায়ু প্রজন্মের' সংহতকরণ এবং সুনির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ হিসেবে, এবং দীর্ঘ সময়ের স্কেলে, বিশ্বব্যাপী চেতনার উত্থান এবং বিশ্বের সাথে, আমাদের সাথে এবং প্রকৃতির সাথে একটি আলাদা সম্পর্ক হিসেবে - যার আমরা একটি অংশ।

আমরা জটিল সময়ে বাস করছি, অনেক পর্যায়ে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে, বিশেষত ডিজিটাল বিশ্ব, একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থা এবং কয়েক হাজার অতি-ধনীর প্রভাব, যারা সম্পদের ক্রমবর্ধমান অংশকে কেন্দ্রীভূত করে। ক্রমবর্ধমান আন্তঃনির্ভরতা বিশ্বব্যাপী দূষণ, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন এবং প্রকৃতির ধ্বংসের প্রভাবের ফলেও ঘটে।

বিবি: এইসব চ্যালেঞ্জ, উদীয়মান অন্ধকার দৃশ্যকল্প এবং এইসব বহুমূখী সমস্যার মুখে সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

জিপি: গত কয়েক দশকে বিশ্বের পরিবর্তন এবং নতুন সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান সমাজবিজ্ঞানকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। শিল্প আধুনিকতার কেন্দ্রে এই ডিসিপ্লিনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যখন প্রকৃতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সীমাহীন বলে মনে হয়েছিল, জাতি-রাষ্ট্রগুলি একত্রিত হয়েছিল এবং শ্বেতাঙ্গ পশ্চিমা পুরুষরা বিশ্ব ইতিহাসের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে মনে করা হয়েছিল। তারা নিশ্চিতভাবেই সমাজবিজ্ঞানে অগ্রণী ছিলেন এবং বিশ্ব সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা আমাদের অনেক প্রত্যয় ও তত্ত্বের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এর মানে কি সমাজবিজ্ঞান সংকটে পড়েছে? ১৯৭০ সাল থেকে সমাজবিজ্ঞানের

>>

সংকট অবিরামভাবে পুনরাবৃত্তি হয়েছে। বিভিন্ন মহাদেশের সমাজবিজ্ঞানীদের সম্পর্কে পাঠ এবং সাক্ষাত করে, আমার ঠিক বিপরীত অনুভূতি তৈরি হয়েছে: আমি বিশ্বাস করি আমরা সমাজবিজ্ঞানের জন্য অসাধারণ সময়ে বাস করছি। শতাব্দীর শুরু থেকে, আমাদের ডিসিপ্লিন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে যা এটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। প্রধান বিকাশগুলি হয়েছে এই ডিসিপ্লিনের বৃহত্তর খোলামেলা অবস্থান থেকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে এসেছে, যা ডিসিপ্লিনের সীমানায় বা এটিকে বাদ দিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, প্রায়শই এর বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক অবস্থান নিয়ে। বিগত দশকগুলিতে, সমাজবিজ্ঞান এই সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আরও উন্মুক্ত হয়েছে; এটি বিভিন্ন চিন্তাভাবনা, অধ্যয়ন, ভৌগোলিক এলাকা এবং তত্ত্বগুলির সাথে সংলাপের জন্য আরও জায়গা উন্মুক্ত করেছে, যার ফলে সমালোচনামূলক কিন্তু ফলপ্রসূ কথোপকথন এবং বিশ্ব এবং সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা করার নতুন উপায় তৈরি হয়েছে। নারীবাদী এবং আন্তঃবিভাগীয় পদ্ধতির অবদানের জন্য ধন্যবাদ, নিম্নবর্গীয়, উত্তর- এবং উপনিবেশক অধ্যয়ন এবং দক্ষিণী দৃষ্টিভঙ্গি এবং জ্ঞানতত্ত্বের জন্য, নতুন সংলাপগুলি উন্মুক্ত হয়েছে এবং নতুন কণ্ঠস্বর শোনা গেছে। এই সংলাপগুলি একটি রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলেছে। আমরা আমাদের ডিসিপ্লিনের ইতিহাস, এর ব্যবহারিক আদর্শ এবং এর কিছু প্রধান পক্ষপাতমূলক অবস্থান পুনর্বিবেচনা করেছি।

অনেক কিছু করা বাকি। যাইহোক, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশের কোয়ার্টারে কী অর্জন করেছি তা আমাদের ধরা উচিত। আমি যখন ছাত্র ছিলাম, সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস গুটিকয়েক পশ্চিমা পন্ডিতদের অবদান সংকলিত হয়েছিল। আজ, ডব্লিউ.ই.বি ড্যু বয়েসকে একটি অধিবেশন উৎসর্গ না করে সমাজবিজ্ঞান পাঠদান আর সম্ভব নয়। লিঙ্গ এবং অন্তঃর্বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি একীভূত না করে বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করা বা গ্লোবাল সাউথের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উল্লেখ না করে সমসাময়িক তত্ত্বের উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। অন্যান্য গবেষকদের অবদান এবং দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করা আমাদের ডিসিপ্লিনের পুনর্বিবেচনা করার জন্য, বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার, এবং সর্বোপরি, আমাদের বিশ্ব, এর চ্যালেঞ্জগুলি এবং বিকল্পগুলি যা এটিকে আরও ন্যায্য এবং আরও টেকসই করে তুলতে পারে সেগুলি সম্পর্কে আরও ভাল বোঝার জন্য বিভিন্ন দরজা খুলে দেয়। যেমনটি আমি *গ্লোবাল ডায়ালগের (১৩.৩)* পূর্ববর্তী সংখ্যায় উল্লেখ করেছি, এটি অতীত এবং বর্তমান পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানীদের প্রয়োজনীয় অবদানকে স্বীকৃতি দেয়: "বিশ্ব সমাজবিজ্ঞান পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যবহারিক দর্শনগুলিতে মূল থাকতে পারে না যা নিজেদেরকে সর্বজনীন হিসাবে উপস্থাপন করে বা পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানের সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

বিবি: আমাদের আজকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বা বিষয়গুলিকে যেগুলোকে সমাধান করতে হবে তা কি? আমরা কি তা করতে ভালো অবস্থানে আছি?

জিপি: একদিকে কর্তৃত্ববাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল এক্টরদের উত্থান, এবং অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত পতনের জন্য আমাদেরকে আমাদের বিশ্ব (এবং আমাদের ডিসিপ্লিনের) সম্পর্কে ভিন্নভাবে চিন্তা করতে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অন্তদৃষ্টিপূর্ণ উপায়কে দক্ষতার সাথে অবদান রাখতে হবে। আমাদের সময়ে কাজটি অপরিসীম। যাইহোক, এই প্রয়োজন মেটাতে আমাদের কাছে নতুন সংস্থানও রয়েছে।

ডিজিটাল বিশ্বের উত্থান এবং এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। এটি আমাদের প্রচুর পরিমাণে তথ্য এবং আরও অনেক শক্তিশালী বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জামগুলিতে প্রবেশাধিকার দেয়। একটি আরও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান হল বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলের গবেষকদের জ্ঞান, বিশ্লেষণ এবং অবদানের আরও ভালভাবে একীকরণের সুযোগ দেয়। অনেক উপায়ে, সমাজবিজ্ঞান শতাব্দীর শুরুর তুলনায় আরো খোলামেলা, সৃজনশীল এবং দৃঢ়। আমরা বিশ্বকে বোঝার জন্য অবদান রাখতে এবং আমাদের সময়ের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য আরও ভালভাবে সজ্জিত। একুশ শতকের প্রথম ভাগ একজন সমাজবিজ্ঞানী হওয়ার জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ সময়।

বিবি: গ্লোবাল ডায়ালগ কীভাবে এই বাধাগুলি কাটিয়ে উঠতে অবদান রাখতে পারে?

জিপি: গ্লোবাল ডায়ালগ একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম কারণ এটি প্রতিটি মহাদেশকে প্রভাবিত করে এমন জটিল সমস্যাগুলিকে স্থানীয় বাস্তবতা এবং কঠোর বিশ্লেষণের গভীর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে ব্যাখ্যা করার অনুমতি দেয়, কিন্তু শ্রোতাদর্শক হিসেবে গবেষক, ছাত্র এবং নাগরিকদের কাছে প্রবেশাধিকার দেয়। মাইকেল বুরাওয়ে ম্যাগাজিনটি প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে আমরা এই গ্লোবাল এবং জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞানকে প্রচার করেছি।

গ্লোবাল ডায়ালগের প্রতিটি ইস্যু আমাদের দেখায় যে গ্লোবাল এমন একটি স্কেল নয় যা স্থানীয় বাস্তবতার উপরে উড়ে যায় (যা হবে 'পদ্ধতিগত বিশ্ববাদ')। বিপরীতভাবে, বিশ্ব সমাজবিজ্ঞান বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞানীদের অবদানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। ■

অনুবাদ:
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

> জাপানিজ সমাজবিজ্ঞান এবং জাপান সোশিওলজিক্যাল সোসাইটি: একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইয়োশিমিছি সাতো, কিয়োটো ইউনিভার্সিটি অভ এডভান্সড সাইন্স, জাপান এবং সভাপতি, জাপান সোশিওলজিক্যাল সোসাইটি

কৃতজ্ঞতা: জাপান সমাজবিজ্ঞান সমিতি

আমি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে জাপানি সমাজবিজ্ঞান এবং জাপান সোশিওলজিক্যাল সোসাইটি (জেএসএস) এর ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করব কারণ একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের ইতিহাসের সমস্ত বিবরণ তুলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

> জাপানি সমাজের উন্নতির লক্ষ্যে বুনিয়াদ

জেএসএস ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু জাপানের সমাজবিজ্ঞানীরা তার আগে থেকেই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালনা শুরু করেছিলেন। অগাস্ট কোৎ যেমন ফরাসি বিপ্লবের পরে ফরাসি সমাজের পুনর্গঠনের ধারণা দিয়েছিলেন, জাপানি সমাজবিজ্ঞানীরাও সেভাবে মেইজি পুনরুদ্ধারের পরে জাপানি সমাজের কাঠামো কেমন হবে এবং কীভাবে গঠন করা উচিত তা অনুমান করেছিলেন। যদিও তারা হার্বার্ট স্পেন্সারের চিন্তাধারার উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু তারা *আকিমোটোর* পরামর্শ অনুসারে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে এটাকে রক্ষণশীলতা এবং উদারতাবাদ এই দুটি ভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করেছিল।

জাপানি সমাজবিজ্ঞান জাপানি সমাজের সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করাতে এবং সেগুলোকে সমাধান করতে দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করেছে। যুদ্ধপূর্ব জাপানী সমাজের প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে কয়েকটি নাম বলতে গেলে শ্রম সমস্যা, দারিদ্র্য এবং জাতীয়তাবাদ - এ বিষয়গুলো উঠে আসে এবং জাপানি সমাজবিজ্ঞানীরা জাপানি সমাজের উন্নতির লক্ষ্যে এসব সমস্যাগুলো বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করেছেন। যদিও যুদ্ধ-পূর্ব জাপানি সমাজবিজ্ঞান ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞান দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল, তবু জাপানি সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসের একজন নক্ষত্র ইয়াসুমা তাকাদা সমাজবিজ্ঞানের বিল্ডিং ব্লক হিসাবে সামাজিক বন্ধনের উপর গুরুত্বারোপ করে একটি মূল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক বিজ্ঞানের একটি স্বাধীন ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করা। তার তত্ত্বের মৌলিকত্ব সমসাময়িক জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে এবং এগুলো যুদ্ধপূর্ব জাপানি সমাজবিজ্ঞানে একটি মাইলফলকও বটে।

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কাল: আধুনিকীকরণ এবং মার্কসবাদী তত্ত্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, জাপানি সমাজবিজ্ঞানীরা উত্তরাধিকারসূত্রে ইয়াসুমা তাকাদা, তেইজো টোডা এবং ইতারো সুজুকির মতো মহান যুদ্ধপূর্ববর্তী সমাজবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে একটি তাত্ত্বিক ধারা লাভ করেন। "সোশিওলজি অফ পোস্টওয়ার জাপান" বইয়ের লেখক টমিনাগার মতানুসারে, ইতিমধ্যে তারা পরিবারের সমাজবিজ্ঞান, গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান, শহুরে সমাজবিজ্ঞান এবং শিল্প সমাজবিজ্ঞানের মতো বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান পরিচালনা করেছেন। এর ফলে জাপানি সমাজবিজ্ঞান বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায়, দুটি তাত্ত্বিক ধারার উদ্ভব হয়: আধুনিকীকরণ তত্ত্ব এবং মার্কসীয় তত্ত্ব।

আধুনিকীকরণ তত্ত্ব ট্যালকট পার্সনস এবং তার সহযোগীদের দ্বারা প্রস্তাবিত

>>

স্ট্রাকচারাল ফাংশনালিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে আধুনিকায়ন এবং শিল্পায়নের প্রভাবের উপর গুরুত্বারোপ করে। মার্কসীয় তত্ত্বও আধুনিকীকরণ এবং শিল্পায়নের প্রভাবগুলো অধ্যয়ন করেছিল, তবে এর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিকীকরণ তত্ত্বের থেকে আলাদা ছিলঃ এটি মূলত শ্রেণী কাঠামোর প্রভাবগুলোতে গুরুত্বারোপ করে। এই শ্রেণী কাঠামো মূলত উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের উপর গঠিত মার্কসের তত্ত্ব থেকে এসেছে।

আধুনিকীকরণ তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যখন জাপানি সমাজ শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উপভোগ করেছিল (১৯৫৫-১৯৭৩); এটি সেই সময়ের জাপানি সমাজের বাস্তবতাকে চিত্রিত করেছিল এবং আশাবাদীভাবে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। যাইহোক, এই তত্ত্ব বিভিন্ন কারণে তার জনপ্রিয়তা হারায়: এই তত্ত্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার পর জাপানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থবিরতাকে ব্যাখ্যা করতে পারেনি; বিশ্বের সমস্ত দেশ এই তত্ত্ব দ্বারা পূর্বাভাসিত পথ অনুসরণ করেনি। অনেক জাপানি সমাজবিজ্ঞানীও মার্কসবাদী তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তারা সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যাগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ এই তত্ত্ব পুঁজিপতি/নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক/কর্মচারীদের মধ্যে এবং পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে, বড় বড় সংস্থা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। যাইহোক, এই তত্ত্বের প্রভাবও নতুন বামপন্থার উত্থান এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ব্লকের পতনের মত বিভিন্ন ঘটনার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে।

> নতুন দিকনির্দেশ, আমেরিকান প্রভাব, এবং এসএসএম সমীক্ষা

আধুনিকীকরণ এবং মার্কসীয় তত্ত্ব দুর্বল হওয়ার পর তথাকথিত বহু-প্যারাডাইমের যুগ শুরু হয়। এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চমৎকার তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে ফেনোমেনোলজিকাল সমাজবিজ্ঞান এবং তথ্য সমাজের উপর গুরুত্বারোপকারী সমাজবিজ্ঞান, বিশ্বায়ন ও কল্যাণ রাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য।

এটা বলে রাখা শ্রেয় যে যুদ্ধোত্তর জাপানি সমাজবিজ্ঞান আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত ছিল। ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞান প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও, বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের আমেরিকান ধারা - গুণগত এবং সংখ্যাগত - অনেক জাপানি সমাজবিজ্ঞানীকে প্রভাবিত করে। একটি প্রধান সংখ্যাগত অধ্যয়ন হল সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং সামাজিক গতিশীলতার জাতীয় সমীক্ষা, যা সাধারণত এসএসএম সার্ভে নামে পরিচিত। আইএসএ এর একটি আন্তর্জাতিক প্রকল্পের সহযোগিতায় ১৯৫৫ সালে জেএসএস দ্বারা প্রথম এসএসএম সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছিল। তারপর থেকে, এটি প্রতি দশকে পরিচালিত হচ্ছে, পরবর্তীটি ২০২৫ সালে পরিচালিত হবে। এসএসএম সমীক্ষার সমস্ত ডেটাসেট টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সামাজিক বিজ্ঞান জাপান ডেটা আর্কাইভে অনুরোধের ভিত্তিতে পাওয়া যায়।

> জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গতিপথ

জাপানি সমাজবিজ্ঞানের এই বিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে জেএসএস বিকশিত হয়েছে। ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এটি তার অফিসিয়াল জার্নাল প্রকাশ করেছে। ১৯৫০ সালে প্রথম খন্ড প্রকাশিত হওয়া এ জার্নালের নাম বেশ কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে; এর বর্তমান নাম জাপানিজ সোশিওলজিক্যাল রিভিউ। জাপানিজ সোশিওলজিক্যাল রিভিউ এর সকল প্রবন্ধ *অনলাইনে বিদ্যমান*। জার্নাল প্রকাশের পাশাপাশি, সমিতি ১৯২৫ সাল থেকে বার্ষিক সভা আয়োজন করে আসছে। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে ৯৭ তম বার্ষিক সভাটি কিয়োটোর সাঙ্গিও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমিতির শতবর্ষ উদযাপনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে আইএসএ প্রেসিডেন্ট জিওফ্রে প্লেয়ার্সের সাথে বৈঠকের সময় একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হবে।

এটি বলা বাহুল্য যে জেএসএস আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সক্রিয় রয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ পূর্বউল্লেখিত ১৯৫৫ সালের প্রথম এসএসএম জরিপটি আইএসএ প্রকল্পের সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছিল। জেএসএস ১৯৯২ সালে তার অফিসিয়াল ইংরেজি জার্নাল, ইন্টারন্যশনাল জার্নাল অফ জাপানিজ সোশিওলজি এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করে এবং তখন থেকে বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ অব্যাহত রেখেছে (২০২২ সালে এর জার্নালের নাম জাপানিজ জার্নাল অফ সোশিওলজিতে পরিবর্তিত হয়েছে)। অনেক জাপানি সমাজবিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানীদের সাথে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন এবং এসএসএম-তে সক্রিয় হয়েছেন; জেএসএস এর আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টটি ছিল ২০১৪ সালে ইয়োকোহামায় ১৮তম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ সোশিওলজি। আইএসএ এবং সারা বিশ্বের জাতীয় অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সমর্থনের জন্য কংগ্রেসটি অত্যন্ত সাফল্য অর্জন করে। সেই কংগ্রেসের পর কয়েক দশক পেরিয়ে গেছে, জেএসএস, আইএসএ এবং জাতীয় অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সাথে সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের একটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: ইয়োশিমিছি সাটো, <sato.yoshimichi@kuas.ac.jp>

অনুবাদ:
রাশেদ হোসেন, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

> জাপানি সমাজবিজ্ঞান

এবং এর বৈশ্বিক সংযোগ

চিকাকো মোরি, দোশিশা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান

কৃতজ্ঞতা: জাপান সমাজবিজ্ঞান সমিতি

বৈশ্বিক সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় জাপানি সমাজবিজ্ঞানের অবদান বহুমুখী হওয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সেসবের ব্যাপক মূল্যায়ন করা যথেষ্ট কঠিন। এই অবদানগুলো মাত্রা, সময় ও স্থান ভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, *চীনে চিজুকো উয়েনোর কাজ* অত্যন্ত প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো মূল্যায়ন করার সুস্পষ্ট কোন ঐকমত্য নেই। প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়নকারীর দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী মূল্যায়নগুলো ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সব অবদানের মূল্যায়ন করা নয়, বরং জাপান সোশিওলজিক্যাল সোসাইটি (জেএসএস) এবং এর সদস্যদের বিশ্বব্যাপী সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় সংযোগ স্থাপন এবং অবদান রাখার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরা, যেটি জিওফ্রে প্লেয়ার্স *নবউদ্দীপ্ত গ্লোবাল ডায়লগ* বলে অভিহিত করেছেন।

> পশ্চিমা কেন্দ্রিকতা থেকে আন্তর্জাতিকীকরণচ প্রচেষ্টা

শিগেতো সোনোদার মতে, জাপানি সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে ১৮৮০ - এর দশক থেকেই এর ইউরোকেন্দ্রিকতা চোখে পরে। সেই সময়ের বেশিরভাগ সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলোর গ্রহণযোগ্যতা, প্রবর্তন এবং বাস্তবসম্মত ব্যবহারের উপর ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। তবুও ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জেএসএসের মধ্যে, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের সাথে বৃহত্তর সংযোগের আহ্বান জানিয়ে প্রথম দিকে আওয়াজ উঠেছিল। *সিয়ামা উল্লেখ করেছেন*, জেএসএস প্রথম আটটি ন্যাশনাল সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে একটি ছিল এবং প্রতিষ্ঠার এক বছর পরে ১৯৫০ সালে একটি আবেদন জারি করার সময় ইন্টারন্যাশনাল সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে (আইএসএ) যোগদান করেছিল। জেএসএসের প্রতিনিধিত্ব করে কুনিও ওডাকা প্রথম আইএসএ কংগ্রেসে অংশ নিয়েছিলেন এবং তাঁর উপস্থাপিত সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং সামাজিক গতিশীলতার সম্মিলিত জাতীয় জরিপ (এসএসএম) কাজগুলো পরবর্তীকালে ১৯৫৯ সালে লিপসেট এবং বেন্ডিক্সের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছিল।

বেশ কয়েকটি জেএসএস সদস্য আইএসএর সাথে জড়িত ছিলেন, যার মধ্যে যোশিমিচি সাতো ছিলেন যিনি এটির কার্যনির্বাহী কমিটিতে (২০১০-১৪) যোগ দিয়েছিলেন। *হাসেগাওয়ার বিবরণ* থেকে দেখা যায় যে, এই প্রচেষ্টাগুলো ২০১৪ সালের জুলাইয়ে ইয়োকোহামায় অষ্টাদশ আইএসএ কংগ্রেসের সফল আয়োজনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছিল, যেখানে ৬,০০০ এরও বেশি অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটি বলে রাখা ভালো যে, প্রধান জেএসএস কর্মীদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকীকরণের এই পথটি জাপান সরকারের আন্তর্জাতিকীকরণের জাতি-রাষ্ট্র মডেল থেকে স্পষ্টতই আলাদা, যার লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং উন্নত করা। ২০১১ সালে *গ্লোবাল ডায়ালগে মাইকেল বুরাভয়ের সাক্ষাৎকারে* শুজিরো ইয়াজাওয়া উল্লেখ করেছিলেন, সমাজবিজ্ঞানের সত্যিকারের আন্তর্জাতিকীকরণের সাথে জাতি-

>>

রাষ্ট্র কাঠামোর বাইরে একটি বৈশ্বিক বা প্লানেটারি সমাজের মধ্যে অবস্থিত একটি বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান তৈরি অন্তর্ভুক্ত।

> পূর্ব এশীয় সমাজবিজ্ঞানের উপর দৃষ্টিপাত

আঞ্চলিক পর্যায়েও উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। *সোনোদা উল্লেখ করেছেন* যে ১৯৮০'র দশক থেকে চীন-জাপানি সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনসহ বেশ কয়েকটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জাপানি সমাজবিজ্ঞানীরা এশিয়া প্যাসিফিক সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত) এবং এশিয়ান সোশ্যাল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত) - এর মতো বিস্তৃত এশীয় সমাজতাত্ত্বিক নেটওয়ার্কগুলোতে ক্রমবর্ধমানভাবে অংশগ্রহণ করছেন। তাছাড়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে পরিচালিত আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রোগ্রামগুলো অন্যান্য এশিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের সাথে সহযোগিতা জোরদারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিকো ওচিয়াই এবং তোহোকু বিশ্ববিদ্যালয়ের যোশিমিচি সাতোর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রোগ্রামগুলো এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

এসব উদ্যোগের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণও রূপ নিচ্ছে। ২০০৩ সালে শুরু হওয়া পূর্ব এশীয় সমাজবিজ্ঞানীদের সম্মেলনের ফলস্বরূপ ২০১৭ সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ইস্ট এশিয়ান সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এর প্রথম কংগ্রেস ২০১৯ সালের মার্চ মাসে টোকিওর চুও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই পূর্ব এশীয় সমাজতাত্ত্বিক বিনিময়গুলো অসংখ্য প্রকাশনার জন্ম দিয়েছে। যেমন, এ কোয়েস্ট ফর ইস্ট এশিয়ান সোশিওলজিস (২০১৪) এবং হ্যান্ডবুক অফ পোস্ট-ওয়েস্টার্ন সোশিওলজিঃ ফ্রোম ইস্ট এশিয়া টু ইউরোপ (২০২৩)। এই উদ্যোগগুলোর লক্ষ্য হলো একটি বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানে অবদান রাখা যা *একটি অ-আধিপত্যবাদী বিশ্ব সমাজবিজ্ঞানের* সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

> জেএসএসের জন্য নতুন উদ্যোগ ও চ্যালেঞ্জ

জেএসএস বিশ্বব্যাপী আলোচনার সাথে সংযুক্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন, ১৯৯২ সালে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ জাপানীজ সোশিওলজি প্রতিষ্ঠা; দক্ষিণ কোরিয়া (২০০৭ সাল থেকে), চীন (২০১১ সাল থেকে) এবং তাইওয়ানের (২০১৫ সাল থেকে) সাথে বিনিময় চুক্তির ভিত্তিতে যৌথ প্যানেল; পাশাপাশি ২০২৩ সালে *জাপানি সমাজবিজ্ঞানকে ইংরেজিতে* উপস্থাপনার জন্য অফিসিয়াল ব্লগ প্রতিষ্ঠা করা। আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হলো ট্র্যাভেল অ্যাওয়ার্ড (পূর্বে ট্র্যাভেল গ্রান্ট নামে পরিচিত ছিল যেটি ২০০৮ সালে তৈরি), যা বিশ্বজুড়ে তরুণ গবেষকদের পুরস্কৃত করে যারা জেএসএসের বার্ষিক সভায় একটি নির্দিষ্ট থিমের উপর তাদের গবেষণা উপস্থাপন করতে চায়। থিমগুল হলোঃ ২০২২ সংস্করণে কোভিড-১৯ এবং সমাজ এবং ২০২৩ সংস্করণে সংকটের প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদ।

২০২৪ সালের সংস্করণের জন্য ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ডের থিমটি হলো *বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের অবক্ষয়* যেখানে ৯ ও ১০ নভেম্বর জেএসএসের বার্ষিক সভায় জিওফ্রে প্লেয়ার্সের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। এটি ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ডের জন্য রেকর্ড সংখ্যক প্রার্থীকে আকৃষ্ট করেছে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে

টোকিও, জাপান। (কৃতজ্ঞতা: উইলিয়ান জাস্টেন দে ভাসকনসেলোস,

আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও গ্লোবাল সাউথ এবং এর জ্ঞানতত্ত্ব, যেমন বি-ঔপনিবেশিকতা বা সাবঅল্টার্ন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আদান-প্রদান তুলনামূলকভাবে অনুন্নত রয়ে গেছে। জেএসএস এবং এর সদস্যদের জন্য বার্ষিক সভার ২০২৪ সংস্করণটি গ্লোবাল ডায়লগে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হওয়ার এবং আমাদের সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানে অবদান রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ প্রদান করে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: চিকাকো মোরি <cmori@mail.doshisha.ac.jp>

অনুবাদ:
মাসুদুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

> জাপানি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার বৈশ্বিক বিস্তৃতির জন্যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

মাসাকো ইশি-কুন্তজ, ওচানোমিজু বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান।

কৃতজ্ঞতা: জাপান সমাজবিজ্ঞান সমিতি

মার্কিন মুলুকে আমার প্রারম্ভিক কর্মজীবনে, আমেরিকার সোশিওলজিক্যাল এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে এবং বিভিন্ন পেশাদার সংস্থার দ্বারা আয়োজিত বিবিধ সম্মেলনে যোগদানের সময় জাপানি বুদ্ধিজীবী এবং স্নাতক শিক্ষার্থীদের সন্ধান পাওয়া বিরল ঘটনা ছিল। সম্ভবত এই শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে এই দৃশ্যটি ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক পেশাগত সভায় জাপান থেকে আগত সমাজবিজ্ঞানীদের দেখা পেতে শুরু করেছি।

>একত্রীকরণ এবং ভাষার বাধা লঙ্ঘন

২০১৪ সালে ইয়োকোহামায় আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ সোশিওলজি এর অষ্টাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই প্রবণতা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, জাপানে বসবাসকারী সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণার ফলাফলগুলো বিশ্বব্যাপী সম্মেলনে উপস্থাপন করার পাশাপাশি তাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ইংরেজী ভাষার জার্নালেও তাদের প্রতিনিধিত্ব দেখা যাচ্ছে। বেশকিছু আই-এসএ পরিসংখ্যানের দিকে এক নজরে এই পরিবর্তনটিও প্রকাশ করে। আই-এসএ (২০২৪) অনুসারে, ২০১০ সালে, আইএসএ ওয়েবসাইটে প্রথমবারের মতো কংগ্রেসের পরিসংখ্যান উপলব্ধি করা হয়েছিল, জাপান থেকে ২০৫ জন অংশগ্রহনকারী সুইডেনের কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল এবং এই সংখ্যাটি সপ্তম সর্বোচ্চ সংখ্যক অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ২০১৪ সালে ইয়োকোহামা কংগ্রেসে এই সংখ্যা দ্বিগুনের বেশি দাঁড়ায়, ৪২৯ পর্যন্ত। এরপরে, যদিও জাপানের মোট অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা টরেন্টো (২০১৮) এবং মেলবোর্নে (২০২৩) যথাক্রমে ১১৫ এবং ২৭৭ এ নেমে এসেছে, জাপানের সমাজবিজ্ঞানীরা তুলনামূলকভাবে টরেন্টোতে পঞ্চম এবং মেওলবোর্নে চতুর্থ স্থানে ছিলেন।

এটি শুধুম জাপানের সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য নয়, বিভিন্ন দেশে তাদের সমকক্ষদের একটি স্বাগত পরিবর্তন। ১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমার ডক্টরেট গবেষণামূলক গবেষণায় কাজ করছিলাম, তখন ইংরেজিতে লেখা জাপান সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক বই এবং নিবন্ধগুলো খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল। তাই আমি প্রায়শই জাপানি ভাষায় লিখিত বই এবং নথির মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নিতাম। যদিও, জাপানি ভাষায় লেখা বই এবং প্রবন্ধ পড়তে পারাটা একটা অসাধারণ ব্যাপার ছিল, একই সময়ে আমি অনুভব করেছি যে গবেষণার ফলাফলগুলোকে অন্যান্য ভাষা

>>

টোকিও, জাপান। (কৃতজ্ঞতা: অস্কার এম., পেক্সেলস)।

অবলম্বনকারী সমাজবিজ্ঞানীদের সাথে পরিচয় করানো যায় এবং পড়া উচিত। এখন যেহেতু জাপানের সমাজবিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অনেক বেশি সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং ইংরেজি ভাষার জার্নালে তাদের গবেষণা প্রকাশ করছেন, আমি মনে করি যে জাপানি সমাজতাত্ত্বিক কাজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হবার একটি দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাপানি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা আরও বেশি করে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, এখনও কিছু বাধা রয়েছে যা জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের তাদের গবেষনার ফলাফল বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বাধাগ্রস্ত করে। একটি জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান শেখানোর অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, এই বাধাগুলো কি নিয়ে তা বলার সুযোগ আমাকে দিন,তাহলে আমি অসুবিধাসমূহ কাটিয়ে উঠতে কিছু পরামর্শ দিতে পারি, এবং এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় জাপান সোশিওলজিক্যাল সোসাইটি (জে এস এস) কি করছে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।

> গবেষণা বিশ্বায়নের জন্যে পরামর্শ এবং তিনটি প্রতিবন্ধকতা

প্রথম এবং সম্ভবত সবার আগে জাপানের অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করতে পারেন যে ইংরেজি ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক গবেষকদের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে এখনও একটি বাধা রয়েছে। এটি জাপানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার কারনে হতে পারে, যেখানে *ইকেগাসিরা, মাতসুমোটো এবং মরিতা* দ্বারা হাইলাইট করা ইংরেজিতে যোগাযোগের ক্ষমতা কার্যকরভাবে শেখানো হয় না। একই সময়ে, জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, স্থানীয় ইংরেজি ভাষাভাষীদের মতো কথা বলার জন্যে খুব চেষ্টা করে। যারা নিজেদের গবেষনার ফলাফলকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চান, তারা মনে করেন যে, স্থানীয়দের মত ইংরেজি শোনানোর দরকার নেই, তারা তাদের মত করে ইংরেজি বলতে পারে, যা তাদের উপর থেক চাপের মাত্রা কমাতে পারে। জেএসএস এর মধ্যে, আমরা আন্তর্জাতিক স্থানীয় গবেষনা কার্যক্রমের প্রচারের জন্যে কমিটি তৈরি করেছি যা ইংরেজিতে গবেষণার বিমূর্ত লেখার পাশাপাশি ইংরেজিতে গবেষণাপত্র উপস্থাপনের বিষয়ে বক্তব্য দেবার জন্যে বার্ষিক কর্মশালার আয়োজন করে। স্নাতক শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহন করে এবং বক্তৃতা দেয় যার মধ্যে অনেকগুলোই আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে উপস্থাপনের জন্যে গৃহীত হয়।

দ্বিতীয়ত, জাপানি সমাজবিজ্ঞানের অনেক স্নাতক শিক্ষার্থি এবং শিক্ষাবিদদের গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা, উদাহরণস্বরূপ, আমি লক্ষ্য করেছি যে অনেক জাপানি সমাজবিজ্ঞানীরা উপস্থাপনার জন্যে খসড়া প্রস্তুত করেন এবং সেগুলি বহুবার মহড়া দেন। অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া উচিত, পান্ডু-লিপির উপর অত্যধিক নির্ভরতা মসৃণভাবে উপস্থাপনা দেওয়া কঠিন করে তোলে। তদপুরি, জাপানের অনেক উপস্থাপক প্রশ্নোত্তর পর্বগুলো নিয়ে বেশ আতংকিত থাকেন। কারন, এর জন্যে খসড়া প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। আমি সাধারনত জাপানের শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের যা সুপারিশ করি তা হল ভুল করার ব্যাপারে ভয় না পাওয়া এবং মন্তব্য ও প্রশ্নের কোন অংশ তাদের পক্ষে বোঝা কঠিন হলে তা ব্যাখা করা। জেএসএস এ শিক্ষার্থীদের এবং নতুন গবেষকদের তাদের উপস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে সেমিনার করার প্রয়োজন হতে পারে।

অবশেষে, ভাষা-সম্পর্কিত অসুবিধাগুলো কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি, বিদেশী সম্মেলনে অংশগ্রহনকারীদের জন্যে ভ্রমণ এবং বাসস্থানের জন্যে তহ-বিল গঠন করা অপরিহার্য। জেএসএস তার সদস্যদের আন্তর্জাতিক স্থানীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ভ্রমণ অনুদান প্রদান করে। এছাড়াও, জাপান সরকার,বেসরকারী সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশী সম্মেলনে যোগদানের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্যে অনেক ধরনের বৃত্তি প্রদান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু পেশাদার সংস্থাও আন্তর্জাতিক স্থানীয় অংশগ্রহনকারীদের জন্যে ভ্রমণ সহায়তা করে। আমি এই অনুদান, ফেলোশিপ এবং বৃত্তিগুলোর একটি ডাটাবেজ তৈরি করার জন্যে জেএসএস এর মতো জাপানি পেশাদার সংস্থাগুলোকে সুপারিশ করছি।

সংক্ষেপে বলতে হলে, জাপানি শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষাবীদদের গবেষণার বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সমর্থন উভয়েরই প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক স্থানীয় সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহন বাড়ানো এবং সেই সাথে ইংরেজি-ভাষার জার্নালে দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি উভয়ই জাপানি সমাজবিজ্ঞানকে বৈশ্বিক পর্যায়ে এগিয়ে দেওয়ার জন্য অপরিহার্য। ■

সরাসরি যোগাযোগ: মাসাকো ইসি-কুন্তজ <ishii.kuntz.masako@ocha.ac.jp>

অনুবাদ:
ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া, প্রভাষক, সাইন্স এন্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগ (সমাজবিজ্ঞান), মিলিটারি ইন্সটিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি।

> জাপানি
সমাজবিজ্ঞানের নব্য ধারা

নাওকি সুডো, হিটোটসুবাসী বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান

কৃতজ্ঞতা: জাপান সমাজবিজ্ঞান সমিতি

আধুনিক জাপানি সমাজবিজ্ঞানে দুটি বিশেষ ধারা লক্ষণীয়। প্রথমত, জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের প্রধান আগ্রহ সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়। এটা লক্ষণীয় যে জাপানী সমাজবিজ্ঞানীদের পদ্ধতিগত আগ্রহ শুধুমাত্র সংখ্যাগত পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং গুণগত পদ্ধতিও এতে অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, একুশ শতকের গোড়ার দিকে জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের আগ্রহ বিংশ শতাব্দীর তুলনায় অনেক বেশি বৈচিত্রময় ছিল। আর এইভাবে, জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের মূল আগ্রহ সাম্প্রতিক বিষয়গুলোর দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রচলিত বিষয়গুলো জাপানি সমাজবিজ্ঞানে যুক্ত হওয়ায় এগুলোকে সমাজবিজ্ঞানের নতুন আলোচ্য বিষয় হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ফলস্বরূপ, গত কয়েক দশকে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলোতে জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের আগ্রহ কমতে শুরু করেছে।

> সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব থেকে সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি

জাপানি সমাজবিজ্ঞানের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব থেকে সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে, আমরা দুজন জাপানি সমাজবিজ্ঞানীর লেখা দুটি গবেষণার কথা বিবেচনা করা যায়। একটি হল কেনিচি টমিনাগা এর *সোশিওলজি ইন পোস্টওয়ার জাপান: এ কনটেম্পোরারি হিস্ট্রি* (২০০৪), এবং অন্যটি হল হিরোকি তাকিকাওয়ার, *টপিক ডাইনামিক্স অফ পোস্ট-ওয়ার জাপানীস সোসিওলজি*: টপিক এনালাইসিস অফ জাপানীস সোসিওলজিক্যাল রিভিউ কর্পাস বাই স্ট্রাকচারাল টপিক মডেল (২০১৯)। যদিও টোমিনাগা এবং তাকিকাওয়ার এই কাজগুলো জাপানি সমাজবিজ্ঞানের নব্য ধারাগুলোকে বিশ্লেষণ করে না, তবে এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সর্বশেষ পরিস্থিতি বিশ্লেষণে তাদের উপস্থাপিত কাঠামো প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এই লেখকরা যুক্তি দেন যে দুটি পরস্পর বিরোধী সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা (স্ট্রাকচারাল ফাংশনালিজম এবং মার্ক্সিজম) ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের আগ্রহের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল। যাইহোক, এই দুটি সমাজতাত্ত্বিক ধারণাগুলোই পরবর্তী প্রজন্মের জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রচুর সমালোচিত হয় এবং এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা গুরুত্ব হারায়। স্ট্রাকচারাল ফাংশনালিজম এবং মার্ক্সিজমের পরিবর্তে, নতুন সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলো (যেমন, মিশেল ফুকোর সাবজেক্ট অধ্যয়ন, পিয়েরে বোর্দিউ-এর কালচারাল ক্যাপিটাল থিওরি, নিকলাস লুহম্যানের সোশ্যাল সিস্টেম থিওরি, ইয়ুর্গেন হ্যাবারমাসের কমিউনিকেশন থিওরি, এবং অ্যান্থনি গিডেন্সের স্ট্রাকচারেশন থিওরি) জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করে। তদুপরি, শতাব্দীর শুরু থেকে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলোতে জাপানি সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের আগ্রহ ত্বরিতগতিতে হারাতে শুরু করেছে।

তাকিকাওয়ার মতে, জাপানী সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের পরিবর্তে সামাজিক গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করার উপায় হিসাবে সমাজতাত্ত্বিক

>>

পদ্ধতিতে আগ্রহী। প্রকৃতপক্ষে, কিছু জাপানি সমাজবিজ্ঞানী উন্নত সংখ্যাগত পদ্ধতি ব্যবহার করে সামাজিক ঘটনাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। একই সাথে, অন্যান্য জাপানি সমাজবিজ্ঞানীরা গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে সামাজিক ঘটনা অধ্যয়ন করেছেন, যেমন বর্ণনামূলক পদ্ধতি। যেমন, তাকিকাওয়া ইঙ্গিত করেছেন, সংখ্যাগত এবং গুণগত পদ্ধতিগুলো এই শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। তার মতে, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জাপানি সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সংখ্যাগত এবং গুণগত পদ্ধতির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক নয়, বরং পরিপূরক সম্পর্ক ছিল।

সাধারণত, কোন বিষয়ে আধুনিক সংখ্যাগত পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহারকে সে বিষয়ের বিজ্ঞান বলে প্রতিষ্ঠাকরণের সংকেত হিসেবে ব্যখ্যা করা যেতে পারে। যাইহোক, একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জাপানি সমাজবিজ্ঞানে আধুনিক সংখ্যাগত পদ্ধতির ব্যপক ব্যবহার এবং তার সাথে গুণগত পদ্ধতির ইতিবাচক সহাবস্থানের প্রবণতা ছিল যেটি সংখ্যাগত পদ্ধতির চেয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা আরও কঠিন হতে পারে বলে মনে করা হয়। ফলে বলা যায় যে, সংখ্যাগত পদ্ধতির প্রতি জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের আগ্রহ থাকলেও এটিকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণের জন্য তাদের খুব একটা আগ্রহ নেই। অতএব, জাপানী সমাজবিজ্ঞানীদের আগ্রহ সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব থেকে সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হওয়ার অন্যান্য কারণগুলো আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত।

> একবিংশ শতাব্দীতে জাপানি সমাজবিজ্ঞানে বৈচিত্রময় বিষয়

হিরোকি তাকিকাওয়ার ভাষ্য অনুযায়ী একবিংশ শতাব্দীতে জাপানি সমাজবিজ্ঞানীরা যেসব বিষয়ে গবেষণা করার চেষ্টা করেছে সেগুলো বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের বিষয়গুলোর চেয়ে বেশি বৈচিত্রময়। বিশেষত, জাপানি সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজবিজ্ঞানের গতানুগতিক বিষয়গুলোর সাথে (যেমন, সামাজিক শ্রেণী, পরিবার, শ্রম, সংগঠন, শহুরে অধ্যয়ন ইত্যাদি) নতুন গবেষণা বিষয়গুলো (যেমন, পরিবেশগত সমস্যা, লিঙ্গ/যৌনতা এবং আত্ম-পরিচয়) যুক্ত করেছেন। এটা ধরে নেওয়া হয় যে এই বিষয়গুলোকে মোকাবেলা করার জন্য তাদের অত্যন্ত জটিল উপায়ে আন্তঃসংযুক্ত নতুন আধুনিক সংখ্যাগত এবং গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। উপরন্তু, জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এই ধরনের পদ্ধতিগুলো সামাজিক বিজ্ঞানী যারা তাদের মত অন্যান্য শাখায় (অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, এবং সামাজিক তথ্য বিজ্ঞান, এবং অন্যান্য) কাজ করে তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সম্ভবত বৈচিত্রপূর্ণ গবেষণা বিষয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে অন্যান্য শাখার সামাজিক বিজ্ঞানীদের সাথে সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল বলেই জাপানি সমাজবিজ্ঞানীরা গবেষণা পদ্ধতিতে তাদের আগ্রহের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে শুরু করেছিলেন।

অধিকন্তু, একুশ শতকের গোড়ার দিকে জাপানি সমাজ ত্বরিতগতিতে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনগুলো জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য অনতিবিলম্বে এবং বাস্তবসম্মত সমাধানের বিষয়টিকে কঠিন করে তুলেছে। প্রথমত, সে সময়র মধ্যে জাপানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনসংখ্যা বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। ফলস্বরূপ, জাপান এখন বিশ্বের অন্যতম বয়স্ক জনসংখ্যার একটি দেশ। যেটি জাপানের সামাজিক কল্যাণ শাসনের স্থায়িত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৯০ এর দশকের শেষের দিক থেকে জাপান দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক স্থবিরতার সম্মুখীন হয়েছে। ফলস্বরূপ, সমগ্র শ্রমশক্তিতে অনিয়মিত কর্মীদের (খন্ডকালীন ও অস্থায়ী কর্মী) অংশগ্রহণ বেড়েছে। উপরন্তু, যেহেতু জাপানি সমাজকে শ্রমশক্তির ঘাটতির কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে, অভিবাসীদের সংখ্যা এবং শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের হার বাড়ছে। এই পরিবর্তনগুলো সামাজিক বৈষম্যকে প্রকট করেছে এবং একই সাথে নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে যা জাপানের বুনিয়াদি সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

এইভাবে, একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের নতুন বিষয়গুলোর সমাধান করতে হয়েছে যেগুলো গতানুগতিক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি এবং এর ফলস্বরূপ তাদের আগ্রহ তত্ত্ব থেকে পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। তা বলে এটা এমন নয় যে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলো আর জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করছে না; বরং, পুরোপুরি নতুন বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে এবং উদ্ভূত কাজগুলোতে ফোকাস করে এমন নতুন সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের প্রয়োজন হবে। এই নতুন সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা না করে, জাপানি সমাজবিজ্ঞানীরা এগুলো সমাধানের কার্যকর উপায় বের করতে সক্ষম হবেন না।

> সমাপনী মন্তব্য

দেখা যাচ্ছে যে জাপানি সমাজবিজ্ঞানের নব্য ধারাগুলো আংশিকভাবে বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের সাথে মিলে যায়। যদিও একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দ্রুত বার্ধক্য উপনীত জনসংখ্যা এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক স্থবিরতা অন্যান্য দেশের তুলনায় জাপানি সমাজে লক্ষণীয়, তবু, আমি বিশ্বাস করি যে গবেষণার আগ্রহ সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব থেকে সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হওয়া এবং বৈচিত্রপূর্ণ গবেষণার বিষয়গুলো বিশ্বব্যাপী একই রকম। অতএব, এই ধরনের প্রবণতাগুলোর কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলো শুধুমাত্র জাপানি সমাজবিজ্ঞানেই নয়, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানেও পরিলক্ষিত হয়। ফলে, এটা বলা যায় যে, জাপানি সমাজবিজ্ঞানীদের উচিত বিশ্বব্যাপী সমাজবিজ্ঞানীদের সাথে একবিংশ শতাব্দীতে তারা যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য সহযোগিতা করা। ■

সরাসরি যোগাযোগ: নাউকি সুড <naoki.sudo@r.hit-u.ac.jp>

অনুবাদ:
তাসলিমা নাসরিন, রিসার্চ এসোসিয়েট,
বাংলাদেশ রিসার্চ ইন্সটিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট (বিআরআইডি)

> বৈশ্বিক সংকট ও র‍্যাডিক্যাল বিকল্পসমূহের মধ্যে সম্পর্কের ইশতেহার

আদেলান্তে- বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার সংলাপ

কৃতজ্ঞতা: *আদেলান্তে*, ২০২৪।

> বর্তমানে আমরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হই:

- বর্তমান বিশ্ব বহু সংকটের গভীর খাদে তলিয়ে যাচ্ছে। মানবজাতি বিভিন্নভাবে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রকৃতি থেকেও ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ত্রুটিপূর্ণ আধিপত্যবাদী দমনমূলক ব্যবস্থার ফলে এসব সংকট তৈরি হচ্ছে এবং টিকে থাকছে। এই ব্যবস্থার মূলে রয়েছে শ্রেণিবৈষম্য, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, পিতৃতন্ত্র, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের আধিপত্য, বর্ণবৈষম্য ও মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। সংকটগুলো থেকে উত্তরণের জন্য মূল কারণগুলো চ্যালেঞ্জ করে পরিবর্তন করতে হবে। এজন্য সংকটগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সংকটের মূল কারণগুলোকে নির্মূল করে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে।

- স্বৈরাচারী, সাম্রাজ্যবাদী বা ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতিকে দমন করা হচ্ছে। এটি সম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান/ প্রকৃতি/ নির্বাহ পদ্ধতি/ জীবনযাপনের পদ্ধতিকে স্থানচ্যুত ও ধ্বংস করছে।

- বর্তমানের সামরিক শক্তির সাথে শিল্পের নির্ভরশীলতা এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আধিপত্যের ফলে বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্র, জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে যুদ্ধ ও সংঘাত তৈরি হচ্ছে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিরাপদ মানুষ ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব ভয়াবহ।

- বিভিন্ন পরিবেশগত সংকট যেমন জীববৈচিত্র্য হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণ বর্তমান পৃথিবীকে ষষ্ঠ গণবিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই বিলুপ্তি প্রথমবারের মতন মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে সংঘটিত হবে, যা বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের জীবন ও জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলবে।

- অব্যাহত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নির্ভর 'উন্নয়ন' পন্থাগুলি প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই অস্থিতিশীল। এটি 'উন্নত', 'উন্নয়নশীল' ও 'অধঃপতিত' তিনটি ভ্রান্ত বিভাজন সৃষ্টি করেছে এবং একটি অস্বাস্থ্যকর ও অস্থিতিশীল ভোগবাদীকে ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে।

>>

- এই ব্যবস্থার ফলে বহুমুখী সংকট উৎপন্ন হয়েছে। সংকটগুলোর সমাধানের জন্য যে-সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা দিয়ে শুধু মাত্র লক্ষণগুলোকেই মোকাবিলা করা সম্ভব, মূল কারণগুলোকে নয়, যেমন: কার্বন ট্রেডিং, সবুজায়ন, নেট-জিরো, জিও ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য প্রযুক্তি নির্ভর সমাধান ও বাজারভিত্তিক পন্থা।

- এই সংকটগুলো পারস্পরিক আত্মনির্ভরশীল। সুতরাং, এসব সংকট মোকাবিলায় আমাদের সমন্বিত, আন্তঃবিভাগীয় ও একক প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন এবং সমাধানের বিকল্প পদ্ধতি অন্বেষণ করতে হবে।

>মানুষের প্রতিক্রিয়া: প্রতিরোধ ও বিকল্প

- এই সংকটগুলোর প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ে মানুষ আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনগুলো মূলত রুপান্তরমূলক প্রক্রিয়া এবং আমাদের বহুত্ববাদী, গণতান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক, ন্যায়পরায়ণ/সমতাবাদী, মুক্ত, নারীবাদী, পরিবেশগতভাবে জ্ঞানী, শান্তিপূর্ণ, পুঁজিবাদী/উত্তর-উন্নয়নমূলক, জৈবসাংস্কৃতিক, সমৃদ্ধশালী, র‍্যাডিক্যাল ভালোবাসার দিকে পরিচালিত করে। প্রত্যেকটি আন্দোলনের নিজস্ব মূল্যবোধ ও ধারণার আছে যা বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। এই বৈচিত্রকে সম্মান জানানো উচিত, কারণ আমরা সাধারণ মৌলিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নিজেদেরকে একত্রিত করি।

- আদিবাসী জনগোষ্ঠী, তৃণমূল সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধরণের জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তি টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত জীবনের পথে হাঁটছেন। তাদের এই পথে রয়েছে কৃষি-ইকোলজি, সাধারণ সম্পদ পুনরুদ্ধার, সম্প্রদায়ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা, বিকল্প শিক্ষা ও শেখার পদ্ধতি, লিঙ্গ ও যৌন ন্যায়বিচার, র‍্যাডিক্যাল গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন, স্থানীয় অর্থনীতি যেখানে যত্ন ও যৌথ সম্পর্ক অগ্রাধিকার পায়। এখানে শ্রমিক-মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রকৃতির সঙ্গে দ্বৈততামুক্ত সম্পর্ক বজায় রাখা বা পুনরুজ্জীবিত করা এবং ইকোসিস্টেম-ভিত্তিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়াও তারা বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, জ্ঞানব্যবস্থা ও জীবনধারা সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের কাজ করছে। এসব উদ্যোগের দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এর কিছু উদ্যোগ প্রাচীন ও আদিবাসী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এবং কিছু আধুনিক শিল্প সমাজের মধ্যে পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে উদ্ভূত। তবে, এই উদ্যোগগুলো এখনো খুবই ছোট বা বিচ্ছিন্ন, যা বৃহত্তর রূপান্তরের প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য।

>রূপান্তরের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি

গভীর রূপান্তরের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতবদ্ধ:

- পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলি বুঝতে ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত রূপান্তরের অনুপ্রেরণামূলক গল্প প্রচার করা

- নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির জন্য একটি সাধারণ সংগ্রাম করে একটি ন্যায্য সামাজিক ও পরিবেশগত পরিবর্তন আনা

- আমাদের সাধারণ অবস্থান, নীতিশাস্ত্র ও মূল্যবোধ গভীরভাবে চিন্তা করা এবং একই সঙ্গে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য প্রতিপালন ও সম্মান জানানো এবং জনগণের ক্ষমতা থেকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে অবদান রাখা। ক্ষমতার ব্যবহার আধিপত্য বিস্তারের জন্য নয়, বরং ইতিবাচক রূপান্তরের জন্য হবে

- আমাদেও কাঙ্খিত পৃথিবী তৈরি করতে প্রতিরোধ আন্দোলন এবং গঠনমূলক বিকল্পগুলিকে একত্রিত করতে হবে

- মাঠ পর্যায়, স্থানীয় ও বৈশ্বিক অবস্থা থেকে সরাসরি পদক্ষেপ নিতে হবে এবং জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে মানব ও অমানব সত্তাগুলির মধ্যে সংহতি দৃঢ় করতে হবে এবং যত্নশীল হতে হবে

- জীবনের বৃহত্তর সীমারেখার প্রতি আমাদের সম্মান ও যত্ন প্রসারিত করতে হবে

- গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে সমতাভিত্তিক পুনর্জীবনশীল প্রযুক্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ কর্মপদ্ধতি বৃদ্ধি করতে হবে

- বিভিন্ন ভাষায় শব্দ ও ধারণাগুলির বোঝার জন্য একটি অভিধান (সাধারণ কিন্তু বহুত্ববাদী, সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময়) তৈরি করতে হবে

- আধিপত্যের ব্যবস্থা আমাদের নিজেদের অভ্যাস এবং সম্পর্কের মধ্যে কতটা গ্রোথিত তা অন্বেষণ করতে হবে এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নিরাময়ের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে, যা আমাদের আরোও গভীরভাবে সংযুক্ত থাকতে সাহায্য করবে।

যদিও জনগণের শক্তিশালী আন্দোলনগুলি সংকটগুলির পেছনের কারণগুলো চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করছে, এবং সমতা ও টেকসই বিকল্পগুলি প্রতিপালন ও প্রচার করছে, তবুও আমাদের একটি সুসংহত ও একক প্রতিক্রিয়া নেই। তাই আমরা আমাদের সম্প্রদায়, সংগঠন ও আন্দোলনের মধ্যে শক্তির সম্মিলিত কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা এটি গণতান্ত্রিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের স্পিরিটে করব, যেখানে বিভিন্ন মতাদর্শ, কৌশল, পথ এবং দৃষ্টিভঙ্গি খোলামেলা ভাবে স্বীকৃত হবে এবং একটি সম্মুখ গতিশীল রূপান্তরের দিকে অগ্রসর হবে। এতে আমরা যে প্রয়োজনীয় পৃথিবী চাই তা তৈরি করতে পারি। ■

* নভেম্বর ২০২০ সাল থেকে, *গ্লোবাল ট্যাপেস্ট্রি অফ অল্টারনেটিভস* (জিটিএ) বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটি সংলাপ শুরু করেছে যা ন্যায়বিচারের পদ্ধতিগত ও মৌলিক রূপান্তর চাইছে। এর মধ্যে জিটিএ ছাড়াও রয়েছে: গ্লোবাল ডায়ালগ প্রসেস; গ্লোবাল গ্রিন নিউ ডিল; গ্লোবাল ওয়ার্কিং গ্রুপ বিয়ন্ড ডেভেলপমেন্ট; তৃণমূল থেকে বিশ্বব্যাপী; বহুরূপীকরণ; প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক এবং একটি নতুন বিশ্ব সামাজিক ফোরামের দিকে। এই প্ল্যাটফর্মটি ২০২১ সালে এডিইএলএএনটিই নামে নামকরণ করা হয়েছিল। আপডেট পেতে দেখুন: https://adelante.global/

অনুবাদ:
মো. সহিদুল ইসলাম, গবেষণা সহযোগী,
ট্রান্সপারেনসি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ

> আন্তর্জাতিকতাবাদ নাকি বিলুপ্তি

প্রোগ্রেসিভ ইন্টারন্যাশনাল

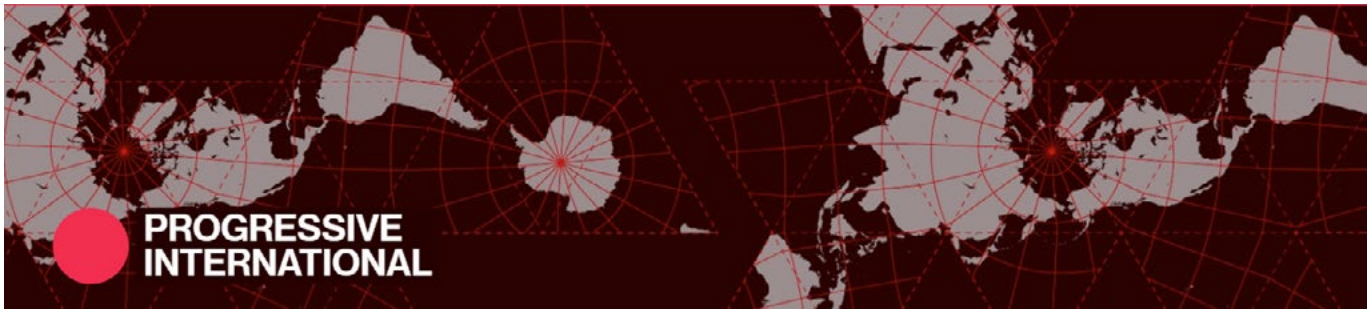

কৃতজ্ঞতা: *প্রোগ্রেসিভ ইন্টারন্যাশনাল*, ২০২৪।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রোগ্রেসিভ ইন্টারন্যাশনালের প্রথম সম্মেলনে এই ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।

১. আন্তর্জাতিকতাবাদ নাকি বিলুপ্তি
বর্তমান শতাব্দীর সংকট পৃথিবীব্যাপী প্রতিটা দেশের সকল প্রাণীকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিকতাবাদ কেবল বিলাসিতা নয়; এটি বেঁচে থাকার কৌশল।

২.প্রগতিশীলতা কী?
আমাদের লক্ষ্য বিশ্বজুড়ে একটি প্রগতিশীল শক্তির জোট গঠন করা। প্রগতিশীল বলতে আমরা এমন পৃথিবী কল্পনা করি যা গণতান্ত্রিক, বি-উপনিবেশিক, ন্যায়সংগত, সমতাপূর্ণ, স্বাধীন, নারীবাদী, পরিবেশবান্ধব, শান্তিপূর্ণ, পুঁজিবাদোত্তর, সমৃদ্ধ, বহুত্ববাদী এবং ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠে।

৩. বিশ্ববাসী, সংগঠিত হও!
আমরা শ্রমিক, কৃষক এবং পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যারা স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছি। আমাদের লক্ষ্য পৃথিবীকে আমাদের নিজস্ব হিসাবে পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরী করা যা বিভিন্ন দেশ ও জাতীর সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর সব শক্তিকে একত্রিত করবে।

৪. আমরা অবকাঠামো গড়ি
আমাদের দায়িত্ব হলো আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্য একটি ভিত্তি তৈরি করা। প্রগতির পক্ষের শক্তিগুলো এখনো বিচ্ছিন্ন কিন্তু বিশ্বজুড়ে সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান মানুষেরা ক্রমাগত একত্রিত হচ্ছে। আমরা পৃথিবীব্যাপী এমন কাঠামো তৈরি করছি যা একত্রিত হয়ে লড়তে এবং জিততে সক্ষম।

৫. ঐক্য চাই, আনুগত্য নয়!
আমরা যৌথ সংগ্রামের মাধ্যমে ঐক্য চাই। বর্তমান সংকট মোকাবেলায় সকল প্রগতিশীল শক্তির কৌশলগত জোটের প্রয়োজন। কিন্তু অংশীদারিত্বের সমন্বয় মানে কারো অধীনতা নয়। আমরা এমন একটি বৃহত্তর জোট গঠন করতে চাই, যেখানে সৃষ্টিশীল ভিন্নমত সমভাবে স্থান পাবে।

৬. সমতার ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব
আমরা বিশ্বাস করি পারস্পরিক ক্ষমতার সমতা ছাড়া অংশীদারিত্ব আধিপত্যের অন্য নাম মাত্র। আমরা কাজের মাধ্যমে বিদ্যমান ক্ষমতার বৈষম্যকে পুনরুৎপাদন না করে, বরং ক্ষমতার ভারসাম্য পুনঃস্থাপন করতে চাই ।

৭. পুঁজিবাদই আসল ভাইরাস
আমাদের লক্ষ্য সর্বত্র পুঁজিবাদকে নির্মূল করা। আমরা বিশ্বাস করি যে শোষণ, বঞ্চনা এবং পরিবেশ ধ্বংস পুঁজিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য। আমরা এই ব্যবস্থাকে রক্ষা করা বা বিশ্বব্যাপী তার সম্প্রসারণে সহায়তা করতে চাই না।

৮. আন্তর্জাতিকতাবাদ মানেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা
আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ সকল ধরনের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা, ব্যক্তিমালিকানা এবং 'কাঠামোগত সমন্বয়' এর মতো পদক্ষেপগুলো শুধু জাতির মধ্যে আধিপত্যই তৈরি করে না, বরঞ্চ বিশ্বের জনগণকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়।

৯. ভাষা হলো শক্তি
আমরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলি। ভাষাগত বাধা শ্রেণি আধিপত্য, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য এবং আদিবাসীদের বঞ্চনাকে তরান্বিত করে। আমরা ভাষাগত বাধা দূর করে সবার জন্য একটি সাধারণ প্রতিরোধের ভাষা তৈরি করতে চাই।

১০. সংগ্রামের সম্মুখে স্বাধীনতা
আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্তিমূলক যেটা বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নকে স্বীকৃতি দেয়। আমরা বিশ্বাস করি জাতিগত পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী বিস্তার চরম বৈষম্য তৈরি করেছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমরা যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তাদের সংগ্রামের দিকে মনোনিবেশ করি। বিশেষ করে যারা খাদ্য, জমি, মর্যাদা এবং স্বাধীনতার মতো মৌলিক চাহিদার জন্য লড়াই করে।

১১. মুক্তির আন্তর্জাতিকতাবাদ
আমরা বর্ণবাদ, জাতিগত বৈষম্য এবং সকল প্রকার সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। আমরা এটা স্বীকার করি যে, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য বিশ্ব ব্যবস্থার একটি সংগঠিত নীতি। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদের অন্যতম ভিত্তি।

১২. বি-উপনিবেশায়ন কেবল রুপকালঙ্কার নয়
আমাদের লক্ষ্য পুরো বিশ্বকে উপনিবেশমুক্ত করা। প্রতীকী কাজের মাধ্যমে

>>

বি-উপনিবেশায়ন চেষ্টা যথেষ্ট নয়। আমরা অতীতের অপরাধের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ এবং বিশ্বের সমস্ত বঞ্চিত জনগণের জমি, সম্পদ ও সার্বভৌমত্বের দ্রুত পুনরুদ্ধারের দাবি জানাই।

১৩. নারীবাদী রাজনীতি, নারীবাদী অনুশীলন

আমরা বিশ্বাস করি লিঙ্গীয় নিপীড়ন ব্যবস্থা থেকে কেউই মুক্ত নয়। আমাদের লক্ষ্য পুরুষতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসা এবং যে দ্বৈত কাঠামোর ওপর পুরুষতন্ত্র গড়ে উঠেছে তা ব্যাহত করা। আমরা আমাদের রাজনীতিকে যত্ন, সহযোগিতা এবং সামষ্টিক জবাবদিহিতার লক্ষ্যে পরিচালিত করি।

১৪. সুস্থ জীবনযাপন (বুয়েনোস ভিভিরেস)

আমরা প্রগতিকে প্রবৃদ্ধি দিয়ে মাপতে চাইনা। সম্প্রসারণের বাধ্যবাধকতাই পরিবেশ ধ্বংসের মূল কারণ। আমরা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত জীবনযাপনের উপায়ের খোঁজ করি এবং আমরা আমাদের যৌথ সহাবস্থানের গুণগত মানের ভিত্তিতে সফলতা পরিমাপ করি।

১৫. ন্যায়বিচার ছাড়া শান্তি নেই

আমাদের লক্ষ্য দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সামাজিক ন্যায্যতার নিরাপত্তা ছাড়া শান্তি স্থায়ী হতে পারে না। আমরা যুদ্ধ-দানব ভেঙ্গে ফেলতে কাজ করি এবং এটাকে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে জনগণের কূটনীতি দ্বারা পুণ:স্থাপন করতে চাই।

১৬. বিপ্লব, শাসন ব্যাবস্থার পরিবর্তন নয়

আমরা সমাজ পরিবর্তন এবং রাষ্ট্র পুনরুদ্ধারে জনপ্রিয় আন্দোলনকে সমর্থন করি। কিন্তু জনপ্রিয় আন্দোলন যদি পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং সাম্রাজ্যেবাদের অগ্রগতিতে সহযোগী হয় তাহলে এসব প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা অবস্থান নিই।

১৭. নির্বাচনে জয়ী হওয়াই যথেষ্ট নয়

আমাদের লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী লোকায়ত ক্ষমতার বলয় তৈরি করা। নির্বাচন হলো রাজনৈতিক পরিবর্তন ও জনগণের দাবিগুলোকে সরকারি নীতিতে পরিণত করার ব্যবস্থা। কিন্তু আমরা জানি নির্বাচনে জয়লাভই আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

১৮. বহুত্ববাদের শক্তি

আমাদের জোট সম্মিলিত মুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা অন্যদের ওপর কোনো একক পরিকল্পনা চাপিয়ে দিই না বা অন্যদের ধারণা অনুসরণ করি না। বরং আমরা আমাদের চাহিদা, জ্ঞান ও নীতির অগ্রাধিকারগুলোকে এক-ত্রিত করে এমন একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করি যা বহুত্ববাদ থেকে শক্তি অর্জন করে।

১৯. আন্তসম্পর্ক হল ভিত্তি

আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ ব্যক্তিগত এবং ঘনিষ্ঠ। নতুন প্রযুক্তি আমাদের একত্রিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু তা প্রায়ই বিভেদ ও হতাশা তৈরি করেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা তখনই সফল হতে পারি যতক্ষন আমরা একে অপরকে সমমর্যদার ভিত্তিত জানি এবং বিশ্বাস করি।

২০. সংলাপ যথেষ্ট নয়

আমাদের লক্ষ্য সম্মিলিত পদক্ষেপ। আমরা কেবল একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক স্থাপন করে সন্তুষ্ট নই। আমাদের সমস্যার মাত্রার সাথে সমাধানের মাত্রা মিলিয়ে আমাদের যে কার্যক্রমসমুহ তা আমাদেরকে বৈশ্বিক পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত করছে।

২১. লাভের জন্য নয়, লাভের দ্বারা নয়

আমরা আমাদের কার্যক্রমসমুহ শুধু বিভিন্ন অনুদান এবং সদস্যদের চাঁদার মাধ্যমে অর্থায়ন করি। আমরা লাভজনক প্রতিষ্ঠান, জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানি, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, বড় প্রযুক্তি কোম্পানি, বড় ব্যাংক, প্রাইভেট ফার্ম, হেজ ফান্ড, কৃষি ব্যবসা এবং অস্ত্র শিল্পের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করি না।

২২. আমরা এনজিও নই

আমাদের লক্ষ্য সংহতি, দাতব্য নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রকৃত পরিবর্তন আসে মানুষের আন্দোলন থেকে, জনহিতৈষী কল্যাণমূলক কার্যক্রম থেকে নয়। আমরা শুধু সেইসব আন্দোলন এবং যে সম্প্রদায় থেকে এগুলি গড়ে উঠেছে তাদের কাছে দায়বদ্ধ।

২৩. লড়াই সর্বত্র

আমাদের জোট বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে। আমরা স্বাগত জানাই রাজনৈতিক দল, ইউনিয়ন, আন্দোলন, প্রকাশনা, গবেষণা কেন্দ্র, স্থানীয় সমিতি ও একাকী সংগ্রামের স্বতন্ত্র একটিভিস্টদের। সম্মিলিতভাবে, আমাদের এই জোট তার প্রতিটি অংশের চেয়ে শক্তিশালী এবং বিশ্বকে পুনর্নির্মাণের করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী।

২৪. প্রত্যেকের থেকে এবং প্রত্যেকের জন্য

আমাদের সদস্যপদ মডেলটি বেশ সহজ: প্রতিটি থেকে, ক্ষমতা অনুযায়ী; এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী। আমরা আশা করি সদস্যরা আমাদের সাধারণ ফ্রন্ট নির্মাণে যেভাবে পারেন অংশগ্রহণ করবেন। এবং আমরা সদস্যদের তাদের সংগ্রামের দাবি অনুযায়ী সমস্ত উপায়ে সমর্থন করার চেষ্টা করবো।

২৫. প্রত্যেকের থেকে এবং প্রত্যেকের জন্য

আমাদের সদস্যপদ নেয়া খুব সহজ। প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের সক্ষমতার ভিত্তিতে অবদান রাখবে এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা পাবে। আমরা প্রত্যাশা করি যে, সদস্যরা যেভাবে পারবে সে অনুযায়ী আমাদের যৌথ ফ্রন্ট গঠণে অংশ নেবে। আমরা তাদের সংগ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি।

২৬. সংহতি কোনো স্লোগান নয়

আমরা বিশ্বাস করি সংহতি হলো এক ধরণের ক্রিয়াকর্ম। আমাদের সহযোগীদের প্রতি আমাদের সহানুভূতির প্রকাশ সর্বজনীন। আমাদের কাজ হল তাদের সংগ্রামকে আমাদের সংগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করা, আমাদের সম্প্রদায়কে সেই সংগ্রামে অংশগ্রহণে সংগঠিত করা এবং দেশ ও জাতির ভেদাদের উর্ধ্বে, একযোগে মানুষের জন্য ও পৃথিবী রক্ষায় একসাথে কাজ করা। ■

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রেসিভ ইন্টারন্যাশনালের উদ্বোধনী শীর্ষ সম্মেলনের পরে ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হয়েছিল। আন্দোলন এবং এর উদ্যোগ সম্পর্কে আরও তথ্য https://progressive.international.-এ পাওয়া যাবে।

অনুবাদ:
ড. খায়রুল চৌধুরি, অধ্যাপক,
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

> বোগোটা ঘোষণা:

পৃথিবীর সঙ্গে একটি চুক্তির দিকে

দক্ষিণের সামাজ-পরিবেশগত ও আন্তঃসাংস্কৃতিক চুক্তি

কৃতজ্ঞতা: *দক্ষিণের পরিবেশগত ও আন্তঃসাংস্কৃতিক চুক্তি*, ২০২৩।

কোভিড-১৯ মহামারী শুরু থেকে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতার লক্ষণ স্বত্বেও, এক ধরনের 'নতুন সামাজিক নিয়ম' আরোপ করা হয়েছে। এই নতুন বৈশ্বিক স্থিতাবস্থা অনেকগুলো পরস্পর সংযুক্ত এবং ক্রমবর্ধমান খারাপের দিকে ধাবিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও ভূ-রাজনৈতিক সংকটকে প্রতিফলিত করে। আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আরো লক্ষ্য করছি যে, এই সংকটগুলো একে অপরকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি, আমাদের বিদ্যমান পুঁজিবাদী সভ্যতার বিভিন্ন দিককে ফুটিয়ে তোলে। উদাহারণ স্বরুপ, একদিকে বিশ্বব্যাপী সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক চর্চার দুর্বলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, চরম ডানপন্থী মতাদর্শ ও স্বৈরতন্ত্র শক্তিশালী হচ্ছে এবং একটি যুদ্ধের সংস্কৃতি –পুঁজিবাদ, ঔপনিবেশিকতা, ও চরম পিতৃতন্ত্র এবং বর্ণবাদের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত – বিভিন্ন ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে স্থায়ীত্ব পাচ্ছে।

> যুদ্ধের নতুন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে

বর্তমান ঐতিহাসিক মুহূর্তে, আমাদের অবশ্যই চলমান যুদ্ধের বিভিন্ন ধরণ ও ধারাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

প্রথম ধারটি হলো, জীবন ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সামরিকীকরণ ও ক্রমবর্ধমান সহিংসতার মাধ্যমে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যা নারীর দেহ ও প্রকৃতির সুরক্ষাকারীদেও ওপর তীব্রভাবে প্রকাশ পায়, বিশেষ করে যখন তারা আদিবাসী বা স্থানীয় জনগোষ্ঠী কিংবা বর্ণগত ও জাতিগতভাবে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের, বিশেষত আফ্রিকান বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বৈশ্বিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই যুদ্ধগুলোর মধ্যে একটি হলো রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেন আক্রমণ যা জ্বালানি, মানবিক ও খাদ্য সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং আন্তঃসাম্রাজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে পারমাণবিক হুমকির পুনরুত্থান ঘটিয়েছে।

>>

একইভাবে, পিতৃতান্ত্রিক, বর্ণবাদী, ট্রান্সফোবিক ও জেনোফোবিক উগ্র ডানপন্থী মতাদর্শের বৈশ্বিক অগ্রগতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর অর্থ ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম-কানুনের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণের সাথে মিলিত হয়ে পুঁজির সম্পূর্ণ আধিপত্য চাপিয়ে দিয়েছে, যা জনগণের অধিকার ও জীবনকেই প্রাধান্যহীন করে তুলেছে। বিশেষত আর্থিক, হাইড্রোকার্বন, কৃষি ব্যবসা, অস্ত্র, মোটরযান, কর্পোরেট মিডিয়া ও ফার্মাসিউটিক্যাল খাতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে। নব্য উদারবাদী (নিওলিবারেল) পুঁজিবাদে, পুঁজির এই নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে যে উৎপাদন খাতগুলোতে প্রতিফলিত হয়, সেগুলোই জীবনবিরোধী যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে বেশি দায় বহন করে। অতএব, একটি ন্যায্য সমাজ-পরিবেশগত পরিবর্তনের সংগ্রাম – আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে স্ব-ব্যবস্থাপনা এবং অঞ্চলভিত্তিক ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো নির্মাণ পর্যন্ত – সকল মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানকিরন ও গণতন্ত্রের সুরক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ।

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ কর্পোরেট "সবুজ রুপান্তর" এর সাথে যুক্ত সনাতন ও নতুন উভয় ধরণের নিষ্কাশনবাদ (Extractivism)-এর তীব্রতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। এখন যেটা নতুন তা হলো, বৈশ্বিক উত্তরের তথাকথিত "পরিচ্ছন্ন" জ্বালানির ব্যাবহার বা জ্বালানি রূপান্তর, যা প্রকারান্তে বৈশ্বিক দক্ষিণকে কোবাল্ট ও লিথিয়াম আহরণের মাধ্যমে উচ্চ প্রযুক্তির ব্যাটারি ও রূপান্তরের জন্য অন্যান্য কৌশলগত খনিজ উৎপাদনে জন্য বাধ্য করে। বায়ু টারবাইন ব্লেড নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বলসা কাঠের চাহিদা বা বৃহৎ পরিসরে সোলার ফার্ম এবং হাইড্রোজেন মেগাপ্রকল্পগুলোর নতুন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের প্রতিযোগিতায়ও বৈশ্বিক উত্তরের এই চাপ স্পষ্ট।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন সবুজ চুক্তির (এৎববহ উবধষ) প্রস্তাব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে; এগুলো বৈচিত্র্যময় ও ভিন্নধর্মী। তবে, এগুলো সাধারণত কার্বন নিঃসরণ কমাতে এবং তথাকথিত 'ন্যায্য' ও 'টেকসই' অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রচারের জন্য বৈশ্বিক উত্তরে রাজনৈতিক-আলোচনামূলক সংযোগের একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রায়শই এই গ্রিন প্যাক্টগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে, যেখানে ঐতিহাসিকভাবে নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাবের শিকার সম্প্রদায়গুলোকে ক্ষতিপূরণের জন্য তহবিল বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রায়শই শুধু একটি দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমাবদ্ধ থাকে। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের আগ্রহে বৈশ্বিক উত্তরের দেশগুলো প্রায়ই বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর উপর এই রূপান্তরের বহুমুখী প্রভাব বিবেচনা করে না।

ব্রেনো ব্রিঙ্গেল এবং মারিস্টেলা স্বাম্পা যে "*ডিকার্বনাইজেশন কনসেনসাস*"-এর কথা বলেছেন তার উদ্ভব ঘটে একটি প্রক্রিয়ায়, যা বিদ্যমান বৈষম্যকে বৃদ্ধি করে এবং প্রকৃতির পণ্যায়ন অব্যাহত রাখে– যদিও এটি জ্বালানি উৎসে পরিবর্তনের পক্ষে সমর্থন করে (জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে "নবায়নযোগ্য" জ্বালানি)। এটি এমন একটি ঐকমত্য যার লক্ষ্য হলো উৎপাদনের ধরণ, ভোগ, পণ্য প্রবাহ ও বর্জ্য উৎপাদন তথা সমাজের বিপাকীয় ধরণের পরিবর্তন না করেই ডিকার্বনাইজেশন অর্জনের জন্য কাজ করা। কিন্তু বাস্তবে এই ঐকমত্য, একটি সীমহীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মতাদর্শ কাঠামোর মধ্যে, প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণকে আরও তীব্র করে তোলে।

এই প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সম্প্রতি *ইকোসামাজকি শক্তির রপান্ড়রের জন্য দক্ষিণ-দক্ষিণ ম্যানিফেস্টোতে* উপস্থাপিত আমাদের দাবিগুলো পুনর্ব্যক্ত করছি। আমরা লাতিন আমেরিকা ও সমগ্র বিশ্বে গতিপথ পরিবর্তনের জরুরি প্রয়োজনের বিষয়টিও পুনর্ব্যক্ত করছি, যা প্রতিরোধকারী জনগণের কণ্ঠস্বর এবং আমাদের অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক গণজাগরণের মাধ্যমে দাবি করা হয়েছে। হেজেমনিক শক্তিগুলোর প্রস্তাবিত একটি ভাসা-ভাসা পরিবর্তন যথেষ্ট নয়। বর্তমানে বড় কর্পোরেশনগুলোও 'ন্যায্য পরিবর্তন' নিয়ে কথা বলা শুরু করেছে এবং "ডিকার্বনাইজেশন কনসেনসাস"-কে একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করছে, কিন্তু তারা এই সত্যটিকে গোপন করে যে, এটি সঞ্চয়ন, উদ্বাস্তকরণ ও শোষণের একই যুক্তিকে পুনরুৎপাদন করে। আমাদের "সবুজ পুঁজিবাদ"-এর নতুন অগ্রগতির মুখোশ খুলে দিতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে দৃঢ় ভাবে অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন। নিজেদেরকে একটি আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে হবে যা জীবনের গঠনের সাথে ভারসাম্য ও পারস্পরিক অস্তিত্বের অন্য জীবনধারাকে স্বীকৃতি দেয় এবং এর পথ প্রশস্ত করে।

কার্বন নিঃসরণ কমানো অত্যন্ত জরুরি। তবে একইসঙ্গে পুঁজির বর্তমান সামাজিক বিপাকীয় প্রক্রিয়াকেও প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে। হেজেমনিক "রূপান্তর" কর্মসূচী সমুহ মুলত: কর্পোরেট, টেকনোক্রেটিক, নব্যঔপনিবেশিক, এবং এমনকি টেকসই নয় এমন ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এই কর্মসূচীসমুহ কাঠামোগত পরিবর্তনের কোন কথাই বলে না এবং এমনকি পৃথিবীর প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত সীমারেখা অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবতেই পারেনা। আমরা সমাজ-পরিবেশগত প্যাক্টে এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর সমালোচনা করি এবং সামাজিক-পরিবেশগত রূপান্তরকে বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের যুক্তিতে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি, যা পরিবেশগত পরিবর্তনের জন্য হেজেমনিক প্রস্তাবের সমালোচনা ও বিকল্প।

> আমাদের নীতিমালা ও কর্মসূচি

বোগাটায় কোভিড-১৯ মহামারির পর প্রথম সরাসরি বৈঠকে আমরা নিম্নলিখিত নীতিমালা চিহ্নিত করেছি: সমতা, ন্যায়বিচার ও সামাজিক পুনর্বণ্টনের নীতি; যত্ন, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও জীবনের স্থায়িত্বের নীতি; ক্ষতিপুরণ ও পারস্পরিকতার নীতি; এবং গণতন্ত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বহুজাতিকতা, আন্তঃসাংস্কৃতির নীতি ও আন্তঃপ্রজাতির নীতিশাস্ত্র।

আমরা আমাদের লক্ষ্য পুনর্ব্যক্ত করছি এবং নিম্নলিখিত বিষয় ও কর্মসূচির ধারাবাহিকতা প্রস্তাব করছি:

১. আমরা **আমাদের সমাজের গঠনে যত্নের ধারণাকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান** দেওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমরা সব ধরনের যত্নের কথা বলছি: আন্তঃব্যক্তিক যত্ন, আত্ম-যত্ন এবং আমাদের সঙ্গে এই গ্রহে আন্তঃনির্ভরশীলভাবে সহাবস্থানকারী মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবের যত্ন। পরস্পর সম্পর্কিত প্রতিবেশগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের জন্য যত্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবনের বিভিন্ন সময় বা পর্যায়ে আমরা সবাই যত্নের প্রয়োজন অনুভব করি, যা পিতৃতান্ত্রিক/নব্যউদারপন্থীরুস্বনির্ভর ব্যক্তি ধারণা মাধ্যমে নিয়মাতান্ত্রিকভাবে উপেক্ষিত হয়। সুস্থতার একটি প্রধান দিক হিসেবে যত্নকে লিঙ্গ নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যদের সক্রিয়ভাবে

>>

গ্রহণ ও ভাগ করে নেওয়া উচিত; এটিকে অনুমিতভাবে নারীসুলভ কাজ হিসেবে এর বিভিন্ন চিহ্ন ও চিন্তাধারার বির্নিমাণ করা। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার গতিশীলতার মধ্যে নারীরা (বিশেষ করে দরিদ্র, বর্ণবৈষম্যের শিকার নারী; আদিবাসী নারী ও যারা প্রান্তিক) প্রায় সম্পূর্ণভাবে যত্নের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এই পরিস্থিতি প্রজনন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের চাপ তৈরি করে যা জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। যত্নকে জীবন ও সুখের জন্য অপরিহার্য কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং মূল্যায়ন করা উচিত, যা মহ-ামারির সময় আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে যত্নকে পারিশ্রমিক এবং বাজার ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মূল্যায়ন করে না, কারণ যত্নের অনেক রূপ পুঁজিসঞ্চয়ের পরিসরের বাইরে বিদ্যমান, যা পুঁজিবাদী যুক্তিকে অতিক্রম করে নতুন সমাজ গঠনের সম্ভাবনার বীজ বপন করে । যত্ন ও জীবন পুনরুৎপাদনের কিছু দিককে সমষ্টিগতভাবে বা সম্প্রদায়-ভিত্তিকভাবে স্বত:সিদ্ধ হিসেবে মেনে নেওয়া ‘কমনস’তৈরির ভিত্তি, যেমনটি লাতিন আমেরিকার বহু অভিজ্ঞতায় দেখা যায়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রগুলে সম্প্রদায়ের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য যত্ননীতিমালা তৈরি করবে না, আরও বিশেষায়িত সেবার দায়িত্ব নেবে না, কিংবা সামাজিক কল্যাণে পরিচর্যাকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে তুলে ধরবে না ।

২. আমরা বৈশ্বিক দক্ষিণ থেকে একটি ন্যায্য ইকোসামাজকি রূপান্ড়রের কাঠামোর মধ্যে **পরিবেশগত ঋণ ও বহিঃস্থ ঋণসমূহকে** সমাধান করা অত্যন্ড় জর—রি মনে করি।

এই ঋণের ক্ষতিপূরণ ও বিলোপ ছাড়া জলবায়ু ন্যায়বিচার বা সামাজিক-পরিবেশগত রূপান্তর সম্ভব নয়। কোভিড-১৯ মহামারি ঋণ-সমস্যা এবং এর বাস্তব সমাধানের জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে, শুধু অস্থায়ী বা খুব স্বল্পমেয়াদী ত্রাণ নয় । আমরা বুঝতে পারি যে **একটি সমন্বিত রূপান্তরকৌশলের মাধ্যমে সমাজ-পরিবেশগত রূপান্তরের সাম্প্রতিক ভূরাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং পুনর্বিবেচনা করা অপরিহার্য;** যা সমন্বিত, অনটোলজিক্যাল ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সবার জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা দেয় প্রধানত আধিপত্যবাদী রূপান্তর প্রস্তাবগুলো ভূরাজনৈতিক ব্যবধান কমানোর পরিবর্তে বৈশ্বিক দক্ষিণের সঙ্গে ঔপনিবেশিক ও পরিবেশগত ঋণ আরও গভীর করার গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করে। টেকসই সমাধানের পথে অগ্রগতির জন্য বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর বহিঃস্থ ঋণ বাতিল, নাগরিক-নেতৃত্বাধীন নিরীক্ষা, এবং বহিঃস্থ ঋণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সহিংসতা ও দুর্নীতির বারবার নিন্দা দাবি করা প্রয়োজন, যদিও এটি যথেষ্ট নয়। সংক্ষেপে, আমাদের প্রস্তাবনা সেই অবদানগুলোকে সুশৃঙ্খল করার চেষ্টা করে যেগুলো পরিবেশগত ঋণ পরিশোধ এবং বৈদেশিক ঋণ বাতিলের বিষয়টিকে পরিবেশগত ও ভূরাজনৈতিক ন্যায়বিচারের ধরনের উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের পুনর্বিবেচনা করার একটি সুযোগ হিসেবে দেখে।

৩. আমাদের কার্যক্রমের শুরু থেকেই একটি সমাজ-পরিবেশগত ও আন্তঃসাংস্কৃতিক চুক্তি হিসেবে আমরা জোর দিয়ে বলে আসছি যে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশগত ন্যায়বিচারকে একই মুদ্রার দুই পিঠ হিসেবে না দেখলে গভীর আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কোনো সমাজ-পরিবেশগত রূপান্তর সম্ভব নয়। তবে, স্বল্পমেয়াদে কিছু রূপান্তরমূলক প্রস্তাব প্রয়োজনীয় যার মধ্যে একটি হলো সার্বজনীন মৌলিক আয়ের প্রবর্তন যা নাগরিকত্ব ইস্যুকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিয়ে আসে এবং এর সম্ভাব্যতা ও সুষ্ঠু কার্যক্রম নি-শ্চিত করতে প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়। এটি ভুলে গেলে চলবে না যে, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে পরোক্ষ বা ভোগ করের উপর ভিত্তি করে একটি হ্রাসমান কর ব্যবস্থা (জবমৎবংংরাব ঃধী ংুংঃবস) রয়েছে যা প্রধানত সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীর ওপর বেশি প্রভাব ফেলে। বিশাল সম্পদ, উত্তরাধিকার, পরিবেশগত ক্ষতি, ও আর্থিক আয় সবই করের উৎস যার পরিমাণ জাতীয় কর ব্যবস্থায় যৎসামান্য । সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, লাতিন আমেরিকায় কর ফাঁকি দেওয়ার ফলে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব হারাতে হয়েছে (আঞ্চলিক জিডিপির ৬.১%) এবং ২৭% সম্পদ করমুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত। এরই মধ্যে, কোভিড-১৯ সংকট বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আমাদের অঞ্চলে সবচেয়ে ধনী ১০% মানুষের হাতে মোট সম্পদের ৫৫% কেন্দ্রীভূত। যুক্তিসঙ্গতভাবে, সম্পদের কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে দূষণের সম্পর্ক রয়েছে, কারণ বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ১০% জনসংখ্যা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রায় অর্ধেক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে। সম্পদ পুনর্বণ্টন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সার্বজনীন মৌলিক আয়ের প্রবর্তন একটি প্রয়োজনীয় কৌশল; তবে, এটি অবশ্যই ‘জীবনকে পণ্যায়ন থেকে মুক্ত করা', বিনামূল্যে পাবলিক অবকাঠামো ও সাধারণ সম্পদের সম্প্রসারণের দিকে আরও ব্যাপক রূপান্তরের অংশ হতে হবে।

৪. আমরা জানি যে, কোনো দেশ একা নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। জলব-ায়ু জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব-এর বয়ান প্রায়শই পরিবেশগত সংকটের গভীর সমস্যাগুলোকে আড়াল করে রাখে। জনসংখ্যার ওপর সত্যিকারের প্রভাব ফেলতে, সামাজিক শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন আনতে, এবং আমাদের ঐতিহাসিক সময়ের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে প্রয়োজনীয় নীতিমালার জন্য **সুশীল সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অন্তর্ভুক্ত করে নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংলাপ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার বিকাশ ঘটাতে হবে।** আমরা **বহুজাতিকতা** এবং **সার্বভৌম আঞ্চলিক সংহ-তির** পক্ষে যা স্থানীয় অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি থেকে বাছাইকৃত বিচ্ছিন্নতার দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্য রাখি। বিভিন্ন লাতিন আমেরিকান সংস্থার প্রস্তাবনা অনুসরণ করে আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের একটি **আঞ্চলিক রাজস্ব চুক্তির** দিকে এগিয়ে যেতে হবে যা প্রতিটি অঞ্চলে বর্তমান রাজস্ব ব্যবস্থাকে সমতার পথে মৌলিকভাবে পুনর্গঠন করবে, এবং জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সামাজিক ও পরিবেশগত সংস্কারের দ্বার উন্মোচন করবে যা বহু ও স্থায়ী অসমতাগুলো কমাতে সহায়ক হবে। এটি ছাড়া একটি ন্যায্য ও বিস্তৃত সামাজিক-পরিবেশগত রূপান্তরের কোনো সম্ভাব্য পথ নেই।

৫. স্বল্পমেয়াদে প্রয়োজনীয় ক্রান্ড়িকালীন নীতিগুলো উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সমান্ড়রালভাবে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। আমাদের অবশ্যই লাতিন আমেরিকার বর্তমান **শিল্পায়ন প্রক্রিয়া এবং বৈশ্বিক উত্তর দেশের কারখানা হওয়ার ফলে যে পরিণতি হচ্ছে সেগুলোকে সমস্যা** হিসেবে তুলে ধরতে হবে। মেক্সিকো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও চিলির মতো দেশগুলোর নির্দিষ্ট এলাকায় শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চ মাত্রায় বিষাক্ততার সত্যিকারের আত্মত্যাগের অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা কেবল প্রাথমিক রপ্তানিমুখী নিষ্কাশন মডেলের ফল নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমের জন্য চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান বিরোধের প্রেক্ষাপটে এটি আরও অনেক দেশে প্রসারিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে, যা কাঁচামালের চাহিদা অব্যাহত রাখবে এবং পণ্যের শোষণকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

>>

৬. এই বিষয়টি আমাদেরকে বিকল্প উৎপাদন প্রস্তাবনা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে যা আমাদেরকে অন্যান্য প্রতিক্রিয়া গ্রহণের দিকে নিয়ে যেতে পারে; যেগুলো **আন্তঃপ্রজাতিগত নৈতিকতা** বিবেচনা করে এবং অ-মানব অনুভূতিশীল প্রাণীদের উপর আধিপত্য ও শোষণের মাধ্যমে চিহ্নিত ক্ষমতা সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই বর্তমান মডেলটি একটি মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বৈধতা লাভ করে যা অ-মানব জীবিত প্রাণীদের নিম্নমানের হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করে এবং তাদেরকে মানবজাতি ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেবায় বস্তু, পণ্য ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, ফার্মাসিউটিক্যাল, পর্যটন ও টেক্সটাইল শিল্প যা প্রাণীদের কর্মশক্তি হিসেবে শোষণ করে বা তাদের পণ্যে রূপান্তরিত করে তাদের অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে, অথচ তাদের জীবনযাত্রার গুণমান ও মর্যাদাকে উপেক্ষা করে।

৭. **সামাজিক-পরিবেশগত রূপান্তরগুলো শুধু শক্তির বিষয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হতে পারে না।** শক্তি ব্যবস্থার একটি কাঠামোগত রূপান্তর ঘটানো অপরিহার্য; কিন্তু সেই সাথে উৎপাদন ও নগর মডেল এবং প্রকৃতির সাথে সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন: বিকেন্দ্রীকরণ, বেসরকারীকরণ বাতিল, পণ্যায়ন থেকে মুক্তি, পিতৃতান্ত্রিকতা দূরীকরণ, হায়ারার্কি ভেঙ্গে ফেলা, বর্ণবাদমুক্তকরণ, মেরামত ও নিরাময় করা। এতে সফল হতে হলে অবশ্যই জীবাশ্ম জ্বালানি, প্রকৃতি শোষণের আদেশ এবং উন্নয়নবাদী ও এলডোরাডো-প্রেরিত কল্পনাজগত থেকে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। আমাদের বর্তমান সামাজিক-পরিবেশগত সংকটকে কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্দীপক হিসেবে নয়, বরং বৈচিত্র্যের সংকট (প্রজাতির বিলুপ্তি) এবং একটি অস্থিতিশীল খাদ্য ব্যবস্থার সংকট হিসেবেও বুঝতে হবে।

৮. **শক্তি একটি অধিকার এবং শক্তি গণতন্ত্র জীবন নেটওয়ার্ক টিকিয়ে রাখার জন্য একটি দিগন্ত।** সামাজিক-পরিবেশগত ন্যায়বিচারের লক্ষ্য হওয়া উচিত শক্তির দারিদ্র্য দূর করা এবং ক্ষমতার সম্পর্ক ভেঙে দেওয়া যা সমাজের একটি সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর প্রবেশাধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়। অল্প সময়ের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি হবে পরিত্যক্ত বা অপ্রচলিত সম্পদ। একটি ন্যায়সঙ্গত শক্তি রূপান্তরের দিগন্তে জীবাশ্ম জ্বালানি ভূগর্ভে রেখে এবং হাইড্রোকার্বন শোষণের প্রক্রিয়াগুলোকে (নতুন ও পুরনো উভয় রূপে) নিম্নকরণ মানে হলো প্রকৃতির অর্থ পুনঃসংজ্ঞায়িত করা, যা কেবল সম্পদের যোগানদাতা নয়।

৯. **কার্যকরী ডিকার্বনাইজেশন প্রয়োজন, তবে এটি পণ্যায়ন থেকে দূরে সরে আসা উচিত এবং গ্লোবাল সাউথ-এ নতুন ধরনের নিষ্কাশনবাদ এবং আত্মত্যাগ অঞ্চলের সংহতি ঘটানো উচিত নয়।** আমাদের অবশ্যই মিথ্যা সমাধান এর প্রতি সজাগ থাকতে হবে, যেমন নবায়নযোগ্য শক্তির (লাইথিয়াম এবং রূপান্তরের জন্য খনিজ) এবং সকল নির্গমন ক্ষতিপূরণ স্কিমের সীমাবদ্ধতা ও দ্বৈততা প্রদর্শিত হয়েছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সংস্থা ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ, যেমন ঈঙচ-এর মতো বৈশ্বিক সম্মেলনে, যেখানে গ্লোবাল সাউথ-এর জন্য বিতর্কিত শক্তি মডেলগুলো বাস্তবায়ন করা হবে যার মধ্যে রয়েছে গ্রিন হাইড্রোজেন, স্মার্ট কৃষি, কার্বন মার্কেট, ভূপ্রকৌশল, এবং অন্যান্য প্রস্তাব যা গ্লোবাল নর্থ ও গ্লোবাল সাউথ-এর মধ্যে বর্তমান শক্তি ক্ষমতার সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্য রাখে।

১০. আমরা বিশ্বাস করি যে, **একটি ন্যায্য সামাজিক-পরিবেশগত রূপান্তর ব্যাপক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে ভবিষ্যতের জন্য একটি প্রতিশ্রুতি হতে পারে না এবং হওয়া উচিতও নয়।** রূপান্তর ইতিমধ্যে ঘটছে গ্রামীণ ও শহর উভয় অঞ্চলে সম্প্রদায় ও এলাকাজুড়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ এবং বিশ্বব্যাপী আধিপত্যবাদী মডেল ও মিথ্যা সমাধানগুলোর ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে আঞ্চলিক প্রতিরোধের মাধ্যমে। আমাদের অবিলম্বে কমিউনিটি শক্তি, এগ্রোইকোলজিকাল প্রকল্প, শহুরে বাগান, বিতরণকৃত উৎপাদন, ও বিকল্প অর্থনীতির সাথে যুক্ত পুনঃঅস্তিত্বের এই প্রক্রিয়াগুলোর বিন্যাস এবং শক্তিশালী করতে হবে।

১১. রূপান্তরের একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হলো শহর ও নগরে **পরিবেশবান্ধব কৃষির সবুজ বেষ্টনী** তৈরি এবং প্রসারের মাধ্যমে কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করার জন্য অ্যাগ্রোইকোলজি প্রচার করা। এর ফলে চাকরি সৃষ্টি হবে এবং স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী খাদ্য নিশ্চিত হবে। এছাড়াও, এটি উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন ও খাদ্য সার্বভৌমত্বকে প্রচার করে যার লক্ষ্য ক্ষুদ্র কৃষক ও সমবায় উৎপাদকদের স্থানীয় অ্যাগ্রোইকোলজিকাল বাজারকে ক্ষমতায়ন করা। এই প্রক্রিয়া সহযোগী ও সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্কৃতি এবং উৎপাদন, অংশগ্রহণমূলক সার্টিফিকেশন বা গ্যারান্টি ব্যবস্থা ও ভোগের জন্য নাগরিক (সহ)- দায়িত্ব উৎসাহিত করে।

১২. আমরা এমন শহরে বাস করি যা মূলত রিয়েল এস্টেট ব্যবসার মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা (যার বিপরীত দিক হলো আবাসন জরুরি অবস্থা এবং সবুজ এলাকার অভাব)। এসব শহরে অটোমোবাইলের একচেটিয়া আধিপত্যও দেখা যায় (যেখানে গণপরিবহন ব্যবস্থার সংকট প্রকট ও অত্যধিক যানজটপূর্ণ)। **এই বৈশিষ্ট্য নগরজীবনকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে এবং মহানগরে আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে তুলে ধরেছে।** আমাদের নগরজীবনকে অবশ্যই গ্রামীণ রূপ দিতে হবে, বিশেষ করে বড় শহরগুলোতে যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ কার্যত অস্তিত্বহীন। দক্ষিণের ইকোসেশ্যাল ও আন্তঃসাংস্কৃতিক চুক্তির মাধ্যমে আমরা শহরাঞ্চলে আমাদের বসবাস, খাদ্যাভ্যাস, চলাফেরা এবং একে অপরের সাথে সম্পর্ক পরিবর্তন করার জন্য "ইকোলজিক্যাল ন্যায়বিচার সহ শহরের অধিকার" প্রস্তাব করছি। এটি অর্জন করার জন্য আমরা নতুন এক ধরনের ইকোলজিক্যাল ও গণতান্ত্রিক নগরবাদ সমর্থন করছি যা কার্যকর সামাজিক-পরিবেশগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম: পানি বিপাক (পানির ন্যায্য প্রবাহ ও পানি শাসনব্যবস্থা), নগর প্রবাহের গতিশীলতা (বর্জ্য ও দূষণ ব্যবস্থাপনার উন্নতি, টেকসই পরিবহণ পদ্ধতির উন্নয়ন, এবং নগরকৃষি উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা), এবং নগর অবকাঠামো (অ্যাক্সেসযোগ্য, পরিবেশবান্ধব ও মর্যাদাপূর্ণ আবাসন এবং নগরায়ণ পদ্ধতি যা সামাজিক-স্থানিক বিভাজন এবং দারিদ্র্য, বৈষম্য ও সহিংসতার চক্র মোকাবেলা করে)।

১৩. জীবন পরিবর্তনের জন্য স্থানীয় প্রতিশ্রুতি, স্বায়ত্তশাসনকে শক্তিশালী করা, এবং রাষ্ট্রগুলোর কাছে আইনগত, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক ও বাজেট-ভিত্তিক সম্মান ও গ্যারান্টি দেওয়ার দাবি একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। তবে, **এগুলোকে বিভিন্ন স্তরে (আঞ্চলিক, জাতীয়, ল্যাটিন আমেরিকান, ও আন্তর্জাতিক) সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করতে হবে।** এটি অর্জন করার জন্য আমাদের অবশ্যই সাধারণ শত্রুদের চিহ্নিত ও মোকাবেলা করতে এগিয়ে যেতে হবে,

>>

একই সঙ্গে রূপান্তরমূলক সংগ্রামের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষাগত ও রাজনৈতিক কাঠামোগুলো চিহ্নিত করতে হবে। আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এড়াতে এবং শক্তিশালী বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরমূলক সংগ্রামে বিভিন্ন সহযোগীদের চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ যার মধ্যে রয়েছেন সরকারের বিভিন্ন স্তরের কর্তাব্যক্তিগণ, তবে সবসময়ই ইকো-আঞ্চলিক সংগ্রামের নেতৃত্ব ও গুরুত্বকে সম্মান জানিয়ে।

১৪.পরিশেষে, আমরা নিশ্চিত যে দক্ষিণের সামাজিক-পরিবেশগত ও আন্তঃসাংস্কৃতিক চুক্তির একটি মৌলিক অংশ হলো **প্রকৃতির অধিকারকে** আইনগত স্বীকৃতি প্রদান। অর্থাৎ, প্রকৃতিকে একটি অধিকারভুক্ত সত্তা হিসেবে মানবজাতিকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে (এবং কেবলমাত্র একটি বস্তু হিসেবে নয়) এবং প্রাকৃতিক চক্র ও সক্ষমতার প্রতি সম্মান রেখে এর সাথে সুশৃঙ্খলভাবে সহাবস্থান করতে হবে। এটি **যত্ননীতির** দিকেও অগ্রসর হওয়া বোঝায় যা সম্পর্কীয় অস্তিত্ববাদ ও নতুন জলবায়ু চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে একটি আন্তঃপ্রজাতিগত নীতি হিসেবে অবশ্যই সংজ্ঞায়িত করা উচিত যা বিভিন্ন বাস্তবতাকে ধারণ করে আমাদের **মানব ও অ-মানব সচেতন** সত্ত্বাদের সঙ্গে ও মধ্যকার অস্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সারসংক্ষেপে, আমাদের লক্ষ্য হলো একটি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক এজেন্ডা তৈরিতে অবদান রাখা যা সত্যিকার অর্থে ন্যায্য রূপান্তরের দিকে পরিচালিত হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন অংশগ্রহণ ও জনপ্রিয় কল্পনাশক্তি (যা সাধারণ মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে) এবং বিভিন্ন প্রজন্ম, শ্রেণী, সামাজিক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, নারীবাদী ও পরিবেশবাদীদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ। এটি নিঃসন্দেহে এসব বিষয়ে কেবল একটি গভীর আলোচনাই অন্তর্ভুক্ত করবে না, বরং সংহতি, পারস্পরিক সম্পর্ক, সমতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, ও ইকো-নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে বহুপাক্ষিকতার নতুন সংজ্ঞানুযায়ী অন্যান্য ভূ-রাজনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে স্থায়ী রাজনৈতিক উত্তর-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সংলাপ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

আমাদের অঞ্চলে চলমান পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলোর প্রতি উন্মুক্ত সংবেদনশীলতা নিয়ে – আশা ও নতুন জনপ্রিয় উদ্দীপনার ঝলক সহ এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও অলিগার্কিক শক্তির প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থেকে – আমরা দক্ষিণের সামাজিক-পরিবেশগত ও আন্তঃসাংস্কৃতিক প্যাক্টে প্রতিবাদ ও প্রস্তাবনা, **সমালোচনা ও বিকল্প, প্রতিরোধ ও বিভিন্ন বাস্তবতার পুনরায় অস্তিত্বের প্রচার চালিয়ে যাবো** । এই জন্য আমরা বিভিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে গত কয়েক দশকে নির্মিত সম্পর্কীয় ন্যারেটিভ ও দিগন্ত-প্রসারী ধারণাগুলো পুনঃস্থাপন করেছি এবং সবসময় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি: প্রকৃতির অধিকার, সুস্থ জীবন, পুনর্বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার, যত্ন, ন্যায্য রূপান্তর, পোস্ট-এক্সট্রাকটিভিজম, ইকো-টেরিটোরিয়াল নারীবাদ, খাদ্য সার্বভৌমত্ব, ও স্বায়ত্তশাসন।

আমরা যে কোনো চুক্তির পক্ষপাতী নই। আমাদের চুক্তি শাসক শক্তির মধ্যে হেজিমনীয় 'গ্রীন প্যাক্ট' নয়, বরং বৈশ্বিক দক্ষিণ থেকে এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের জন্য পৃথিবীর সঙ্গে একটি চুক্তি। এটি এমন একটি চুক্তি যা পৃথিবীতে অন্যভাবে বেঁচে থাকার ও অস্তিত্বের জন্য একটি প্রতিশ্রুতি হিসেবে বোঝা হয়।

*বোগোটা ঘোষণাটি ২০২৩ সালের মার্চ মাসে কলম্বিয়ার বোগোটাতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণের ইকোসামাজকি প্যাক্টের বাৎসরিক সমাবেশের পরে তৈরি করা হয়েছে। দক্ষিণের ইকোসামাজকি প্যাক্ট সম্পর্কে আরও তথ্য এর *ওয়েবসাইট* বা এর *X*, *ফেইসবুক* ও *ইনস্টাগ্রাম* নেটওয়ার্কে পাওয়া যাবে।

অনুবাদ:
খাদিজা খাতুন, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

> নাইজেরিয়ার সামাজিক-বাস্তুসংস্থান বিকল্পসমূহের জন্য ইশতেহার

নাইজেরিয়া সোসিও-ইকোলজিক্যাল অল্টারনেটিভ কনভারজেন্সেস

কৃতজ্ঞতা: ব্রেনো ব্রিঙ্গেল, আবুজা, নাইজেরিয়া, ২০২৪।

নাইজেরিয়া প্রধান সামাজিক ও বাস্তুসংস্থান হুমকির দ্বারপান্তে রয়েছে। গত কয়েক দশকে, দেশটি যে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রভাবের একাধিক স্তর যা নাইজেরিয়ার মানুষের কল্যাণ ও এমনকি টিকে থাকার হুমকিস্বরূপ এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। যদিও দেশটি বিশ্বের অন্যতম সেরা একটি জলবায়ু এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্র উপভোগ করছে, এই বিপুল প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, দূষণ, এবং অন্যান্য পরিবেশগত ক্ষতির কারণে একটি মহা বিপর্যয়ের পর্যায়ে এসেছে। কয়েক দশকের বেপরোয়া এবং দুর্বলভাবে নিয়ন্ত্রিত খনিজ উত্তোলন, "ন-গরায়ন" এবং "শিল্পায়নের" নামে পদ্ধতিগত পরিবেশের অবক্ষয়, দুর্বল নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমাগত প্রভাবের ফলে দেশটি সামগ্রিকভাবে অস্তিত্বের অনুপাতের বাস্তুসংস্থান হুমকির মধ্যে পড়ে। সবদিক থেকে, বাস্তুব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে, সম্প্রদায়গুলি বিপদের মধ্যে রয়েছে, এবং ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

এই হুমকিগুলো মারাত্মক প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও, কেন্দ্র, রাজ্য, এবং স্থানীয় পর্যায়ে নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষ অস্থির থাকছে এবং স্থানীয় জনগণের ক্ষতির জন্য বেপরোয়া নিষ্কাশন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের পর্যায়ক্রমিক ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে এমন কাজকে অনুমোদন করে চলছে। নাইজেরিয়ার রাষ্ট্র ও এর জনগণ যে রূঢ় বাস্তবতাকে মোকাবেলা করছে তা হচ্ছে সামাজিক-বাস্তুসংস্থান সংকটের বর্তমান এবং উদীয়মান প্রভাবগুলি পরীক্ষা করার জন্য ইচ্ছাকৃত, মৌলিক, এবং আমূল কিছু করতে হবে।

এখানে আমাদের দেয়া সনদটি নাইজেরিয়ার সামাজিক-বাস্তুসংস্থানের দৃশ্যের একটি গভীর পরিবর্তনের জন্য একটি সাহসী আহ্বান। মানুষের কল্যাণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত দিয়ে একটি টেকসই, ন্যায্য, এবং ন্যায়সঙ্গত সামাজিক-বাস্তুসংস্থানের স্থিতির জন্য এটি একটি দৃষ্টি ও নীলনকশা দেয়।

আমরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তা অভুতপূর্ব। সারাদেশ থেকে বনভুমি বিশাল পরিমাণে হারিয়ে যাচ্ছে। বাতাস ক্রমশ বিষাক্ত হচ্ছে। পানির উৎসসমূহ ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। নাইজার ডেল্টা, একসময় একটি প্রাণবন্ত বাস্তুতন্ত্র, দীর্ঘকাল যাবত বেআইনি পরিমাণে হাইড্রোকার্বন দূষণের সাথে যুক্ত। মরুকরণ ব্যাপকভাবে বেড়েছে, এবং খরা সাধারন ঘটনা হয়ে উঠেছে। জলাশয়গুলি সংকুচিত এবং নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। বন্যা ভয়ংকর এবং নিয়মিত দেখা দিচ্ছে। উপকূলীয় সমুদ্রপৃষ্ঠের মাত্রা তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সম্প্রদায়কে গ্রাস করছে। কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে। তাই এই সময় আমাদেরকে সংকল্প এবং জরুরীতার সাথে কাজ করা অপরিহার্য, এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য এই সনদ একটি রূপরেখা দেয়।

আমাদের দৃষ্টি এমন একটি নাইজেরিয়া যেখানে বাস্তুসংস্থানের অখন্ডতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ সহাবস্থান করে। আমাদেরকে অবশ্যই একটি নতুন নাইজেরিয়ার কথা ভাবতে হবে যেখানে প্রকৃতির অধিকারকে সম্মান করা, যেখানে সম্প্রদায়গুলো তাদের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদ গণতন্ত্র উপভোগ করে, এবং যেখানে প্রত্যেকেরই বিশুদ্ধ বাতাস, পানি, এবং একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রবেশিধার আছে। এই ইশতেহারটি পরিবেশগত ন্যায়বিচার, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র, এবং টেকসই উন্নয়ন নীতির মধ্যে নিহিত এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছার জন্য একটি রূপরেখা দেয়। আমরা এমন একটি নাইজেরিয়ার কথা কল্পনা করি যেখানে নাইজেরিয়ার মানুষ তাদের পরিবেশে ঘটে যাওয়া রূপান্তরকে চালিত করে।

> নাইজেরিয়ার সামাজিক-বাস্তুসংস্থান বকল্পসমূহ সনদের প্রধান মূলনীতিগুলো

নীচের প্রধান নীতিসমূহ এবং আদর্শগত অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে এই সনদ তৈরি:

>>

- **বাস্তুসংস্থান ন্যায়বিচার**-এই নীতিটি দরিদ্র এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষের উপর পরিবেশগত অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অসমতাপূর্ণ প্রভাবকে স্বীকৃতি দেয় এবং জাঁতীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাড়াতে এই অসমতাকে স্বীকৃতির জন্য চাপ দেয়।

- **জনগণের অংশগ্রহণ**-এই নীতিটি সক্রিয় ও সহনশীল সম্প্রদায়ের বিকাশের উপর জোর দেয় যাতে তারা সবধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াসমূহতে যা তাদের জীবন এবং বাস্তুসংস্থান কল্যাণকে প্রভাবিত করে অংশগ্রহনে ক্ষমতা পায় ।

- **টেকসই ক্ষমতা**-এই নীতিটি আদিবাসীদের সহনশীলতা ও জ্ঞানকে স্বীকৃতি দেয় এবং টেকসই দীর্ঘমেয়াদী বাস্তুগত সমাধান এবং অনুশীলনগুলি--যা পরিবেশকে রক্ষা এবং উপর্যপুরি টেকসই অনুশীলনকে উৎসাহিত করে- বিকাশে তাদের সামর্থ্য, সংস্কৃতি, এবং দক্ষতাকে উৎসাহিত করে।

- **জবাবদিহিতা**-এই নীতিটি কর্পোরেশন ও সরকারি সংস্থাসমূহকে যারা তাদের বাস্তুসংস্থান পদচিহ্ন রক্ষার জন্য দায়ী ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। ইহা দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে কর্পোরেশন এবং সরকারগুলি কোন ক্ষতি না করার প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন এবং নীতিসমূহ অবশ্যই মেনে চলবে, যখন তারা এই নিয়মসমূহ ভঙ্গ করবে শাস্তি ভোগ করবে, এবং তাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে কোন ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ দিবে।

- **সংহতি এবং অংশীদারিত্ব**-বাস্তুসংস্থানের রূপান্তর এবং গ্রহের রক্ষার জন্য শক্তিশালী, প্রাণবন্ত, এবং ঐক্যবদ্ধ বাহিনী গড়ে তোলার সামগ্রিক লক্ষ্যকে সাথে নিয়ে এই নীতিটি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং আন্দোলনের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়।

> চাহিদার সনদ

১. খরা ও মরুকরণ

সাম্প্রতিক দশকে, উত্তর নাইজেরিয়ার রাজ্যগুলি ক্রমবর্ধমান খরার মুখোমুখি হচ্ছে। গড়ের চেয়ে কম বৃষ্টিপাতের এই দীর্ঘ সময়কাল, যার জন্য ফসল এবং গবাদিপশুর প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়, মানুষের সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য একটি ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। বেশিরভাগ মানুষ কৃষক হওয়ায়, ফসলহানী এবং গবাদিপশুর মৃত্যুর জন্য ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার আদিবাসীদের উল্লেখযোগ্য আয় কমে যায়।

খরা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মাধ্যমেও প্রকাশ পায় যা আদিবাসী মানুষদেরকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। জলের চাপ এবং পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাব অপুষ্টির মতো স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে, বিশেষকরে দুর্বল গোষ্ঠীর মধ্যে, শিশু এবং বয়স্ক এর অন্তর্ভুক্ত। খরা প্ররোচিত ফসলের স্বল্পতা এবং জলের ঘাটতির মাধ্যমে সৃষ্ট সর্বোপরি দরিদ্র ও অনিশ্চিয়তা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্থানাতর হতে বাধ্য করে, সংঘর্ষের সূত্রপাত এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করে । জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অতিমাত্রায় চারণ, বন উজাড়িকরন, এবং দীঘদিন খরায় পীড়িত থাকার সাথে সাথে টেকসইবিহীন জমি ব্যবহারের অভ্যাসসমূহ উত্তর নাইজেরিয়ার বেশ কয়েকটি রাজ্যকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। এর ফলে আবাদী জমির পরিমান কমে গেছে, খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা বিঘ্নিত হয়। তথ্যকনিকা নির্দেশ করে যে মরুকরণ প্রথম সারীর রাজ্যগুলির প্রায় ৭৫% জমিকে ইতিমধ্যে প্রভাবিত করেছে, যা নাইজেরিয়ার মোট ভূমি এলাকার প্রায় ৪৩%। এটাও গননা করা হয়েছে যে মরুভূমিটি বার্ষিক ৬০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে। এটিও সমানভাবে গননা করা হয় যে উত্তর নাইজেরিয়ার জলাশয়ের প্রায় ৫০% উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত হয়েছে খরা এবং মরুকরণের জন্য। এই ধরনের মূল কারণসমূহ চাঁদ হ্রদের সংকোচনের জন্য আংশিকভাবে দায়ী।

এটি অত্যাবশ্যক যে সরকার তাড়াতাড়ি এবং যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করে এটা নিশ্চিত করার জন্য যে দূর্বল মানুষের উপর খরা এবং মরুকরণের প্রভাবসমুহ প্রশমিত হয়, এবং প্রবণতাটি বিপরীতমুখী করার জন্য অন্যান্য নীতিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়।

এর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, জনগণ দাবী করেঃ বনায়ন এবং পুনঃ বনায়ন উদ্যোগ, সম্প্রদায় অভিযোজন কৌশলের জন্য সমর্থন, পরিবেশগত টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা, এবং জল সংরক্ষণ প্রকল্পসমূহ।

২. বন্যা

ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি) এর মতে, বন্যা হল নাইজেরিয়ার সবচেয়ে সাধারণ এবং পুনঃপুনঃমূলক দূর্যোগ । কমপক্ষে ২০১২ সাল থেকে, নাইজেরিয়া বারবার এবং ক্রমবর্ধমান গুরুতর বন্যার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা মারাত্মক পরিনতির সাথে সমগ্র দেশব্যাপী সম্প্রদায়সমূহকে প্রভাবিত করে। ২০১২ সালের বন্যাগুলি ছিল সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ানক , নাইজেরিয়ার ৩৬টি রাজ্যের মধ্যে ৩০ এর অধিককে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, এবং বাড়ী, অবকাঠামো, এবং কৃষি জমি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই ঘটনা বাস্তুসংস্থান বিপর্যয়ের একটি মারাত্মক রূপকে নির্দেশ করে যা দেশটি সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছে।

পরবর্তী বছরগুলিতে, ভয়ানক বন্যার ধরন বজায় রয়েছে, প্রায় বৎসরেই বড় ধরনের ঘটনা ঘটছে। এই বন্যার জন্য মাঝে মাঝে ভারী ও দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টি, শহুরের দূর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বন উজাড়ীকরন, এবং বাঁধের পানি ছেড়ে দেওয়াকে দায়ী করা হয়। ২০১৮ এবং ২০২০ সালের বন্যা ছিল বিশেষভাবে ধ্বংসাত্মক, বৃহৎ এলাকা প্রভাবিত হয়েছিল এবং বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল।

নাইজেরিয়ার সম্প্রদায়গুলির উপর এর প্রভাব ছিল গভীর। বন্যাগুলি ক্রমাগত জীবনহানী, পরিবারের বাস্তুচ্যুতি, এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, রাস্তা, সেতু, ও বিদ্যালয় এর অর্ন্তভূক্ত, ধ্বংস হয়েছিল। কৃষি খাত বেশি পরিমানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, কৃষিজমি পানিতে ডুবে গিয়েছে, শস্যহানি দেখা দিয়েছে, এবং গবাদিপশু হারিয়ে গিয়েছে, যা কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবনকে দূর্বীসহ করে তোলে এবং জাঁতীয় খাদ্য সল্পতা তৈরি করে। উপরন্ত, পানিবাহিত রোগ এবং পরিষ্কার পানি যোগানের বিঘ্ন ঘটায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে গিয়েছে।

এই প্রভাবগুলি তীব্র হওয়া সত্ত্বেও, সরকার কার্যকরী এবং টেকসই সাড়া তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে মূলত প্রাথমিক জরুরী ত্রান এবং আগাম সতর্ক প্রদান করা। এই ব্যবস্থাসমূহ বন্যার প্রভাব পুরোপুরি কমিয়ে আনতে মাঝে মাঝে অদক্ষ ও অপর্যাপ্ত হয়। যখন বন্যার পূর্বাভাস দেয়া হয়, এর সাথে সাথে স্থানান্তরের প্রয়োজনে এবং যাদের টিকেথাকা বিপর্যস্ত তাদের সম্প্রদায়কে সহায়তা করার ব্যবস্থা থাকে না।

এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মানুষ দাবী করেঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো, জলাভূমি রক্ষা, অত্যন্ত ক্ষতিগস্থ সম্প্রদায়ের স্থানান্তর, অর্থনৈতিক সহায়তা, সাধারণ আগাম সতর্কবার্তার বাহিরে যাওয়া, এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে সাড়া দেওয়া।

৩. বন উজাড়ীকরন

পৃথিবীর সর্বোচ্চ বন উজাড়ীকরন মাত্রার দেশগুলোর মধ্যে নাইজেরিয়া একটি। ইউনাইটেড ন্যাশনস এর মতানুসারে, প্রতি বছর অনুমানিক বনের ৩.৭% ধ্বংস হয়। প্রাথমিক কারণ হল বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে দ্রুত কৃষি সম্প্রসারণের জন্য জমি পরিষ্কার করা এবং কাঠের জন্য গাছ কাটা, যা দূর্নীতি এবং অকার্যকর আইন প্রয়োগের সাথে যুক্ত। নাইজেরিয়ার বনভূমির পরিমান সাংঘাতিকভাবে কমে গেছেঃ ১৯৬০এর দশকে যেখানে প্রায় ৪০%

>>

ছিল এখন তা ১০% এর নীচে। বন উজাড়ীকরনের ক্রমবর্ধমান মাত্রার সাথে সাথে, প্রেক্ষাপট এখন আরও খারাপ হয়েছে। বন উজাড়ীকরন জীববৈচিত্র্যকে হুমকিতে ফেলছে, জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রাখছে, এবং জল চক্রকে বাঁধাগ্রস্থ করছে। বনভুমির ক্ষতি শুধুমাত্র বন্যপ্রাণীর উপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না, বরং স্থানীয় সম্প্রদায়ের উপরও প্রভাব ফেলে যারা তাদের জীবন-জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল।

সাম্প্রতিক সময় বনের বিরুদ্ধে নতুন হুমকি দেখা দিচ্ছে। ক্রমবর্ধমানভাবে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার পূর্ণ করার জন্য নাইজেরিয়ার বনভুমিকে রাজস্ব আয়ের একটি উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর ফলে তাদের আর্থিক মূল্যের জন্য বন কাটতে একধরনের অভুতপূর্ব চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এটা বলাও জরুরী যে সাম্প্রতিক সময়ে, জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবেলা করার বৈশ্বিক উদ্যোগের ফলে অলীক কার্বন ক্রেডিটস উৎপাদনে তাদের গুরুত্ব থাকার জন্য বন " পণ্যায়ন" ও "দখল" করার একটি তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। বনের মূল্য আর্থিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না এই বিশ্বাসের ফাঁদে না পড়ে যে প্রকৃতিকে রক্ষা করা যায় না যদি না এর সাথে একটি আর্থিক মূল্য সংযুক্ত না থাকে। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মানুষ দাবী করেঃ বন রক্ষার্থে সম্প্রদায়ের উদ্যোগ, প্রকৃতির অর্থায়নের একটি অবসান, বৃক্ষরোপণ সম্প্রসারণের একটি অবসান, এবং পুনঃবনায়ন।

৪. পানির অধিকার

পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের এখনও স্বচ্ছ পানিতে প্রবেশাধিকার নেই, তার মধ্যে নারী, শিশু, এবং সমাজের নিম্নশ্রেণীর মত ভঙ্গুর গোষ্ঠীরা বেশি পরিমাণে ভোগান্তির স্বীকার হয় এবং অতিরিক্ত পরিমান ব্যায় করে এই চাহিদা মেটানোর জন্য। অনেক ক্ষেত্রে, এই অভাব এবং দুস্প্রাপ্ততা জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, এবং সর্বোপরি মানুষের কল্যাণকে বিপর্যস্ত করে। এই সংকট আরও প্রকট উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, নাইজেরিয়া এর অর্ন্তভূক্ত, যেখানে অর্থনৈতিক বাধা, অবকাঠামোগত ঘাটতি, নব্য-উপনিবেশিক কৌশল, পরিবেশগত সংকট, এবং শাসনের পদ্ধতিগত ব্যর্থতাগুলি একত্রে পাণির অধিকারকে একটি জাতীয় এবং পরিবেশগত জরুরী চাপ এবং সমাজে তীব্র অসমতার একটি স্পষ্ট প্রকাশে পরিণত করে। নাইজেরিয়াতে, পানি সম্পদের জনমালিকানা এবং ব্যাক্তিগত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে লড়াইয়ের মধ্যে, পাণিকে একটি জনকল্যাণ বা অর্থনৈতিক পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত কিনা তা নিয়ে একটি বিতর্ক চলমান।

এটা বলা গুরুত্বপূর্ণ যে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর উপনিবেশিক আরোপ প্রাথমিক অবস্থা তৈরি করেছিল যা শেষ পর্যন্ত পাণির সংকট সৃষ্টি করে যা নাইজেরিয়া এখন সম্মুখীন হচ্ছে। এই নীতিসমূহ প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রম শোষণকে সহজতর করেছে, উত্তর-উপনিবেশিক নীতিসমূহ-যা পানিকে একটি ব্যবসায়িক সম্পদ হিসেবে ব্যবস্থাপনা করে আসছে--এর জন্য একটি নজির স্থাপন করছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং ব্যাপক দূষণ, বিশেষকরে হাড্রোকার্বন নিষ্কাশন এবং খনির ফলে, এর মাধ্যমে পানি প্রবাহের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ জোরের সাথে দাবী করছে যে পাণির অধিকার নৈতিক, সামাজিক, এবং ন্যাবিচারের বিষয়। আমরা দেখতে পাই যে নাইজেরিয়া জাতিসঙ্ঘের পানি ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার সর্বজনীন অধিকারের স্বীকৃতির স্বাক্ষরকারী দেশ (২০১০ সালের রেজ্যুলেশন ৬৪/২৯২)। অধিকন্তু, নাইজেরিয়ার জলাশয়ের দূষণ প্রকৃতির অধিকারের একটি লঙ্ঘন যা নদী, বন, এবং বাস্তুতন্ত্রকে অধিকার সহ সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মানুষ দাবী করে: পানি ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রিকরণ, পাণির পন্যকরনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, একটি মানব অধিকার হিসেবে স্বচ্ছ পাণির প্রবেশাধিকারের স্বীকৃতি, পানি দূষনের জন্য কঠোর শাস্তি, এবং প্রকৃতির অধিকারের স্বীকৃতি।

৫. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বাস্তুসংস্থান পূণরুদ্ধার

নাইজেরিয়ার বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্র রয়েছে, বৃষ্টি প্রধান জঙ্গল এবং নিম্পাদপ প্রান্তর থেকে উপকূলীয় ম্যানগ্রোভস এবং জলাভুমির পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বাস্তুতন্ত্রগুলি বিভিন্ন ধরনের অনুজীব, উদ্ভিদ, এবং প্রাণীকে সাহায্য করে, পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না এমন অনেক প্রজাতি এর অর্ন্তভূক্ত। নাইজেরিয়া ৮৬৪ টির বেশী প্রজাতির পাখি, ১১৭ টি উভচর, ২০৩ টি সরীসৃপ, ৭৭৫ টি মাছ, ২৮৫ টি স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৪,৭১৫ টি রক্তনালী গাছপালা, এবং অনেক না জানা প্রজাতির আবাসভুমি।

শিল্প কৃষি (কৃষি রাসায়নিকের অত্যধিক ব্যবহার, অত্যধিক চাষ, এক-ফসলী চাষ ইত্যাদি এর বৈশিষ্ট্য), বন উজাড়, মাটির অবক্ষয়, দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত শোষন, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নাইজেরিয়ার জীববৈচিত্র্য সাংঘাতিক হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। অন্যান্য ঝুঁকির মধ্যে অর্ন্তভূক্ত সে সমস্ত যা অতিরিক্ত জনসংখ্যা, দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন, দূর্বল অর্থনৈতিক উন্নতি, এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের অপর্যাপ্ত আইন ও নীতিসমুহের দ্বারা সৃষ্ট ।

কৃষি ফলন হ্রাসকে মোকাবেলা করার জন্য, সরকার জীনগতভাবে পরিবর্তিত জীব (জি এম ওস) এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছে যা আরও জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশকে ধ্বংস করছে। বছরের পর বছর ধরে, নাইজেরিয়ার কৃষি ক্ষেত্রে কৃষি রাসায়নিকের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, নাইজেরিয়ার ৮০% এর বেশী কৃষক বর্তমানে অজৈব কীটনাশক এবং সার ব্যবহার করে। কৃষকরা এই কীটনাশকগুলোর গঠন সম্পর্কে সচেতন নয় এবং মাঝে মাঝে তারা নির্দেশনানুযায়ী ব্যবহার করেন না।

দেশটি এখন যে জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তার একটি সমাধান হিসেবে মানুষ কৃষিবিদ্যা গ্রহণ ও প্রচারের দাবী করে। কৃষিবিদ্যা হল একটি সামগ্রিক এবং সমন্বিত পদ্ধতি যা কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থা তৈরি ও ব্যবস্থাপনার জন্য বাস্তুসংস্থান এবং সামাজিক প্রত্যয় ও নীতিসমূহ ব্যবহার করে। এটা গাছপালা, প্রাণী, মানুষ, ও পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াকে আশাবাদী করে তোলে, যেখানে সামাজিকভাবে সমতাভিত্তিক খাদ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর জোড় দেয় যার মধ্যে মানুষ কি খায়, এবং কিভাবে ও কোথায় তা উৎপাদিত হয় তা সম্পর্কে মতামত দিতে পারে।

এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মানুষ দাবী করেঃ কৃষিবিদ্যার একটি রূপান্তর, ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সহায়তা বৃদ্ধি, জৈবিক বৈচিত্র্যের কনভেনশনের গৃহপালিতকরন, সতর্কতামূলক নীতি গ্রহণ, সংরক্ষিত এলাকাগুলো রক্ষা, এবং সমস্ত উদ্ভিদ বীজ ও খাদ্য থেকে পেটেন্ট অধিকার রহিত করা।

৬. খনি এবং কঠিন খনিজপদার্থ

যদিও নাইজেরিয়াতে খনিজ পদার্থ--যেমন টিন, কলম্বাইট, ট্যানটালাইট, উলফ্রামাইট, সীসা, দস্তা, সোনা, কয়লা, ইত্যাদি--এর জন্য ব্যাপক হারে খনন চলছে, এর অবদান নাইজেরিয়ার অর্থনীতিতে বরং খুবই সামান্য। নাইজেরিয়ার জিডিপি তে খনিজ পদার্থ উত্তোলনের অবদান মাত্র ০.৩%। যাইহোক, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, খনির খাতকে পূনরুজ্জীবিত করে তেল ও গ্যাসের উপর নির্ভরতা ছাড়িয়ে নাইজেরিয়ার সরকার সক্রিয়ভাবে তার অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় করার চেষ্টা করছে। এই ক্ষেত্রে প্রধান উন্নয়নগুলোর মধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন ২০০৭ সালের নাইজেরিয়ার খনিজ ও খনন আইন এবং ২০১১ সালের নাইজেরিয়ার খনির নিয়ন্ত্রণ এর মত, নিয়ন্ত্রণের সংস্কার, যা খনির জন্য একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি করে, এর অর্ন্তভূক্ত ।

সাম্প্রতিক সময়ে, এই খাতে কারিগরি ক্ষুদ্র আকারের খনি আরও বিস্তৃত হচ্ছে। অপরিশোধিত কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক আকরিক থেকে ধাতু ও খনিজ সংগ্রহ ও পরিশোধন এর সাথে অবশ্যই জড়িত। এই অনানুষ্ঠানিক, দৈন্য-চালিত কার্যক্রম পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকর এবং শ্রমিক ও সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করে। কারিগরি খনি অথবা বৃহৎ পরিসরে সরকার কতৃক অনুমোদিত খনি কার্যক্রম যাই হোক না কেন, নেতিবাচক প্রভাব একই। খনি কার্যক্রম পরিবেশের উপর

>>

বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে ভুমির অবক্ষয়, ক্ষয়, বাস্তুতন্ত্রের ব্যাঘাত, প্রাকৃতিক উদ্ভিদের ধ্বংস, বায়ু, ভুমি, ও পানি দূষণ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, এবং বিকিরন ঝুঁকি, এর অর্ন্তভূক্ত ।

কঠিন খনিজ ও খনির শোষণের প্রধান বৈশ্বিক সমস্যার মধ্যে একটি হল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। তাদের তেজস্ক্রিয় ক্ষয় প্রক্রিয়ায় কিছু খনিজ নিজে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতিরিক্ত শক্তি বিকিরন ও দেয় যা বৈশ্বিক পরিবেশগত তাপমাত্রাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম। কঠিন খনিজগুলোর শোষণ ও খনন মিথেনের মতো ক্ষতিকর গ্যাসও উৎপাদন করে, যা আগুন সৃষ্টি ও পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে।

কঠিন খনিজগুলোর শোষণ ও খনন এর সাথে ভূত্বক উদ্ভিদসমূহ ও গাছপালার ব্যাপক নিধন জড়িত। এটি খালি জমি উন্মুক্ত করে, মরুভূমি দখলকে আরও তরান্বিত করে এবং মানুষ, প্রাণী, গাছপালা, কৃষি উৎপাদন, ভুমি ব্যবহার/পরিকল্পনা, এবং বিশেষভাবে বিপন্ন প্রজাতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। ভুমি ক্ষয়ের প্রভাবের মধ্যে আবহাওয়া, ক্ষয়, গলি গঠন, এবং গণ আন্দোলন, এর অর্ন্তভূক্ত যা কঠিন খনিজগুলোর শোষণ ও খননের সাথে সংযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ সংকটসমূহ। এই সমস্যাগুলি খনির লেজ, বর্জ্য ডাম্প, অনিয়ন্ত্রিত খনন, পরিত্যক্ত খনির গর্ত এবং খনির জমি পূনরুদ্ধারের ব্যর্থতা থেকে উদ্ভূত হতে পারে।

বিষাক্ত, কার্সিজোনিক, এবং অন্যথায় ক্ষতিকারক ধাতু, এবং খনি ডাম্প ও লেজগুলি পরিবেশে অনুপ্রবেশের কারণে, খনির কার্যক্রমসমূহের মানুষের স্বাস্থ্য, জীবন, এবং সাংস্কৃতিক আচরণের উপরও নেতিবাচক প্রভাব আছে। এই দূষকগুলি বাতাস, পানি, ও মাটি দূষিত করে, এইগুলিকে মানুষ, প্রাণী, ও গাছপালার জন্য অনিরাপদ করে তোলে। জামফারায়, যেখানে সোনার খনন ঘটে, পারদের সংস্পর্শ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে এবং চোখ, ত্বক, ও পেট জ্বালা; শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা; অনিদ্রা; বিরক্তি; সিদ্ধান্তহীনতা ; মাথাব্যাথা; দুর্বলতা; এবং ওজন কমার মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে ।

এই অসুস্থতাসমূহ প্রতিকারের জন্য, মানুষ দাবী করেঃ খনির বিধি প্রয়োগ, ক্ষতিগ্রস্থ অদিবাসী মানুষের মুক্ত, পূর্ব থেকে ও অবহিত সম্মতি নেওয়া; নাইজেরিয়ার খনিজ সম্পদের যথাযথ গবেষণা; আর্ন্তজাতিক সেরা প্রন্থাগুলো মেনে চলা, ডিকমিশনিং এবং মাইনিং মুক্ত অঞ্চল এর অর্ন্তভূক্ত।

৭. শক্তি স্থানান্তর

যেহেতু বৈশ্বিক শক্তি খাত পৃথিবীর গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনের সবচেয়ে বৃহৎ উৎস, যা মোট নির্গমনের প্রায় ৭৩% জন্য দায়ী, শক্তি স্থানান্তর নির্গমনের জন্য দায়ী শক্তির উৎস থেকে নবায়নযোগ্য উৎস যেমন বাতাস, সৌর, এবং পানি এর দিকে মনোনিবেশ করা দরকার। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উল্লেখ্যযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার জন্য উৎসতে সিও২ নির্গমন কমানো উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অন্যান্য দেশের সাথে নাইজেরিয়াও গীনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমানোর লক্ষ্য স্থির করেছে। এই লক্ষ্যসমূহ বিভিন্ন জাতীয় কাঠামোতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২১ সালের জাতীয় ডিটারমাইনড কনট্রিবিউওশন (এন ডি সিএস) এ দেয়া ২০৬০ সালের মধ্যে নীট-জিরো নির্গমনের একটি লক্ষ্যে পৌছা এর অর্ন্তভূক্ত।

একটি টেকসই ভবিষ্যৎ অর্জনের জন্য শক্তি স্থানান্তর গুরুত্বপূর্ণ। যাইহোক, এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা শক্তি স্থানান্তরের জাতীয় কথোপকথনে উল্লেখ করা হয় নাই। প্রথমটা হচ্ছে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তটা ন্যায়বিচারে একটি বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ প্রভাবের সম্মুখীন নাইজেরিয়া ও অন্যান্য দেশসমূহ জলবায়ু সংকট সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক নির্গমন তৈরিতে সবচেয়ে কম ভূমিকা রেখেছে। এই ক্ষেত্রে, সবচেয়ে বেশি ঐতিহাসিক নির্গমনের দেশসমূহকে স্থানান্তরের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব, এর অর্থায়ন এর অর্ন্তভূক্ত, অবশ্যই নিতে হবে। তাই স্থানান্তরের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ন্যায়বিচারের মানদন্ডের ভিত্তিতে অবশ্যই তৈরি করতে হবেঃ এটা অবশ্যই ঐতিহাসিক ক্ষতিকে স্বীকার করতে হবে এবং প্রতিকারের এবং সম্প্রদায়ের শক্তির চাহিদা মিটানোর জন্য ব্যবস্থা করতে হবে ।

নাইজেরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তা হল রান্নার জন্য শক্তি সুরক্ষিত করা। জ্বালানী কাঠ অনেক নাইজেরিয়ার জন্য একটি প্রধান শক্তি উৎস, রান্না ও গরম করার জন্য ৭০% এর বেশি খানা এটির উপর নির্ভরশীল। বিশেষকরে এই নির্ভরশীলতা গ্রাম এলাকায় আরও বেশী যেখানে বিকল্প শক্তি উৎসে প্রবেশাধিকার অনেক কম।জ্বালানী কাঠ ব্যবহারের ফলে বন উজাড় হচ্ছে, যেহেতু গাছ কাঁটা হচ্ছে জ্বালানী কাঠের জন্য। বন উজাড়ীকরন পর্যায়ক্রমে সিও২ শোষণ করার গাছের সংখ্যা কমিয়ে দেয়, ফলে বায়ুমন্ডলীয় কার্বনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

এটা মনে রাখা জরুরী যে তথাকথিত স্থানান্তর খনিজ পদার্থগুলো নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসসমূহ চালিত করার অনুসন্ধানের জন্য একই অসমতা এবং অপব্যবহারগুলিকে, যা জীবাস্ম জ্বালানীর নিষ্কাশনের ফলে সৃষ্টি হয়, শক্তিশালী করা উচিত নয়। নাইজেরিয়াকে অবশ্যই সচেতনভাবে অন্য শক্তির সরলা পথে আটকা পড়াকে এড়াতে হবে যা উৎপাদনের একই শোষণমূলক সম্পর্ক পুনরায় তৈরি করে এবং দেশ জুড়ে উৎসর্গীকৃত অঞ্চল প্রসারিত করে। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মানুষ দাবী করেঃ অর্ন্তভূক্তিমূলক নীতি উন্নয়ন এবং অংশীজনদের সম্পৃক্ততা, চাকুরি স্থানান্তর, ক্ষতিপূরণ, পরিবেশগত প্রতিকার, এবং বিশুদ্ধ শক্তির প্রবেশাধিকার

৮. তেল এবং গ্যাস নিষ্কাশন

১৯৬৫ সাল থেকে নাইজার ডেল্টা থেকে বিরতিহীন ভাবে বানিজ্যিক পরিমাণে অপরিশোধিত তেল উত্তোলন করা হয়েছে। কয়েকটি প্রাথমিক উপকূলীয় তেল কূপ থেকে, নাইজার ডেল্টা, এবং লাগোস রাজ্য জুড়ে সক্রিয় তেল উত্তোলন এলাকাগুলির সাথে সাথে উত্তোলনের ব্যবসা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। বিশাল তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং শোষণ কার্যক্রমের জন্য, নাইজার ডেল্টা একটি বিশাল তেল ও গ্যাস ক্ষেত্র। ১৯২ ট্রিলিয়ন ঘনফুটের প্রমানিত মজুদ সহ বৈশ্বিক গ্যাস উৎপাদনের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশের জন্য এই অঞ্চলটিও দায়ী।এই অঞ্চল থেকে তেল ও গ্যাস উত্তোলন নাইজেরিয়ার জাতীয় ও উপ-জাতীয় পর্যায়ে বিপুল পরিমান রাজস্ব উপার্জনের জন্য প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছে।

বিপুল পরিমান হাইড্রোকার্বন উপার্জন সত্ত্বেও, নাইজার ডেল্টার মধ্যে যে সমস্ত জায়গা থেকে উত্তোলন করা হয় সে সমস্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা অবিশ্বাস্যভাবে ভয়ংকর। এই তেল ও গ্যাস উৎপাদন এলাকায় বসবাসরত ৪০ মিলিয়ন এর বেশি মানুষ তাদের ভুমি, নদী, এবং খাড়িগুলির নীচ থেকে আহরিত বিপুল পরিমান সম্পদ থেকে সুবিধা পায় না। কল্যাণ, অবকাঠামো, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, এবং নিরাপত্তার উন্নতি না করে, বরং তেল ও গ্যাস থেকে প্রাপ্য রাজস্ব দারিদ্য, সংঘাত, দমন এবং অনুন্নয়নের একটি অস্বাভাবিক খাতে ধাবিত।

বেপরোয়া হাইড্রোকার্বন উত্তোলন কার্যক্রমের মধ্যমে এই এলাকার প্রধান সমস্যা তৈরি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নাইজেরিয়ায় বার্ষিক উৎপাদিত আনুমানিক ৩.৫ বিলিয়ন ঘনফুট সম্পর্কিত গ্যাসের মধ্যে, ২.৫ বিলিয়ন ঘনফুট (৭০%) গ্যাসের আগুনে পুড়ে। সম্পর্কিত গ্যাসের জ্বলা চলমান এই জন্য নয় যে গ্যাসকে পরিচালনার জন্য এখানে অন্যকোন বিকল্প এমন একটি পদ্ধতি নেই যা পরিবেশের উপর কম প্রভাব ফেলবে, বরং এই কারণে যে তেল কোম্পানিগুলি এবং নাইজেরিয়ার সরকার ক্রমাগতভাবে এটি বন্ধ করতে অস্বীকার করছে। এটা পরিচালনার জন্য অবকাঠামো স্থাপনার তুলনায় গ্যাস জ্বালানোকে বিশেষ করে তেল কোম্পানিগুলি সস্তা এবং বেশি সুবিধাজনক বলে মনে করে। গ্যাস জ্বালানোর বন্ধ করার সময়সীমা ১৯৭৯ থেকে ২০৩০ এবং সম্ভবত ২০৬০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। এমনকি একটি আদালতের রায়ে গ্যাস জ্বালানোকে অবৈধ ঘোষণা করার পরও, গ্যাস জ্বালানো বন্ধ করার কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার তুলনায় সরকার তেল কোম্পানিগুলির দেয়া সামান্য জরিমানাকে পছন্দ করে।

>>

বিভিন্ন স্থান থেকে নিষ্কাশিত হাড্রোকার্বন পণ্যসমূহ নিষ্কাশনের বিভিন্ন স্থান থেকে টার্মিনাল, যেখান থেকে ঐ পণ্যসমূহ ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যত্র পাঠানো হয়, পর্যন্ত গমনের ফলে ৭০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাইজার ডেল্টার ভুমি, জলাভূমি, এবং নদীর, মাঝে মাঝে মানুষের খামার ও উথানের মাঝ-খান দিয়ে, নীচ দিয়ে পাইপ প্রবেশ করে। এই পাইপগুলোর কোন কোনটি ৪০ বছরের অধিক সময় ধরে খনন করা হয়েছে; ধারাবাহিক উদ্বেগতার সহিত এবং প্রধানত বয়স ও ক্ষয়ের কারণে, পাইপ ফেটে অপরিশোধিত তেল নির্গত হলে তা ফসল ধ্বংস করে, নদীকে বিষাক্ত করে, স্রোতকে দূষিত করে এবং সমগ্র সম্প্রদায়গুলিকে স্থানচ্যুত করে। এটি আরও খারাপ হয়ঃ মাঝে মাঝে ফাটা পাইপগুলির জন্য বেশ কয়েকদিন ধরে আগুন জ্বলতে থাকে, সমগ্র সম্প্রদায় এবং তাদের জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করে।

পরিবেশ, জীবিকা এবং মানবাধিকারের জন্য সমস্ত বিধ্বংসী প্রভাব সহ প্রায় ৭০ বছর ধরে তেল উত্তোলনের পরে, নাইজার ডেল্টায় কাজ করা বৃহত্তম আর্ন্তজাতিক তেল কোম্পানিগুলির--শেল, এক্সানমোবিল, টটাল এনার্জিস, শেভরন এবং এনি-ভালো পরিকল্পনা থাকে তাদের সম্পদ বিক্রি, গভীর জলে গমন অথবা কেবল অঞ্চল পরিত্যাগ করার নিমিত্তে। যেহেতু তারা ছেড়ে চলে যায় এবং নাইজেরিয়ার কোম্পানিগুলি এই তেল প্রধানদের রেখে যাওয়া তেল ক্ষেত্রগুলি কিনে নেয়, ঐতিহাসিক দূষণ এবং সামাজিক-বাস্তসংস্থান সমস্যার জন্য কাউকে দোষারোপ করার মতো কোন বিধান নেই। যেহেতু কোম্পানিগুলি পরিত্যাগ করে এবং স্থানীয় লোকজন দায়িত্ব নেয়, ঐতিহাসিক দূষণের জন্য তারা সকলেই সাথে সাথে তাদের দায় অস্বীকার করে। তেল উৎপাদনকারী এবং প্রভাবিত সম্প্রদায়ের জন্য, বিনিয়োগ মানে দূষণের জন্য কর্পোরেশনগুলিকে দায়বদ্ধ করার সম্ভাবনা আরও দূরীভূত হওয়া।

এটা সামনে রেখে, মানুষ দাবী করেঃ নাইজার ডেল্টার একটি বাস্তসংস্থান নিরীক্ষা; দুর্যোগের জরুরী সাড়া; এবং তেল কোম্পানীর বিনিয়োগ। ■

এই ইশতেহারটি ২০২৪ সালের ২০ শে জুন আবুজায় অনুষ্ঠিত নাইজেরিয়ার সামাজিক-বাস্তসংস্থান বিকল্প কনভারজেন্স সভাতে ঘোষণা করা হয়। সনদটি একটি জীবন্ত দলিল এবং নীতিনির্ধারকদের প্রতিক্রিয়ার মাত্রা নিশ্চিত এবং অন্যান্য এলাকাসমূহ যেখানে মানুষ ও পরিবেশকে নিস্পত্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় অর্ন্তভূক্ত করার জন্য সময়ে সময়ে নাইজেরিয়ার জনগণের দ্বারা পর্যালোচনা করা হবে।

অনুবাদ:
ড. বিজয় কৃষ্ণ বনিক, অধ্যাপক,
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

> ইউরোপে নতুন গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্য ঘোষণাপত্র

রিকমন্স ইউরোপ

কৃতজ্ঞতা: *রিকমন্স ইউরোপ*, ২০২০।

ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ (ইইউ-এর সামগ্রিক কাঠামো এবং এর অন্তর্গত ইউরো অঞ্চল) কাঠামোগতভাবে উদারবাদী, অগণতান্ত্রিক এবং বৈষম্যমূলক। এগুলো প্রতিটি দেশের সাধারণ জনগণের চাহিদা, দাবি এবং অধিকার পূরণের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে, একইসাথে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জনগণের মধ্যে সংহতি এবং সমতার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতার যুক্তিকে প্রতিহত করার পাশাপাশি, পরিবেশগত রূপান্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে, ইউরোপীয় স্তরে সংগ্রাম এবং বিকল্প নির্মাণের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমরা ইউরোপকে আমাদের সবার অভিন্ন বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, কিন্তু এটি বর্তমান ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর মধ্যে সম্ভব নয়। তাই, আমরা একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করছি, যা স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তঃজাতীয় পর্যায়ের বিদ্যমান সামাজিক সংগ্রামের উপর নির্ভর করে। এই সংগ্রামের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন, মুখোমুখি দাঁড়ানো এবং তাদের ভেঙে ফেলার পথ তৈরি করা সম্ভব। এর পরিবর্তে, আমরা এমন এক নতুন কাঠামো প্রস্তাব করছি যেখানে সারা ইউরোপ জুড়ে গণমানুষের সহযোগিতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

> একটি অভিন্ন ইউরোপ গঠনের জন্য "বিদ্রোহ" চিত্রপটের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. আমাদের অবিলম্বে সামাজিক, পরিবেশগত ও রাজনৈতিক বিকল্প লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং ইউরোপীয় স্তরে সমন্বিত ও সহযোগিতামূলক স্থায়ী প্ল্যাটফর্ম এবং অবাধ্যতা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এসব আন্দোলন সামগ্রিক বিষয়ে বা নির্দিষ্ট বিষয় (যেমন ঋণ, অভিবাসন নীতি, পরিবেশগত রূপান্তর, গ্লোবাল সাউথ-এর সাথে উপনিবেশবাদী চুক্তি, যার মধ্যে "পূর্ব ইউরোপ" অন্তর্ভুক্ত) নিয়ে পরিচালিত হতে পারে। বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষকে ইইউ-র চুক্তি, নির্দেশ এবং সিদ্ধান্ত অমান্য করতে হবে এবং এটি যৌথভাবে করার কথা ঘোষণা করতে হবে, যাতে বিকল্প নীতি প্রয়োগ করা এবং দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার নতুন কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

এই অবাধ্যতা বিদ্যমান সংগ্রাম এবং নির্দিষ্ট প্রচারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে (যেমন শ্রম অধিকার, আর্থিক নীতি, বর্ণবাদবিরোধিতা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে)। এটি, যতটা সম্ভব, ইউরোপীয় স্তরে গণতান্ত্রিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের সম্ভাব্য কার্যকারিতা প্রদর্শন করা উচিত, যা বিদ্যমান চুক্তি এবং উদারবাদী নীতির বিপরীতে দাঁড়ায়। কোনো রাজনৈতিক শক্তি যদি বিচ্ছিন্নও হয়, তবুও এটি বিদ্যমান নীতি ও প্রতিষ্ঠানের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, বিকল্প সমাধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেগুলোকে অমান্য করতে পারে এবং সম্ভাব্য সকল স্তরে গণমানুষের সহযোগিতা ও স্ব-সংগঠনের নতুন রূপ প্রস্তাব করতে পারে।

২. জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সংগ্রামের মাধ্যমে শাসক শ্রেণির নীতি ও ইউরোপীয় আধিপত্যবাদী আদর্শ, রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ককে উন্মোচন করতে হবে। পুঁজির আধিপত্য ভাঙার জন্য গণপরামর্শ ও আন্দোলনগুলোকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং একটি কর্মসূচির উপর কেন্দ্রীভূত হতে হবে, যা ইইউ-র শাসক শ্রেণি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়ক হবে। এই সংঘাতের অংশ হিসেবে ইইউ-র পাল্টা হুমকি ও আক্রমণ মোকাবিলায় প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং নিওলিবেরাল (উদারবাদী) শক্তিকে অস্থিতিশীল করতে রাজনৈতিক আক্রমণাত্মক পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হবে। এসব পদক্ষেপ কার্যকর করে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের বৈধতা সংকট সৃষ্টি করা এবং তাদের কার্যকারিতা ব্যাহত করা প্রয়োজন। এ ধরনের উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক পক্ষগুলোর একতরফা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যেমন: ঋণের অডিটের সময় পরিশোধ স্থগিত করা; একটি নির্দিষ্ট কর ব্যবস্থার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান তৈরির জন্য জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি প্রয়োগ করা; পুঁজি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা; অথবা নির্দিষ্ট সংগ্রাম ও দাবির সাথে সম্পর্কিত সামাজিকীকরণ বা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ কার্যক্রম।

যদি কোনো রাজনৈতিক পক্ষ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তবুও তাদের উচিত এসব উদ্যোগ এককভাবে বাস্তবায়ন করা। একইসঙ্গে, ইউরোপ জুড়ে (নিজস্ব

>>

ভৌগোলিক সীমার বাইরে) গণআন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে অন্যান্য পক্ষকে এই বৈধতা-বিরোধী প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। এর মাধ্যমে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের বৈধতা সংকট এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

৩. এই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক উদ্যোগগুলো প্রয়োজনীয়ভাবে জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রিয় সরকারগুলোকে ইউরোপীয় চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার দিকে নিয়ে যাবে। জনপ্রিয় সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য অন্তত জাতীয় স্তরে প্রচলিত ইউরোপীয় রাজনীতি এবং নিয়মকানুনের সাথে বিরোধ তৈরি করা আবশ্যক। আমাদের পরিষ্কারভাবে দেখাতে হবে যে আমরা যা সমর্থন করছি তা কোনো "জাতীয় স্বার্থ"-এর ভিত্তিতে নয়; বরং আমাদের অবস্থানের কারণগুলো রাজনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত এবং গণতান্ত্রিক। এটি কেবল ইউনিয়নের বর্তমান সদস্যদের নয়, এর বাইরের জনগণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ব্যবস্থা এবং মুদ্রার প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করি, যার মধ্যে ব্যাংকগুলোর সামাজিকীকরণ এবং পুঁজির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের অপরিহার্যতা অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের পদক্ষেপ ইইউ র চুক্তি এবং অর্থনৈতিক ও মুদ্রা ইউনিয়নের (ইএমইউ) সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। একটি জনপ্রিয় সরকার এবং/অথবা ইইউ থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিতে পারে (উদাহরণস্বরূপ, ধারা ৫০ ব্যবহার করে) অথবা ইএমইউ বা ইইউ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে।

> সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু করা

সম্ভব সব স্তরে সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে, যাতে নতুন রাজনৈতিক সহযোগিতার বিকল্প পথ তৈরি করা যায়। এই উদ্যোগের ভিত্তি হবে ইউরোপীয় এবং স্থানীয় শাসক শ্রেণি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বিদেশি-বিদ্বেষী প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম। এটি শ্রমিক এবং সমস্ত প্রান্তিক শ্রেণির সামাজিক অধিকার রক্ষা এবং পরিবেশের প্রতিরক্ষার পক্ষে কাজ করবে।

এই চিত্রপট বিশদভাবে পূর্বাভাস করা সম্ভব নয়। তবে, উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন সমিতি, বিদ্রোহী শহর, অঞ্চল বা রাষ্ট্রের একটি জোট "বিদ্রোহী সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া" শুরু করতে পারে (যা সামগ্রিক বা নির্দিষ্ট কার্যকর ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে)। এই প্রক্রিয়া এমনকি প্রথমদিকে অবাধ্যতার প্রক্রিয়ার অংশ না হওয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলোর জন্যও উন্মুক্ত হতে পারে। এই প্রক্রিয়াগুলো পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট স্তরের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রূপ নিতে পারে-যেমন পৌর ফোরাম এবং নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করে জাতীয় বা ইউরোপীয় স্তরে সংবিধান পরিষদ, যা আন্তর্জাতিকতাবাদী প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত। এই উদ্যোগগুলো নতুন সহযোগিতা তৈরি করতে, এখনও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত না হওয়া প্রতিবেশী রাজনৈতিক পক্ষগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে, ফোর্ট্রেস ইউরোপ (সীমাবদ্ধ ইউরোপ) ভেঙে ফেলতে এবং শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিকল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে সহায়ক হবে। যদি কোনো রাজনৈতিক পক্ষ বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহলে তাদের উচিত সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা কার্যকর ক্ষমতার জন্য এই "বিদ্রোহী সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া" শুরু করা এবং অন্যান্য পক্ষকে এই প্রক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার প্রস্তাব করা।

> প্রস্তাবনা: অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ

আগের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য বাস্তবায়নের জন্য কিছু তাৎক্ষণিক উদ্যোগ প্রয়োজন। এই উদ্যোগগুলোর মূল চাহিদা হলো অবাধ্যতা প্রদর্শন, প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো সম্মিলিতভাবে নকশা করা এবং জনগণের হাতে সেই কার্যকর সরঞ্জাম তুলে দেওয়া। এছাড়াও, এই প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে একত্রিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা প্রস্তাব করছি যে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি (যেমন ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক সংগঠন, সমিতি, অ্যাকটিভিস্টদের সংগ্রহশালা ইত্যাদি) অভিন্ন লক্ষ্য গ্রহণ করুক। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: একসঙ্গে মিলে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী এবং অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা জোরদার করা এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোর আধিপত্য ভেঙে দেওয়ার জন্য সম্মিলিত প্রস্তাবগুলো নির্ধারণ করা। আল্টারসমিটের ম্যানিফেস্টো এবং রিকমন্সইউরোপের ম্যানিফেস্টোর মতো মিলিত টেক্সটগুলোকে হালনাগাদ, ভাগাভাগি এবং জনপ্রিয় করা। স্থানীয়, জাতীয় এবং ইউরোপীয় স্তরে "বিদ্রোহী সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া" বাস্তবায়নে সহায়ক সব উল্লেখযোগ্য উদ্যোগকে উৎসাহিত করা। ইউরোপীয় নির্বাচনের সুবিধা কাজে লাগিয়ে এই প্রস্তাবনা এবং এর ফলাফল সম্পর্কে জনপ্রিয় আলোচনা এবং প্রচারণা চালানো। এর মাধ্যমে বিদ্যমান উদ্যোগ এবং বিকল্প ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা, যা এই প্রস্তাবনার অংশ হতে পারে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে তাদের চারপাশে একত্রিত করা। এই পদক্ষেপগুলো শুধু একক অঞ্চল বা পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ইউরোপীয় পর্যায়ে একত্রিত প্রচেষ্টার ভিত্তি গড়ে তুলতে পারবে।■

**এই লেখা ইউরোপে নতুন গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্য ঘোষণাপত্রের নবম অধ্যায় (সামাজিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক মুখোমুখি অবস্থান এবং সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া) থেকে সামান্য পুনর্লিখনের মাধ্যমে পুনরুত্পাদিত হয়েছে। মূলত মার্চ ২০১৯-এ উপস্থাপিত এই ঘোষণাপত্রটি ইউরোপের এক ডজন দেশের কর্মী ও গবেষকদের একটি দল প্রণয়ন করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল বামপন্থী গণশক্তি দ্বারা বাস্তবায়নের জন্য একটি নকশা প্রস্তাব করা। এটি রিকমন্সইউরোপ প্রকল্পের অংশ, যা দুটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক (সিএডিটিএম এবং ইরেনেসেপ) এবং বাস্ক ট্রেড ইউনিয়ন ইএলএ দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় গণবামপন্থার মধ্যে চলমান কৌশলগত আলোচনা সমৃদ্ধ করা এবং গণশক্তিকে কার্যকর পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি রূপরেখা প্রদান করা।*

অনুবাদ:
আলমগীর কবির, স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী,
অর্থনীতি অনুষদ, প্রিন্স অব শংক্রা ইউনিভার্সিটি, থাইল্যান্ড।

> ভিন্নতার বাইরেঃ

একটি প্লুরিভারসাল বিশ্বে সাদৃশ্য

লিডিয়া বেকার এবং **ক্রিস্টিন হ্যাটজকি**, লিবনিজ ইউনিভার্সিটি হ্যানোভার, জার্মানি

কৃতজ্ঞতা: অ্যান্ডারসন গুয়েরা, ২০১৮, পেক্সেলস।

পরিবেশগত বিপর্যয়, যুদ্ধ, বিচ্ছিন্নকরণ এবং অপ্রত্যাশিত পরিণতিসহ দ্রুত প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দ্বারা বর্তমান সময়কে চিহ্নিত করা যেতে পারে। নব্য উদারবাদী পুঁজিবাদের অধীনে শোষণের অনুশীলনগুলো আরও তীব্র হয়েছে এবং বহু স্থলজ - মানব এবং অ-মানব - জনসংখ্যার স্থানচ্যুতি এবং বিলুপ্তিকে অনেক বেশি মাত্রায় ত্বরান্বিত করেছে। বর্তমান সময়ে এই গ্রহ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলোর আলোকে এবং অনিল ভাট্টির কাজ অনুসারে, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য একটি মধ্যস্থতাকারী ধারণা হিসাবে সেগুলোকে 'পার্থক্যের বাইরে' রেখে বিশ্লেষণ করার এবং সাদৃশ্যের সম্ভাবনাকে উদঘাটন করার জন্য আমরা বিতর্ক করে থাকি।

> বহুমাত্রিকতা: জ্ঞাতিসম্পর্ক, সমতা এবং আন্তঃসংযুক্ততা

সমালোচনামূলক উত্তর-ঔপনিবেশিকতা এবং লিঙ্গ অধ্যয়নের মধ্যে বিকশিত হয় এমন বিভাগসমূহের মধ্যকার পার্থক্য অসমতা এবং শ্রেণিবিন্যাসের বিনির্মাণে অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু সহানুভূতি এবং সামাজিক অনুশীলনের জন্য পূর্বশর্তগুলো যেমন: সম্পর্ক, তুলনা, সংঘ, যুগপত্ত্ব এবং আন্তঃসংযুক্তি-এর মধ্যকার সাদৃশ্য গুলোকে স্বীকৃতি প্রদানে অনেকটাই উপেক্ষা করে। সুমাক কাওসে বা বুয়েন ভিভিরের আন্দিয়ান আদিবাসী বিষয়ক দর্শনগুলো বহুমাত্রিক ক্ষেত্রকে সংযোগের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক এবং পুরুষতান্ত্রিক অনুশীলনকে অতিক্রম করার বিষয়ে আরও নতুন করে চিন্তাভাবনা করে। একটি 'বহুমাত্রিক বিশ্বে', মানব এবং অ-মানব (আইনি) বিষয়ক সামাজিক শৃঙ্খলার প্রসঙ্গগুলো সমান ভাবে সহাবস্থান করে; যেখানে পৃথিবীকে একটি সম্পদ হিসাবে নয় বরং একটি জীবনদাতা সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং যেখানে সবকিছু অন্য সমস্ত কিছুর সাথে সংযুক্ত রয়েছে।

বহুমাত্রিক ধারণাটি মানুষ এবং প্রকৃতির সৃষ্টির সাথে জড়িত বলে এটিকে প্রক্রিয়া-অন্টোলজিক্যাল বলা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি অনুরূপ পরিবর্তন সমালোচনামূলক পোস্ট-হিউম্যানিজমের দ্বারা প্রস্তাব করা হয়েছে, যা অ্যাংলো-আমেরিকান এবং ইউরোপীয় অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিল। এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করার পরিবর্তে মানব এবং অ-মানব প্রাণীর মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্কের উপর জোর দিয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়া থেকে ঔপনিবেশিক এবং অ-নৃকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে বোঝায়, তবে তুলনামূলকভাবে, এটি পার্থিব ভবিষ্যতের জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। এটি গ্রহের বাসযোগ্যতা নিয়ে বিতর্কের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে 'পৃথিবীদের' বেঁচে থাকার সুযোগ রয়েছে এবং যেখানে নৃতাত্ত্বিক প্রযুক্তি, তার সুযোগ এবং বিপদসহ, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রেক্ষাপটে সাদৃশ্যের ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রযুক্তিগত অগ্রগতি কম্পিউটারকে মানুষের সাথে আরও বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ করে এবং একইসাথে মানবজাতির সৃজনশীল ক্ষমতার দ্বিধাদ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তোলে।

>>

> পার্থক্যের উপর অধিক, সাদৃশ্যের উপর সামান্য

গবেষণা সাহিত্যের বিভিন্ন অংশ রয়েছে যা বহুমাত্রিকতা এবং মানবোত্তর পদ্ধতির অ-নৃকেন্দ্রিক ধারণাগুলোর মধ্যে সম্পর্কের একটি সাদৃশ্য-ভিত্তিক তদন্ত পরিচালনা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের প্রথম সূত্রটি ল্যাটিন আমেরিকায় বিভিন্ন আদিবাসী সৃষ্টিতত্ত্বের (অন্যদের মধ্যে এ. এসকোবার, এম. দে লা ক্যাডেনা, এম. ব্লেসার এবং এ. ক্রেনাকের নেতৃত্বে) এবং সেইসাথে আত্মবিশ্বাসের ধারণাগুলোর (সার্জিও কস্তা দ্বারা বিকাশিত) উপর ভিত্তি করে আলোচিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত হয়। এবং সেইসাথে বিষয়টির সহাবস্থান ল্যাটিন আমেরিকান গবেষণায় সম্বোধন করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিক বিতর্কগুলো একটি মৌলিক মানবিক জ্ঞানীয় কাজ এবং অনুসরণ, অনুকরণ বা অনুলিপির মতো দিকনির্দেশনা দেয় এমন একটি অনুশীলন হিসাবে এর সাদৃশ্যের স্বীকৃতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানতাত্ত্বিক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এটি সম্প্রতি সাংস্কৃতিক তত্ত্ব এবং সাহিত্য অধ্যয়ন সম্পর্কিত আলোচনায় সাদৃশ্য তৈরি করেছে।

এইসব অস্পষ্ট পদ্ধতির বাইরে, আমরা মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত পরিবর্তনের জন্য গবেষণা সাহিত্যের দ্বিতীয় সারির সূত্র হিসেবে কাজ করা এর অগ্রগামীদের (বি. স্পিনোজা, জি. লিবনিজ, জি. টার্দে, ডব্লিউ. বেঞ্জামিন, মার্কাস এবং অন্যান্য) ধারণা ব্যবহার করে, সাদৃশ্যের ধারণা তৈরি করার কথা ভাবতে পারি।

এখনও অবধি, মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানগুলো বেশিরভাগই পার্থক্যের বিভাগগুলো নিয়ে কাজ করেছে, যার তাত্ত্বিক ভিত্তি একটি তৃতীয় সূত্র নিয়ে গঠিত, যাকে কাঠামোবাদী, বিশেষত উত্তর-কাঠামোবাদী (এম. ফুকো, জে. দেরিদা, জি. ডেলিউজ) নাম দেয়া যায়। এই পার্থক্য-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো উত্তর/উপনিবেশিক এবং আধুনিক-সমালোচনামূলক ধারণাগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছিল (ডি. চক্রবর্তী, এফ. করোনিল, এস. হল, আর. গ্রোসফোগুয়েল) এবং লিঙ্গ এবং বিচিত্র গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছিল, যা একসাথে গবেষণার চতুর্থ সূত্র গঠন করে। এই চতুর্থ সূত্রটি কার্যকরভাবে একটি আন্তঃবিভাগীয় ক্ষেত্রে (জি. স্পিভাক, এম. লুগোনস) জটিল বৈশ্বিক বৈষম্যের ঘটনাগুলোর বিনির্মাণের জন্য পার্থক্যের বিশ্লেষণকে বিকশিত করেছে এবং আন্তঃসংযুক্ততা ধারণার অধীনে বৈষম্যের বিভিন্ন মাত্রার জটিলতাগুলোকে ধারণ করেছে। যে বর্ণ নারীবাদের অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ/নারীর ক্ষেত্র থেকে কাজ যেমন: (বি. হুকস, কে. ক্রেনশো) এই সচেতনতার পথকে প্রশস্ত করেছে যার মাধ্যমে জাতিগততা এবং শ্রেণী বোঝার জন্য লিঙ্গ ধারণাটি মৌলিক সেটি বোঝা সম্ভব হয়েছে।

বিশ্বায়ন বিতর্কের সময়, পার্থক্যের ভিত্তিতে পরিচয় নির্মাণ ১৯৯০ এর দশক থেকে শুরু হয়, আংশিকভাবে সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের অপরিহার্য দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যা কোনও মধ্যবর্তী স্থান (এস. হল, এইচ.কে. ভাভা) অনুমোদন করে না। মৌলবাদী এবং পরিচয়বাদী আন্দোলনগুলো 'পশ্চিমা সভ্যতার' সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে এই পরিচয় নির্মাণকে গ্রহণ করে, যা 'স্ব' এবং 'অন্যান্য' এর অশোধিত এবং স্বেচ্ছাচারী ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে, পার্থক্যের ভিত্তিতে পরিচয়ের ধারণাটি সন্দেহজনক। তদনুসারে, অপ্রয়োজনীয়, সম্পর্কীয় কৌশলগুলো সম্প্রতি একটি নৃ-কেন্দ্রিক অভিযোজনসহ পার্থক্য-ভিত্তিক ধারণাগুলো অধ্যয়ন করতে ব্যবহৃত হয়েছে।

> বহুমাত্রিকতার সাথে সংযুক্ত একটি চূড়ান্ত সূত্র এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক সংযোগের প্রসারণ

মানব সমাজ এবং প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য (বি. লাটোর, পি. ডেসকোলা), যা আলোকিতকরণের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (যৌক্তিকতা) এবং একত্রিত হয়েছিল আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে, বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন এবং ধ্বংসের দ্বারা সৃষ্ট গ্রহজীবনের হুমকির কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতি এবং মানবতা/সংস্কৃতির মধ্যে ঔপনিবেশিক দ্বিধাবিভক্তির সমাধান করার পাশাপাশি সাদৃশ্যের ধারণাটি আমাদেরকে একটি বিশাল নেটওয়ার্কে শুধুমাত্র একটি উপাদান হিসাবে দেখতে সাহায্য করে।

এটিকে পঞ্চম গবেষণা থ্রেড এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং এতে রয়েছে নিউ ম্যাটেরিয়ালিজম (কে. বারাদ), পোস্ট হিউম্যানিজম (ডি. হারাওয়ে, আর. ব্রাইডোটি), এফারমেটিভ বায়োপলিটিক্স (ভি. বোর্সো) এবং টেকনোফেমিনিজম (জে. ওয়াজকম্যান, এফ. কস্তা)। বহুত্ববাদী চিন্তাধারার মূল সংযোগ হল এই যে, এগুলো অ-পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যা এবং ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য। অন্যদিকে, আফ্রিকান দর্শনগুলো একটি বহুমুখী বিশ্বে ঔপনিবেশিক প্রযুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে এবং প্রযুক্তি-ঔপনিবেশিকতা এবং প্রযুক্তি, প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে জটিল সম্পর্কের মোকাবিলা করে (এ. এমবেম্বে)।

এই সমস্ত কৌশলগুলোর মধ্যে একটি জিনিসে মিল রয়েছে, তা হল: তারা জো, জিও, টেকনো এবং নৃতাত্ত্বিক মাত্রা জুড়ে সহানুভূতিশীল সম্পর্কগুলোকে পুনরায় একত্রিত করে। অন্যান্য পদ্ধতিগুলো এশিয়ান দর্শনের সাথে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানববিদ্যায় তাদের প্রয়োগের সাথে তুলনা করে (কে. ফিয়ারকে), একইসাথে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান উৎপাদনে নতুন সংযোগ প্রকাশ করে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধ্যয়নের বিপরীতে, প্রযুক্তি-ঔপনিবেশিকতা কোণ (আর. ক্যামারেনা এবং অন্যান্য)। তার ঐতিহাসিক কেন্দ্র এবং আঞ্চলিক দক্ষতার উপর ভিত্তি করে ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়াগুলোর অন্তর্নিহিত জ্ঞান, এটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা থেকে আলাদা করে। যেটি সাক্ষরতাকে ঔপনিবেশিক কৌশল হিসেবে স্বীকৃতি দেয় (ডব্লিউ. মিগনোলো)।

প্রকৃতি, মানুষ এবং প্রযুক্তি সত্তার মধ্যে তরল সম্পর্কের একটি নতুন অ-নৃকেন্দ্রিক ধারণাকে বিস্তৃত করার জন্য, আমাদের প্রস্তাবটি বিশেষভাবে তাদের পরিপূরকতার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পর্কগত চিন্তার উপর ভিত্তি করে বৈশ্বিক জ্ঞানবিজ্ঞানের এই বিভিন্ন ধারাগুলো নিয়ে আলোচনা, পদ্ধতিগত এবং বিকাশের লক্ষ্য রাখে।

> নতুন (পুরাতন) জ্ঞানতত্ত্ব, প্রযুক্তিগত সমালোচনা এবং ঔপনিবেশিক সাদৃশ্য

আমাদের প্রধান কাজ হল যে সাদৃশ্যের উপলব্ধি এবং উৎপাদন বর্তমান যুগের মৌলিক গ্রহগত বিপদগুলো বোঝার এবং মোকাবেলা করার জন্য, একটি বহুমাত্রিক বিশ্ব গঠনে সহায়তা করতে পারে এমন কিছু করা, যা অ্যানথ্রোপোসিন বা ক্যাপিটালোসিন নামে পরিচিত। এর জন্য ইউরোকেন্দ্রিক, সার্বজনীন জ্ঞানতত্ত্বের একটি বড় পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন যা মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। আমাদের মতে, এ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ভিত্তিক প্রসঙ্গ অনুযায়ী আলোচনা করা উচিত:

১। প্রকৃতি: সংস্কৃতি এবং প্রকৃতি, বিষয় এবং বস্তুর মধ্যে সমসাময়িক বিভাজন, যা পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের জন্য অপরিহার্য এবং ঔপনিবেশিকতার সময় গঠিত হয়েছিল। মানব এবং অ-মানব বিষয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা এবং পারস্পরিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। আমরা একটি সম্পর্কযুক্ত -বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণকে দ্বিখণ্ডিতকরণের সাথে তুলনা করি যা মানুষ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণকে রক্ষা করে। যা লাতিন আমেরিকার দর্শনে বিদ্যমান, পূর্ববর্তী সংস্কৃতির ক্ষুদ্র এবং বৃহৎজগতের অন্তর্ভুক্ত ধারণা এবং সম্প্রতি সম্বোধন করা 'ফ্ল্যাট অনটোলজিস' ধারণার মধ্যে নিহিত।

২। প্রযুক্তি: ঔপনিবেশিকতার আরেকটি ভিত্তি এবং পুরুষতান্ত্রিক যুক্তির শিখর ছিল বহিরাগত প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জনসংখ্যার শোষণের জন্য প্রযুক্তির ব্যাপারে আশাবাদীত্ব। দৈনন্দিন জীবনে নতুন প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ এবং মানবতা ও প্রযুক্তির একত্রীকরণ প্রযুক্তি-ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে বৈধ উদ্বেগকে উত্থাপন

>>

করে, যেমন যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত উপায়সমূহ। তবে, এটি সামাজিক পরিকল্পনার সুযোগের সম্ভাবনার দ্বারা ভারসাম্যপূর্ণ। উত্তরোত্তর নারীবাদ প্রযুক্তিসহ একটি সমাবেশ হিসাবে, জৈব জীবন এবং অ-জৈব পদার্থের আন্তঃসম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করে, যা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসাবে প্রযুক্তির ধারণা এবং বিষয়ের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে।

৩। মানব: সমাজের একটি বহুমুখী মডেল যা মানব শ্রেণীকে ভেঙে ফেলার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং একইসাথে যাকে (পুরুষ, বৈষম্যমূলক এবং শ্বেতাঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়), যেটি এর প্রধান লক্ষ্য। পার্থক্য এবং বৈদেশিকতার বাইরে, স্বচ্ছলতা এবং সংহতির অর্থে জনগণের গোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণতা বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়। ঔপনিবেশিকতা থেকে শুরু হওয়া এবং পুঁজিবাদে অব্যাহত থাকা অন্যান্য মানুষ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ এবং এর ফলে সামাজিক অবসাদ এবং বর্তমানের পরিবেশগত সংকটের জন্য দায়ী, যা আলোচনার একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে রয়েছে । ইতিমধ্যে, ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে একজাতকরণের ঝুঁকি বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ, উদাহরণস্বরূপ: কর্তৃত্ববাদী সরকারের অধীনে বৈচিতত্রের নির্মূলতাকে অবহেলা করা ঠিক হবেনা।

সাদৃশ্যের ক্রমানুসারের অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে উত্তরোত্তর পদ্ধতির সাথে বহুমাত্রার প্রক্রিয়া-অন্টোলজিক্যাল ধারণার আন্তঃবিষয়ক সংযোগের মধ্যে আমাদের ধারণার সৃজনশীল সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া যায় । প্রকৃতি, মানুষ এবং প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্কের একটি ধারাবাহিকতা হিসাবে একটি নতুন বোঝ-াপড়া প্রতিষ্ঠা করতে আমরা এগুলোকে একত্রিত করি। আধুনিকতার পশ্চিমা ধারণা, এর সার্বজনীনতা এবং এর সাথে আসা প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলোচনা করার সময়, বহুত্ববাদী এবং উত্তরোত্তর চিন্তাধারা উভয়ই উত্তর-কাঠামোবাদী এবং পোস্ট/ডিকলোনিয়াল গবেষণা পদ্ধতির সমালোচনা করে যা 'পার্থক্য' এবং 'পরিবর্তন' এর উপর পূর্বভাসিত। আধুনিক বিশ্ব আধুনিকতা-যৌক্তিকতা এবং - ঔপনিবেশিকতার যুক্তি ব্যবহার করে শ্রেণিবদ্ধ এবং অপরিহার্য্যতাবাদী দ্বিধাবিভক্ত করে যেমনঃ (স্ব/অন্য, সাদা/কালো, পুরুষ/নারী, সভ্য/বন্য, বিষয়/বস্তু, মন/দেহ, সংস্কৃতি/প্রকৃতি, পার্থক্য/সাদৃশ্য) ইত্যাদি অনুযায়ী বিভক্ত ছিল। ফলস্বরূপ, পার্থক্যকে জ্ঞান সংস্থার সমতুল্য উৎকর্ষতার দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘো-ষণা করা হয়েছিল, যেখানে সাদৃশ্য এবং অনুকরণকে পশ্চিমা জ্ঞানবিজ্ঞানে 'অবৈজ্ঞানিক' হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছি। এর কারণ সেগুলোকে 'আদিম', 'জাদুকর', 'প্রকৃতির কাছাকাছি' এবং 'প্রাক-আধুনিক' বলে মনে করা হয়েছিল। এর বিপরীতে, আমাদের পদ্ধতিটি ঔপনিবেশিক দৃষ্টান্তের মধ্যে সাদৃশ্যের সম্পর্কগত ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর সাথে প্রযুক্তির সমালোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশ্বব্যাপী সচেতনতাকে বিস্তৃত করে এবং পার্থক্য-ভিত্তিক জ্ঞান উৎপাদনকে অতিক্রম করে। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
লিডিয়া বেকার <becker@romanistik.phil.uni-hannover.de>
ক্রিস্টিন হ্যাটজকি <christine.hatzky@hist.uni-hannover.de>

অনুবাদ:
রুমা পারভীন, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

> ভেনিজুয়েলা ও বাংলাদেশে বিক্ষোভ:

স্বৈরাচারীরা কখন হাল ছেড়ে দেয়?

জন ফেফার, ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজ, ইউএসএ

কৃতজ্ঞতা: শাটারস্টক।

একটি দেশে, পনের বছরের ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারী একটি নেতৃত্ব সে দেশের শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বাধীন একটি বিরোধী শক্তি দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশ ত্যাগ করেছেন। অন্য একটি দেশে, এগারো বছরের ক্রমবর্ধমান একটি স্বৈরাচারী নেতৃত্ব নিজেকে একটি ক্ষুদ্র ব্যবধানের বিজয় দেওয়ার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক নির্বাচনে কারচুপি করে যার ফলস্বরূপ তাকে প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয় কিন্তু তবুও তিনি ক্ষমতা ছাড়তে অস্বীকার করেছেন।

প্রথম দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যিনি এখন ভারতে নির্বাসিত (পূর্বের ন্যায় আরও একবার) তাকে অপসারণ করার পর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় । ইতোমধ্যে, দ্বিতীয় দেশ, ভেনিজুয়েলায়, নিকোলাস মাদুরো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশ থেকে ক্ষমতা ছাড়ার আহ্বানকে প্রতিহত করেছে।

প্রশ্ন হলো, কেন বাংলাদেশে বিরোধী দল সফল হলেও ভেনিজুয়েলায় সফল হল না? দুই দেশের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে:

সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট তেলের রিজার্ভের পরিমান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৈকট্য ইত্যাদি। তবে সম্ভবত একমাত্র পার্থক্য যা শেষ পর্যন্ত সবথেকে বেশি ভূমিকা রেখেছে তা হল সময়। মাদুরো শেখ হাসিনার মতো একই পরিণতি ভোগ করা থেকে হয়ত কয়েকটি দিন, সপ্তাহ বা মাস দূরে থাকতে পারেন। সম্ভবত তিনি এখনো তা আচ করতে পারছেন না।

> বাংলাদেশের বিস্ময়

শেখ হাসিনা সম্ভবত নিজেকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে মনে করতেন। বাংলাদেশের দীর্ঘকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, তিনি তার বংশের দ্বারা ভালভাবে সুরক্ষিত ছিলেন কেননা তার বাবা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন এবং 'জাতির পিতা' হিসাবে পরিচিত। তার শাসনামলে তিনি সফল ছিলেন - এটা বিশ্বাস করার তার কারণও ছিল। বাংলাদেশের অর্থনীতি *গত ১৫ বছর ধরে* (২০২০ সালের কোভিডকালীন বছরসহ) উর্ধ্বমুখী রয়েছে। শিক্ষার প্রবেশাধিকার, শিশু-স্বাস্থ্য এবং গড় প্রত্যাশিত আয়ু *সবই তার সময়েই উন্নত* হয়েছিল। দারিদ্রের হারও *অর্ধেকে* নেমে গিয়েছে।

তখন হাসিনার ভূ-রাজনৈতিক দক্ষতা ছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের নরেন্দ্র মোদি সরকার তার শক্তিশালী মিত্র এবং তিনি চীনের সাথেও তুলনামূলকভাবে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অবশ্যই, সেখানে নাশকতা ছিল। তিনি দেশীয় সমালোচকদের একটি অংশকে কারাগাওে রেখেছিলেন। তবে দেশের তরুণদের কাছ থেকে একটি সফল প্রতিরোধ তিনি কল্পনা করেন নি।

প্রথমত, বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি তরুণ দেশ ছেড়েছেন। ২০২৩ সালে *৫০,০০০ এর বেশি শিক্ষার্থী* উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। আর্থ-সামাজিক বর্ণালীর অন্য প্রান্তে, ১৫,০০০ এরও বেশি

>>

বাংলাদেশী অভিবাসী, যারা তুলনামূলকভাবে অল্পবয়সী, *২০২২ সালে ইতালিতে* ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের মিডিয়াতে 'ব্রেন ড্রেইন' একটি বহুল আলোচিত বিষয়। স্বদেশী প্রতিভা কিভাবে *দেশে ফিরিয়ে আনা যায়* আলোচকরা তাদের আলোচনায় সেই পন্থা খুজে বের করার চেষ্টা করেন।

নিশ্চয় হাসিনাও মেধা পাচার নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু দেশ ছেড়ে যাওয়া প্রতিটি যুবককে বাদ দিলেও রাস্তায় সরকারের নীতির প্রতিবাদ করা যুবকের সংখ্যা কম ছিল না। বেকারত্বের হার *অন্তত ১৫ শতাংশ* বেশি হওয়ায়, তরুণ বাংলাদেশিরা অবধারিতভাবেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কেননা দেশটি গত ১৫ বছরে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উপভোগ করেছে তার সুবিধা তারা নিতে পারেননি। এ থেকে পরিত্রানের একটি উপায় হল বিদেশে পাড়ি জমানো। সুশিক্ষিতদের জন্য আরেকটি উপায় হল সিভিল সার্ভিস সেক্টরে যোগদান। সরকারী চাকরী যুক্তিসঙ্গতভাবেই ভাল বেতন এবং যথেষ্ট পেশাগত নিরাপত্তা প্রদান করে।

তা ছাড়া সরকার ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে লড়াই করা প্রবীণদের আত্মীয়দের জন্য সমস্ত পদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ করার মাধ্যমে উপলব্ধ স্লটের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য বছরের পর বছর নিরন্তর চেষ্টা করে আসছে। মনে রাখবেন: প্রধানমন্ত্রীর বাবা একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন এবং এটি সেই গুরুত্বপূর্ণ সমর্থক বৃন্দদের পুরস্কৃত করার একটি উপায় ছিল।

২০১৮ সালে ছাত্ররা কার্যকরভাবে এই নতুন পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থাকে অবরুদ্ধ করেছিল, কিন্তু সরকার এই বছর এটি আবার টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। ফলে তরুণরা ফিরে এসেছে রাজপথে। ২০২৪ সালের আগস্ট এর শুরুতে, *নতুন করে সরকার বিরোধী বিক্ষোভের ফলে কয়েক ডজন মানুষ নিহত এবং শত শত আহত হয়েছে*। যদিও সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখযোগ্যভাবে কোটা প্রস্তাবকে জলাঞ্জলি দিয়েছে, তবে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা চাপ বজায় রেখেছিল।

এই ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায় ২০১৪ সালে ইউক্রেনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার সাথে যেখানে অন্য সকলের মধ্যে কেবল তরুণরা একজন দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রপতি, ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ যিনি প্রতিবেশী কর্তৃত্ববাদী নেতার সাথে শক্তিশালী বন্ধনও গড়ে তুলেছিলেন তার বিরুদ্ধে কেইভের কেন্দ্রে বিক্ষোভ করে। ইয়ানুকোভিচ পরবর্তীকালে তার অপরাধের ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান এবং রাশিয়ায় একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন যেটা তিনি ৫০ মিলিয়ন ডলারে কিনে রেখেছিলেন।

অবশ্যই, কেউ ইউক্রেনে পরবর্তীতে যা ঘটেছিল: যুদ্ধ, দেশ ত্যাগ, অর্থনৈতিক ধ্বংসলীলা- এগুলোর অনুকরণ করতে চাইবে না। ইউক্রেনের ঘটে যাওয়া দুর্ভোগ এড়াতে চাইলে বাংলাদেশকে তার নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচেষ্টার ওপর অনেক বেশি নির্ভর করতে হবে।

সৌভাগ্যবশত, বাংলাদেশ একটি মেধাবী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দলকে একত্র করেছে যার মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ ইউনূস একজন অর্থনীতিবিদ এবং গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা। ইউনূস হাসিনা সরকারের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন এবং এ সরকার তার বিরুদ্ধে আত্মসাৎ ও অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ এনেছিল। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানত হাসিনা প্রশাসনের সঙ্গে না থাকার বা না যাওয়ার জন্যই এসব অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছে দুইজন প্রতিবাদী ছাত্রনেতা, নাহিদ ইসলাম এবং আসিফ মাহমুদ, এটি একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন কেননা তরুণরা এই ধরণের পরিবর্তনের সময় খুব কমই ক্ষমতার পদে থাকার সুযোগ পায়। অন্যান্য *সদস্যদের মধ্যে* 'মানবাধিকার কর্মী, আইন বিশেষজ্ঞ, দুইজন প্রাক্তন কূটনীতিক, একজন ডাক্তার এবং বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন প্রাক্তন গভর্নর' রয়েছেন। অরাজনৈতিক এই বৈচিত্র্যময় গ্রুপের মূল কাজ হবে দেশকে স্থিতিশীল করে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করা।

> ভেনেজুয়েলার অ-বিস্ময়

নিকোলাস মাদুরো এবং তার ক্লেপ্টোক্রেটিক পদ্ধতিতে বিরক্ত কেবল ছাত্ররা নয় বরং অন্যরাও। প্রাক-নির্বাচন জরিপ এবং বিরোধীদের দ্বারা সংগৃহীত নির্বাচন-পরবর্তী ফলাফল অনুসারে, জনসংখ্যার ৭০ শতাংশেরও বেশি মানুষ হুগো শ্যাভেজের উত্তরসূরিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়। ভেনেজুয়েলার অ-আশ্চর্যের বিষয় হল যে মাদুরো (তার নিজের কাছে) ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন।

ভেনিজুয়েলায় এটা নিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে। বাংলাদেশে যেমন, সরকার তার বিরোধী দলকে দমন করার লক্ষ্যে (*এক ডজনেরও বেশি*) মানুষকে হত্যা করে এবং (*কমপক্ষে ২,০০০*) মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। সরকার তার সমালোচকদের নজরে রাখার জন্য তার 'নক, নক' প্রচারণার সাথে সাথে যে ভিডিওগুলি প্রকাশ করেছে তাতে গানের সাথে *ভৌতিক-চলচ্চিত্রের সাউন্ডট্র্যাক* রয়েছে: 'যদি আপনি ভুল করে থাকেন তবে তিনি আসবেন! তিনি আপনাকে খুঁজবেন! আপনি লুকিয়ে থাকলেই ভালো হবে!' বিরোধী দল ১৭ আগস্ট একটি আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবসের *আহ্বান জানিয়েছে* যার মাধ্যমে তারা আশা করেছিল যে দেশের বাইরে বসবাসকারী প্রায় ৮ মিলিয়ন ভেনেজুয়েলানদের অনেকের আকর্ষণ পাওয়া যাবে।

তবে এখানে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রধান দুটি পার্থক্য রয়েছে। ভেনেজুয়েলায় বিরোধীতা হয়েছে দল দলভিত্তিক। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বিরোধী দলের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পথ তৈরি করা, একটি অবৈধ সরকারকে উৎখাত করার জন্য এ আন্দোলন নয়। আন্দোলনকারীগণ জানেন কীভাবে জনগণকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং এর জন্য রাজপথ উত্তপ্ত করার প্রয়োজন হবে না।

ইউক্রেন বা সার্বিয়া বা ফিলিপাইনের মতো অন্যান্য সফল বিরোধী আন্দোলনের বিপরীতে, এটি ধর্মঘট, রাস্তা অবরোধ এবং এর মতো অ-সম্মতির প্রচারণা প্রস্তুত করেনি।

দ্বিতীয়ত, ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলগুলোর নেতৃত্বে রয়েছেন প্রবীণগণ। রাষ্ট্রপতি প্রার্থী এডমুন্ডো গঞ্জালেজ ৭৪ বছর বয়সী। তবে, প্রকৃত ক্ষমতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো, একজন ৫৬ বছর বয়সী প্রাণশক্তিতে ভরা এবং শারীরিকভাবে সক্রিয় ব্যক্তি যিনি ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার রাজনৈতিক ব্লকের আশেপাশে থেকেছেন। তিনি রাজনৈতিক প্রতিবাদ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও সচেতন এবং ভেনেজুয়েলায় বিরোধিতা দলের সীমা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

অপরদিকে, বাংলাদেশের তরুণরা ছিল নবদীক্ষিত যেটা তাদের শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। অভিজ্ঞতার অভাব তাদেরকে বাড়তি সুযোগ করে দিয়েছিল। তারা জানত না যে তাদের প্রতিবাদটি চমকপ্রদ। সুপ্রিম কোর্ট কার্যত বিদ্বেষপূর্ণ কোটা পদ্ধতি বাতিল করার পরও তারা তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছে। তারা একটি দাবিকে ঘিরে সমাবেশ করেছে তা হল হাসিনার পদত্যাগ - *যদিও তারা ভাবেনি যে এটি বাস্তবে ঘটবে*।

বাংলাদেশে এই প্রতিবাদ সীমাহীন আদর্শবাদের দ্বারা প্ররোচিত ছিল। ভেনেজুয়েলার বিক্ষোভ অভিজ্ঞ বাস্তববাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত। কখনও কখনও মাথার চেয়ে হৃদয় বেশি সফল হয়।

> সময় কি শেষ?

শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগের রাতে, তার

>>

সেনাপ্রধান কারফিউ জারি করার জন্য বেসামরিক লোকদের উপর গুলি করার *আদেশ বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নেন*। এই বার্টলবাই-এর মত প্রত্যাখ্যান- আমরা সেনাবাহিনী-এটা পছন্দ করব না - সম্ভবত সরকারকে পতনের ক্ষেত্রে নির্ধারক ফ্যাক্টর ছিল। এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের পেছনে এই সেনাবাহিনীই রয়ে গেছে।

কিন্তুমনে রাখা প্রয়োজন: ছাত্রদের দৃঢ় সংকল্পই কার্যকরভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পক্ষ পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছিল। এখন পর্যন্ত ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনী অনুরূপ কিছু করার পরিকল্পনা করছে এমন কোন লক্ষণ নেই। ভেনিজুয়েলার নেতা সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে জনসমক্ষে হাজির হওয়ার একদিন পরেই বিরোধী দল সামরিক বাহিনীকে একটি খোলা চিঠি জারি করে মাদুরোকে ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছে। *তারা সমস্বওে উচ্চারণ করেছিল*: 'সর্বদা অনুগত' থাকুন 'কখনও বিশ্বাসঘাতকতা নয়।'

ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলকে অবশ্যই এই অভ্যন্তরীণ খেলাটি খেলতে হবে যদিও এটি রাজপথকে উত্তপ্ত রাখে। *জ্যাকনিকাস* নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ লিখেছেন:

"মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, যিনি কর্তৃত্ববাদ অধ্যয়ন করেন, এরিকা ফ্রান্টজের একটি বিশ্লেষণ অনুসারে, ১৯৫০ এবং ২০১২ এর মধ্যে, ক্ষমতা হারানো ৪৭৩ জন কর্তৃত্ববাদী নেতাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সরকারের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের দ্বারা অপসারণ করা হয়েছিল। সেই হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, স্বৈরাচারীরা প্রায়শই চেষ্টা করে নিরাপত্তা বাহিনীকে বিভিন্ন খণ্ডিত ইউনিটে বিভক্ত করার যাকে রাজনৈতিক বিজ্ঞানীরা 'অভ্যুত্থান-প্রুফিং' বলেন। এটি যে কোনও একটি শাখাকে অত্যধিক শক্তি সংগ্রহ থেকে বিরত রাখতে পারে- এবং একে অপরের ক্ষেত্রে গুপ্তচরবৃত্তি করতেও বাধ্য করে। বিশ্লেষকরা ভেনিজুয়েলাকে বর্ণনা করে এ কথাই বলেছেন।"

মাদুরোর জানা উচিত যে তিনি 'অভ্যুত্থান-পুফিং' করতে পারেন কেবল এতটুকুই তার সাধ্য। প্রায় সব স্বৈরশাসকের রাজনৈতিক জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন তারা, ঠিক যেমন ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে নিকোলাই সিউসেস্কু করেছিলেন, তাদের সমর্থকদের ভিড়ে তারা কী বিশ্বাস করে তা দেখেন এবং তারা যে সাধুবাদ আশা করেন তা পাওয়ার পরিবর্তে কেবল হাসির শব্দ শুনতে পান। যখন এটি ঘটবে তখন তাদের জন্য একটি হেলিকপ্টারের সাথে একজন অনুগত পাইলটের প্রস্তুত রাখা ভালো। ■

সরাসরি যোগাযোগ: জন ফেফার <johnfeffer@gmail.com>

**এই নিবন্ধটি হল গ্লোবাল ডায়ালগ এবং ফোকাসে বৈদেশিক নীতির মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব, ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজ (ইউএসএ) এর একটি প্রকল্প।*

অনুবাদক:
মো: আব্দুর রশীদ, প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

> বৈশ্বিক জলবায়ুর ন্যায্যতা

এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা

হামজা হামুচেন, ট্রান্সন্যাশনাল ইনস্টিটিউট, নেদারল্যান্ডস ।

কৃতজ্ঞতা: মার্কাস স্পিসকে, ২০১৯, পেক্সেলস।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে দুবাইতে অনুষ্ঠিত কপ ২৮ জলবায়ু সম্মেলনে, কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি গুস্তাভো পেট্রো *ঘোষণা করেছিলেন*: "ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে গণহত্যা এবং বর্বর কর্মকাণ্ড বুঝায় যে, জলবায়ু সংকটের কারণে দক্ষিণ থেকে যারা পালিয়ে আসছে, তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে... আমরা গাজায় যা দেখছি, তা ভবিষ্যতের একটি নির্দশন মাত্র

তিনি ঠিকই বলেছেন। আমরা যদি সংগঠিত না হই এবং জোরালোভাবে প্রতিরোধ না করি তাহলে গাজার গণহত্যা আরও খারাপ কিছুর আগমন ঘটাতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী এবং বৈশ্বিক শাসক শ্রেণী তাদের সম্পদ গড়ে তুলতে এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ কালো ও বাদামী বর্ণের মানুষের সংগে সংগে শ্রমজীবী শ্বেতাঙ্গদেরও বলি দিতে পারে।

>প্রকৃতির উপর ব্যয় চাপিয়ে দেওয়া

পুঁজিবাদ বরাবরই এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে অনেক খরচই পরিশোধ করা হয় না। এসব খরচ নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন খাতে স্থানান্তরিত হয়ঃ যেমন নারীর সন্তান জন্মদান এবং সেবামূলক কাজের মতো সামাজিক দায়িত্বগুলো যা মূলত অবৈতনিক; এভাবেই শহর থেকে গ্রামে, উত্তর থেকে দক্ষিনে, সবখানে অমানবিকতা, অসাম্য ও বর্ণবাদের মাধ্যমে এই অন্যায্যতার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এবং আর একটি বিষয় হলো প্রকৃতির উপর ব্যয় চাপিয়ে দেওয়া, পরিবেশ দুষণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আধিপত্য ও লুণ্ঠনের একটি উৎস হিসাবে দেখা হয়েছে, কখনও একে পণ্যে রূপান্তর করা হয়েছে, আবার কখনও বর্জ্য ফেলার স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে সংকট দেখা দিয়েছে।

আমরা যে বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তার প্রভাব মানুষকে শ্রেণী, লিঙ্গ ও বর্ণের পাশাপাশি শহর ও গ্রাম, বিষুব রেখার উত্তরের ধনী দেশ এবং দক্ষিণের দরিদ্র দেশ গুলির বিভেদকেও ফুটিয়ে তোলে। এছাড়াও উপনিবেশ সৃষ্টিকারী এবং উপনিবেশিক দেশগুলোর মধ্যেও এই পার্থক্যগুলি স্পষ্ট।

ফিলিস্তিনি এবং ইসরায়েলিরা একই ভূখণ্ডে বসবাস করে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী এবং দুর্বল হিসেবে বিশাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ ইসরায়েল বসতি স্থাপনকারী-উপনিবেশবাদ সৃষ্টিকারী। ভূমি ও জল থেকে বেশিরভাগ সম্পদ তারা দখল করেছে। ফিলিস্তিনিদের পেছনে ফেলে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সমর্থনে, ইসরায়েল এই সম্পদগুলি ব্যবহার করে এমন প্রযুক্তি তৈরি করেছে, যা জলবায়ু সংকটের প্রভাব কমাতে ইসরায়েলকে সাহায্য করবে।

> বৈশ্বিক জলবায়ু ন্যায্যতা এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা

গাজায় গণহত্যার প্রেক্ষাপটে জলবায়ু এবং পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে কথা বলা ভুল এমনকি অনুপযুক্ত মনে হতে পারে। তবে আমি মনে করি, জলবায়ু সংকট এবং ফিলিস্তিনিদের মুক্তির সংগ্রামের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছেদ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ফিলিস্তিনের মুক্তি ছাড়া বিশ্বব্যাপী জলবায়ু ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে

>>

না: ফিলিস্তিনের মুক্তি - পৃথিবী এবং মানবতাকে বাঁচানোর সংগ্রাম। এটি নিছক স্লোগান দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার মত বিষয় নয়, যেটি আমি নীচের অনুচ্ছেদগুলোতে ব্যাখ্যা করেছি।

প্রথমত, আজ ফিলিস্তিন - বর্তমান ব্যবস্থার কুৎসিত রূপ এবং এর ভয়ংকর দ্বন্দ্বগুলোকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এটি বড় পরিসরে নির্মম সহিংসতা ব্যবহারের প্রবণতাও দেখায়। গ্রামসি একবার বলেছিলেন: "সঙ্কটটি এমন প্রেক্ষাপট তৈরি করে যে, পুরনোরা মারা যাচ্ছে কিন্তু নতুন কিছু জন্মাচ্ছে না; এই অন্তর্বর্তী সময়ে, বিভিন্ন ধরণের অসুস্থ লক্ষণ দেখা দেয়।চ

দ্বিতীয়ত, গাজায় আজ যা ঘটছে তা শুধু গণহত্যা নয়। আমি নিশ্চিতভাবে জানিনা যে, ফিলিস্তিনিদের উপর আজ যে সমস্ত ধ্বংস ও মৃত্যু হয়েছে, তা বর্ণনা করার জন্য আমাদের কাছে সঠিক পরিভাষা আছে কি না। এই পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও, যা ঘটছে তা *প্রকৃতির ধ্বংস* বা কেউ কেউ যাকে 'হলোসাইড' হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যার মানে হলো একটি সম্পূর্ণ সামাজিক এবং পরিবেশগত কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলা।

তৃতীয়ত, গাজায় গণহত্যা, অন্যান্য যুদ্ধগুলো একসঙ্গে দেখায় যে যুদ্ধ ও সামরিক-শিল্প সম্পর্ক কীভাবে পরিবেশগত ও জলবায়ু সংকটকে আরো বাড়িয়ে তোলে। মার্কিন সেনাবাহিনী নিজেই বিশ্বের *একক বৃহত্তম প্রাতিষ্ঠানিক* কার্বন নিঃসরণকারী, যা ডেনমার্ক বা পর্তুগালের মতো সমগ্র পশ্চিমা দেশগুলির চেয়েও বেশি। গাজা যুদ্ধের প্রথম দুই মাসে ইসরায়েলের কার্বন নির্গমন কমপক্ষে বিশটি দেশের বার্ষিক নির্গমনের চেয়ে *বেশি* ছিল। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছিল ইসরায়েলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র পরিবহনের কারণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র গণহত্যার সক্রিয় সদস্যই নয়, ফিলিস্তিনে সংঘটিত ইকোসাইডেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

চতুর্থত, এটি আমার মূল যুক্তি (এডাম হানিয়া এবং আন্দ্রেয়াস মালমের লেখার উপর ভিত্তি করে), আমরা জীবাশ্মের ওপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদ এবং মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদের ধারা থেকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। ইসরায়েল, মধ্যপ্রাচ্যে ইউরো-আমেরিকান বসতি স্থাপনকারী-উপনিবেশ হিসাবে, একটি বড়সড় সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি। রিচার্ড নিক্সনের মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার হেইগ একবার *স্পষ্টভাবে বলেছিলেন*: "ইসরায়েল হলো বিশ্বের বৃহত্তম আমেরিকান বিমানবাহী রণতরী যাকে ডুবানো যায় না, এমনকি যেখানে একজনও আমেরিকান সৈনিক নেই কিন্তু এটি আমেরিকান নাগরিকদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত।চ

> মধ্যপ্রাচ্য এবং বৈশ্বিক জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবস্থা

বৈশ্বিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আজ, এই অঞ্চলটি কেবলমাত্র বাণিজ্য, লজিস্টিকস, অবকাঠামো এবং অর্থের নতুন বৈশ্বিক নেটওয়ার্কগুলির মধ্যস্থতার প্রধান ভূমিকা পালন করে না, এটি বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবস্থার মূল কেন্দ্র এবং জীবাশ্ম পুঁজিবাদকে অক্ষত রাখতে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করে, যেমন তেল এবং গ্যাস সরবরাহ। প্রকৃতপক্ষে, এই অঞ্চলটি বিশ্ব হাইড্রোকার্বন বাজারের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে যেখানে ২০২২ সালে *বিশ্বব্যাপী তেল উৎপাদনের মোট* ৩৫% মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছে। ইসরায়েলও পূর্ব ভূমধ্যসাগরে শক্তি কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করতে চায় (নতুনভাবে *তামার ও লেভিয়াথানের* মতো গ্যাস ক্ষেত্রগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে: ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়া থেকে দূরে একটি শক্তিশালী জ্বালানীর উৎস হিসেবে দেখেছে। এমনকি ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালালেও যুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহে বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিকে নতুন গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়নি।

মার্কিন আধিপত্যের ভিত্তি আজ দুইটি প্রধান স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে: ইসরায়েল এবং তেলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুলো। ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান আঞ্চলিক মিত্র হিসেবে, এই অঞ্চলে (এবং এর বাইরেও) মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যের আধিপত্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বিশেষ করে উপসাগর এবং ইরাকের বিশাল জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পদের নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই অবস্থায় আমাদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের ইসরায়েলকে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে বুঝতে হবে: ইসরায়েল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, অস্ত্র ও নজরদারি করার সামগ্রীর পাশাপাশি পানি পরিশোধন, কৃষি ব্যবসার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন, জ্বালানি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ইসরায়েল এবং অন্যান্য আরব দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চুক্তিগুলি অনেক আগে থেকেই চলছে - ১৯৭৮ সালের ইসরায়েল এবং মিশরের মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি এবং ১৯৯৪ সালে জর্ডান ও ইসরায়েলের মধ্যকার শান্তি চুক্তি এর উদাহরণ। স্বাভাবিকীকরণের দ্বিতীয় ধাপে, ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় ২০২০ সালে *আব্রাহাম অ্যাকর্ডস* হয়েছিল, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান এবং মরক্কোর সাথে।

৭ই অক্টোবরের হামলার আগে, যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সৌদি আরব এবং ইসরায়েল একই ধরনের চুক্তি করবে এবং এই অঞ্চলের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যিক নকশাকে আরও শক্তিশালী করবে বলে ধারনা করা হয়েছিল। এটা ফিলিস্তিনি ইস্যুকে চিরতরে মুছে ফেলত। ফিলিস্তিনের মুক্তির সংগ্রাম নিছক নৈতিক ও মানবাধিকারের সমস্যা নয় বরং এটি মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ ও বৈশ্বিক জীবাশ্ম পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ইসরায়েলের গভীর বর্ণবাদী ইহুদিবাদী উপনিবেশ ভেঙে ফেলা এবং প্রতিক্রিয়াশীল আরব শাসনব্যবস্থা, প্রধানত উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুলিকে উৎখাত করা ছাড়া জলবায়ুর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা হবে না।

ফিলিস্তিন হল ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, জীবাশ্ম পুঁজিবাদ এবং শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি বিশ্ব ফ্রন্ট। জলবায়ুর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার কর্মী থেকে শুরু করে বর্ণবাদী সংগঠন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকারী সকলের দায়িত্ব হল ফিলিস্তিনিদের তাদের মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করা এবং যে কোন উপায়ে প্রতিরোধ করার মাধ্যমে তাদের অপরিহার্য অধিকারগুলোকে সমুন্নত রাখা! আমাদের সামনে কাজটি খুবই চ্যালেঞ্জিং, ফ্যানন যেমন আমাদের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, অবশ্যই আপেক্ষিকতা পরিহার করে স্পষ্টভাবে, আমাদের উপায় খুঁজে বের করতে হবে, করণীয় কাজগুলো করতে হবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা যেন না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
হামজা হামুচেন <hamza.hamouchene@gmail.com>

** এই ভাষণটি সামান্য সম্পাদিত, যা হামজা হামুচেন লন্ডনে ১৩ জুলাই, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত ব্লাক লাইভস ম্যাটার লিবারেশন ফেস্টিভ্যালে দিয়েছিলেন।*

অনুবাদ:
ইয়াসমিন সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক,
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

> স্পেনে সামাজিক আন্দোলন: দুই দশকের রূপান্তর

মার্টা রোমেরো-ডেলগাডো এবং **অ্যান্ডি এরিক ক্যাসটিলো প্যাটন**, ইউনিভার্সিডাড কমপ্লুটেন্সে ডি মাদ্রিদ, স্পেন, এবং **গোমার বেটাঙ্কর নুয়েজ**, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ ডিসটেন্স এডুকেশন, স্পেন।

কৃতজ্ঞতা: ব্রেনো ব্রিঙ্গেল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ম্যুরাল, ইউনিভার্সিটি কমপ্লুটেন্স ডি মাদ্রিদ, স্পেন, ২০২৪।

গত এক দশকে, স্পেনে সামাজিক আন্দোলন নিয়ে গবেষণা উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে। এই গবেষণাগুলো একটি জটিল নেটওয়ার্কের উত্থান ও পতনের দিকে দৃষ্টিপাত করে বিভিন্ন মতামত এবং এজেন্ডাকে প্রাধান্য দিয়েছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন গবেষণাগুলোর একটি বড় অংশ মূলত 'ইন্দিগনাদোস' (অথবা ১৫ এম) আন্দোলন এবং ২০১১-২০১২ সালের পর তার বিভিন্ন ফলাফলের উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তবে, ইন্দিগনাদোসের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনগুলোর প্রধান রূপান্তর নিয়ে গবেষণার অভাব রয়েছে।

এই কারণে এবং আন্তঃবিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করেছি, গত দুই দশকে স্পেনের সামাজিক আন্দোলনগুলি কী ধরনের সংলাপ এবং রূপান্তরের সম্মুখীন হয়েছে। আমরা আন্দোলনের উৎপত্তি এবং পুনর্গঠন নিয়ে একটি *যৌথ বই* সম্পাদনা করেছি। বইটিতে স্পেনের নারীবাদী ও এলজিটিবিআইকিউপ্লাস আন্দোলনের সাথে শ্রমিক আন্দোলন এবং বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সংলাপ উঠে এসেছে। এছাড়া, বইটিতে সংসদীয় গতিশীলতার পরিবর্তনের সাথে যুদ্ধবিরোধী এবং শান্তিবাদী উত্তরাধিকারের ভয়ানক চ্যালেঞ্জ বা অতি-ডানপন্থী আন্দোলনগুলি পুনঃসমাবেশে বিশৃঙ্খলার সংযোগ তুলে ধরা হয়েছে যা স্পানিশ রাজনীতির 'ইউরোপীয়করণ' বোঝায়, তা ভুলে যাওয়া নয়।

> আন্তঃবিভাগীয়, কথোপকথন এবং বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি

সামাজিক আন্দোলন অধ্যয়ন এমন একটি ক্ষেত্র গঠন করে যেখানে সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান এবং ইতিহাস, সামাজিক মনোবিজ্ঞান বা ফলিত দর্শনের মতো অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে, বিভিন্ন সমস্যার পরিস্থিতি এবং বিশ্লেষণকে একত্রিত করে।

তবে, আমাদের বইটি সামাজিক আন্দোলনের গবেষণাকে একটি কালক্রমিক দৃষ্টিকোণ থেকে সক্রিয়দের অভিজ্ঞতা এবং সাক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। যাইহোক, আমাদের বইটি বিবেচনা করে যে, সামাজিক আন্দোলনের অধ্যয়ন অবশ্যই একটি দ্বিমুখী দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করবে যা থেকে অ্যাক্টিভিস্ট মতামত এবং আন্দোলনের সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। একইভাবে, আমরা যে ভলিউমটি সম্পাদন করেছি তাতে আন্তঃবিভাগীয় প্রস্তাবটি ঐতিহ-াসিক এবং রাজনৈতিক পরীক্ষায় গভীরভাবে জড়িত লেখকদের সাথে কথো াপকথনের প্রস্তাব দেয়। যদিও পূর্ববর্তী বইগুলি ইউরোপের মধ্যে এই পদ্ধতিকে একীভূত করে, আমরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে কথোপকথনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করি তা স্মৃতি, উত্তরাধিকার এবং আরও নির্দিষ্টভাবে - প্রতিফলিত রূপান্তর এবং প্রত্যাশা সম্পর্কে অধ্যয়নকে একত্রিত করার সম্ভাবনাকে অনুমতি দেয়। উপরন্তু, কিছু অধ্যায় অ্যাক্টিভিস্ট গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ প্রস্তাব করে।

>>

যদিও বেশিরভাগ লেখকেরই একাডেমিক পটভূমি রয়েছে, তবে তাদের গবেষণা জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত করে , যেন তত্ত্ব এবং অনুশীলন কিভাবে বিকশিত- বাস্তবতা এবং লিঙ্গ,জাতি, শ্রম অধিকার, সামাজিক সংঘাত এবং স্পেনে শান্তি আলোচনার বিষয়ে আসন্ন উদ্বেগের সাথে একত্রিত হয় তা পর্যবেক্ষণ করে। অধিকন্তু, আমাদের বইটি সামাজিক আন্দোলনের এজেন্ডা, বৈশিষ্ট্য এবং স্পেনে তাদের অধ্যয়নের সাম্প্রতিক ইউরোপীয়করণের উপর নজর দেয়; এটি বিষয়টির একটি বিশ্বায়নও নির্দেশ করে। নির্বাচিত কেস স্টাডির সংলাপগুলি একযোগে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক প্রবণতাগুলির স্প্যানিশ বিতর্কিত রাজনীতির সংযোগকে তুলে ধরে যা আমাদের বইটি একটি আন্তঃবিভাগীয় পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে।

> স্পেনে সামাজিক আন্দোলন

স্পেনে ফ্রাঙ্কোর একনায়কতন্ত্র (১৯৩৬-১৯৭৫) দীর্ঘ সময় ধরে দেশটির রাজনীতি এবং নীতির গতিপ্রকৃতি প্রভাবিত করেছে। এই শাসনব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রে রূপান্তর অনেকটাই প্রভাবশালী শ্রেণির নির্দেশিত ছিল। রাজনৈতিক ব্যবস্থার কর্তৃত্ববাদী উত্তরাধিকার এবং উপর থেকে প্রণীত রাজনৈতিক উত্তরণ প্রসঙ্গ এবং বাস্তুতন্ত্রকে শর্তযুক্ত করেছে যেখানে কয়েক দশক ধরে স্পেনে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং সামাজিক আন্দোলন বিকাশে প্রভাব ফেলেছিল। এইভাবে, বেশিরভাগ স্প্যানিশ সামাজিক আন্দোলনের শিকড় একনায়কতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উত্তরাধিকারের মধ্যে গভীরভাবে নিহিত রয়েছে। শতাব্দীর শুরুতে বা বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে, কিছু উল্লেখযোগ্য সামাজিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে। এর মধ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক সেবার সমাপ্তি, নারীদের গর্ভপাতের অধিকারের স্বীকৃতি, পাশাপাশি এলজিটিবিআইকিউপ্লাস অধিকারের স্বীকৃতি বা ২০১০-এর গোড়ার দিকে স্বৈরাচারের শিকারদের স্বীকৃতির মতো অন্যান্য আন্দোলনও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সাম্প্রতিক ডানপন্থী আন্দোলন এবং রাজনৈতিক দলগুলো অতীতের ফ্রাঙ্কোবাদী সমর্থকদের একটি নতুন চেহারা উপস্থাপন করেছে। এরা অতিরাষ্ট্রবাদী এবং অতিরক্ষণশীল এজেন্ডা গ্রহণ করেছে যা বর্তমানে ইউরোপ এবং আমেরিকার বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত।

অতএব, আমাদের বইটি স্পেনের অতীত রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং রাজনীতির প্রভাবকে তাদের ইউরোপীয়করণ এবং বিশ্বায়নের আগে এবং বর্তমান সময়কালে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু প্রাসঙ্গিক সামাজিক আন্দোলনের বিভিন্ন পদক্ষেপগুলি বোঝার ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করে। স্পেনে গণতান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়াগুলো একটি নব্য উদার আন্তর্জাতিক এজেন্ডা এবং ফ্রাঙ্কোর শাসনের পর রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অভিজাতদের মধ্যে রয়ে যাওয়া প্রভাব মোকাবিলা করে, যা অনেক বহিরাগত বিশ্লেষণে উপেক্ষিত হয়।

> গবেষণার সীমাবদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

বর্তমানে স্পেনে সামাজিক আন্দোলন নিয়ে গবেষণা একটি 'স্বর্ণযুগ' পার করছে। এই আন্দোলন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষকদের আকর্ষণ করে এবং চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি করছে। ১৫-এম আন্দোলন সামাজিক আন্দোলনগুলির মধ্যে জোট তৈরির প্রক্রিয়া উন্মুক্ত করেছিল যা নাগরিকদের গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক প্রক্রিয়ার বাইরে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেছে। এটি একাডেমিয়ার জন্য একটি মোড় পরিবর্তনের মুহূর্ত ছিল। এই ঘটনাটি স্পেনকে সামাজিক আন্দোলন নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিশ্লেষণের কেন্দ্রে নিয়ে আসে। একদিকে আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাবের কারণে এবং অন্যদিকে যারা স্পেনের ঘটনাগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সেসব বিদেশি গবেষকদের কাছে এটি বড় আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প এমন একটি ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে যেখানে স্প্যানিশ গবেষকেরা তাদের পরিচিতি আন্তর্জাতিকীকরণ করেছেন এবং ইউরোপীয় নেটওয়ার্কের আরও কাছাকাছি এসেছেন। স্পেনে সামাজিক আন্দোলন নিয়ে গবেষণার এই ইউরোপীয়করণ এবং আন্তর্জাতিকীকরণ বিপরীতভাবে বৈশ্বিক দক্ষিণের অন্যান্য গবেষণা ক্ষেত্রের সঙ্গে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সংলাপকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করেছে, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার সঙ্গে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আমাদের অবদান স্থানীয় এবং আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি দুটোই সহমত, যা বৈশ্বিক বাস্তবতা এবং সামাজিক আন্দোলনের চ্যালেঞ্জগুলির সাথে সম্পর্কিত। অতএব সেই সব একাডেমিক এবং এক্টিভিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি একত্রিত করে যারা তাদের নিজস্ব অংশগ্রহণ করা সামাজিক আন্দোলনগুলি অধ্যয়ন করেন, এই বৈচিত্র্যময় জ্ঞান একটি বইতে রূপান্তরিত হয়েছে যেখানে তত্ত্ব এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন একত্রিত হয়েছে।

যদিও আমাদের প্রস্তাবটি বর্তমান সামাজিক আন্দোলন অধ্যয়নের নতুন ধারণাগুলির মতো উদ্ভাবনী নয়, তবে আমরা এই বিষয়ে একটি সৎ এবং কঠোর অবদান নির্মাণের চেষ্টা করেছি, যার মধ্যে আমরা যে স্থান থেকে এবং যার জন্য লিখি তা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

বইটির মূল উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি হলো স্পেনের সামাজিক আন্দোলনগুলির একটি ভাষা ভিত্তিক কালাক্রমিক এবং সংলাপমূলক অধ্যয়নের প্রথম পরিচয়ের সুযোগ এবং এটি এমন একটি হ্যান্ডবুক যা পূর্ববর্তী জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, বিশেষ করে কোনও একটি আন্দোলন, জোটের সেট বা বৈশ্বিক প্রবণতার স্থানীয় প্রকাশ সম্পর্ক। তাছাড়া, আমরা সহ-সম্পাদকরা বইটিকে *ওপেন অ্যাক্সেসের* মাধ্যমে সহজলভ্য করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি।

স্প্যানিশ ভাষায় লেখা আমাদের ফলাফলগুলি সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া একটি স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ এবং এটি সব প্রকাশনার জন্য প্রযোজ্য যা একটি এমন প্রসঙ্গে তৈরি করা হয়েছে যেখানে ইংরেজি কেবল কাজের ভাষা নয় বরং রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা, দ্বন্দ্ব এবং অভিনেতাদের চিন্তা এবং কাঠামোবদ্ধ করার একটি উপায় হিসেবে কাজ করে। এই চ্যালেঞ্জটি বিশেষ করে এমন দেশগুলির একাডেমিক এবং এক্টিভিস্টদের জন্য প্রযোজ্য যারা বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক সীমান্তে অবস্থান করছে। আমরা আশা করি এটি খুব শীঘ্রই অনুবাদ হবে যাতে এটি অ-স্প্যানিশ ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য সুখ-পাঠ্য হয়ে ওঠে এবং এদিকে, গ্লোবাল ডায়ালগ অন্যান্য বাস্তবতা এবং ভাষার সঙ্গে এর সান্নিধ্য এই সংলাপগুলো সম্ভব করতে সাহায্য করবে ■

সরাসরি যোগাযোগ:
মার্তা রোমেরো-ডেলগাডো <martaromerodelgado@ucm.es>
অ্যান্ডি এরিক ক্যাসটিলো প্যাটন <aecastillopatton@ucm.es>
গোমার বেটাঙ্কর নুয়েজ <gbetancor@poli.uned.es>

অনুবাদ:
হেলাল উদ্দীন, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

> নির্ভরতা তত্ত্বের পুনর্গঠন

আন্দ্রে ম্যাগনেলি,আটেলি ডি হিউম্যানিডেডস; **ফিলিপে মাইয়া,** ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অফ জুইজ দে ফোরা ; এবং **পাওলো হেনরিক মার্টিন্স**, ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অফ পার্নামবুকো, ব্রাজিল।

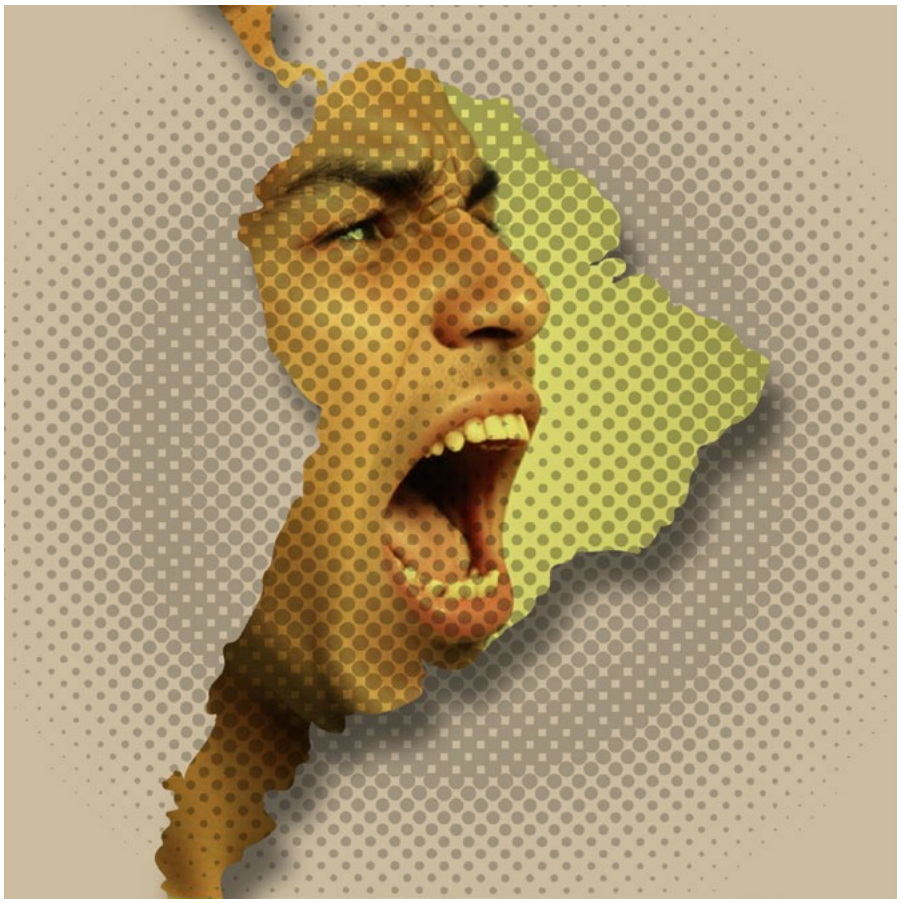

চিত্রণ: আরবু, ২০২৪।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা এবং গুরুত্বকে স্বীকার করার অর্থ হল ক্রমাগত গবেষণা চালিয়ে যাওয়া, যা বুদ্ধিজীবীদের সমাজবিজ্ঞান, চিন্তার ইতিহাস ও ধারণার প্রচলন এবং প্রান্তিক ও অর্ধ-প্রান্তিক অঞ্চলে আধুনিকায়ন তত্ত্বগুলির সংশোধন নিয়ে কাজ করা। এছাড়াও , এটি অবশ্যই আধুনিকতা এবং বিশ্বব্যাপী সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির একটি বৃহত্তর উপলব্ধির অংশ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, ইউরোপীয় এবং উত্তর আমেরিকান কেন্দ্রের বাইরে উৎপন্ন তত্ত্বগুলির উত্থানের শর্তগুলিকে সর্বজনীন না করা, যেন সেগুলি বৈশ্বিক দক্ষিণের সকল সমাজের জন্য সাধারণ বুদ্ধিভিত্তিক উৎপাদন। এই ধরনের সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র অর্ধ-প্রান্তিক পদ্ধতির বুদ্ধিজীবীদের যোগ্যতাকে হ্রাস করবে যারা শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিকভাবে দল ও ইউনিয়নে সংগঠিত মধ্যম ও শ্রমিক শ্রেণীর গঠনের অভিজ্ঞতা অর্জনকারী জাতীয় সমাজ থেকে আধুনিকরণ সম্পর্কে তত্ত্ব তৈরি করতে চেয়েছিল। লাতিন আমেরিকার ইতিহাসে এটি একটি স্থানীয় অভিজ্ঞতা হিসেবেই শুরু হয়েছিল, যার মাধ্যমে নির্ভরতা তত্ত্ব আধুনিকায়ন সমালোচনার প্রসার ঘটিয়ে বৈশ্বিক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

> লাতিন আমেরিকার দৃষ্টিকোণ থেকে

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, লাতিন আমেরিকা এমন একটি বিশেষ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে যেখানে নতুন তাত্ত্বিক চিন্তাধারা বিকশিত হয়, যা আধুনিকায়ন তত্ত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং স্বাধীন শিল্পায়নের বিকল্প মডেল তৈরির প্রচেষ্টা চালায়। এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল সিইপিএএল এর অর্থনীতিবিদদের প্রস্তাবিত কাঠামোগত-শিল্পায়ন তত্ত্বের মাধ্যমে এবং ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে লাতিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানীরা এটিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে আরও বিকশিত করেন। ঐ সময়ে, বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনা আরও বিস্তৃত হতে থাকে, যা সাম্রাজ্যবাদ ও নির্ভরতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটায়। এটি উপনিবেশিকতা সমালোচনার পাশাপাশি মুক্তির পক্ষে আদিবাসী জনগোষ্ঠী, আফ্রো-বংশধর এবং নারীদের আন্দোলনের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে প্রসার লাভ করে।

১৯৫০ থেকে ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে বিকশিত নির্ভরতা তত্ত্ব বিশ শতকের সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বোঝার জন্য লাতিন আমেরিকার অন্যতম মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদের সম্প্রসারণের "অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও যৌগিক" প্রকৃতি এবং আধুনিকতার সামাজিক

>>

ও রাজনৈতিক রূপসমূহ বিশ্লেষণ করা, যেখানে লাতিন আমেরিকার ইতিহাস ছিল একটি বাস্তবিক অনুসন্ধান ক্ষেত্র। এটি আধুনিকীকরণ তত্ত্বের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিস্থাপন করে, যা তখন সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, এবং সোভিয়েত মার্ক্সবাদের প্রচারিত মতবাদগুলোর বিরোধিতা করেছিল। এর ফলে, জাতীয়-উন্নয়নবাদী কৌশল এবং রক্ষণশীল-একনায়কতান্ত্রিক আধুনিকায়ন কর্মসূচির দ্বারা প্রস্তাবিত আধিপত্যশীল বিকল্পগুগুলির সীমাবদ্ধতা ও প্রভাব বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে, এই তত্ত্ব স্থানীয় রাজনৈতিক কার্যক্রম ও বৈশ্বিক মূলধনের প্রবাহের মধ্যে বিদ্যমান বহুমুখী সংযোগগুলো তুলে ধরে।

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে, ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির গ্রহণ ইউরো-আমেরিকান মডেলের পরিপ্রেক্ষিতে লাতিন আমেরিকান অভিজাতদের‘সভ্যত্ব বা‘অনগ্রসরতা কাটিয়ে ওঠার প্রকল্পগুলির সম্পর্ক এবং তাদের ভিন্নধর্মী অবস্থানের পুনরুত্পাদন বিশ্লেষণে সহায়ক হয়েছে।আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অসমতা ও নির্ভরতা সম্পর্ক অধ্যয়নের পাশাপাশি, এই তত্ত্ব উপনিবেশিকতাকে সামাজিক কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, যেখানে ‘অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ’-এর মতো বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত হয়। লাতিন আমেরিকার সমাজগুলোকে শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব শর্তে বোঝার পরিবর্তে অন্যান্য প্রান্তিক সমাজের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব, তবে আধুনিকায়নের ‘অসম্পূর্ণ’ রূপ হিসেবে নয়, বরং স্বতন্ত্র সামাজিক গঠনের নিদর্শন হিসেবে।

> বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্গঠন

আমাদের সম্প্রতি সম্পাদিত বই *ডিপেনডেন্সি থিওরিস ইন ল্যাটিন আমেরিকা: অ্যান ইন্টেলেকচুয়াল রিকনস্ট্রাকশন* এ, আমরা ল্যাটিন আমেরিকায় নির্ভরতা তত্ত্বের খুঁটিনাটি তুলে ধরেছি। ভলিউমটিতে বুদ্ধিবৃত্তিক উত্থানের উপাদান, বিভিন্ন প্রসঙ্গে অভ্যর্থনার শর্ত, সমাজতাত্ত্বিক এই গ্রন্থে তত্ত্বগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, বিভিন্ন প্রসঙ্গে এর গ্রহণযোগ্যতার অবস্থা, সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বে অবদান এবং সমসাময়িক বিষয়ের যেমন রাজনৈতিক সমালোচনা, পরিবেশ ও জলবায়ু সংকট বা ঔপনিবেশিকতার পরবর্তী সমস্যাগুলির মাধ্যমে নতুন করে সম্ভাবনাগুলি আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানকে সমকালীন সামাজিক তত্ত্বের ইতিহাস ও কাঠামোর অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছি, যা বৈশ্বিক সামাজিক তত্ত্বের বিকাশের বিভিন্ন পথ এবং লাতিন আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। অবশ্য, নির্ভরতা তত্ত্বের বিকাশ সেই সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার ছাপ বহন করে, যা বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে নির্ভরতা ও অসমতার সম্পর্ক কেবল অতীতের বিষয় নয়-এগুলো বিশ্বব্যবস্থা বা বৈশ্বিক পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যেই নতুনভাবে উত্থাপিত হয়। তাই এই বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্গঠন বর্তমান সমস্যাগুলোকেও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে।

> জাতীয় স্বাধীনতা প্রক্রিয়া থেকে সিইপিএএল পর্যন্ত

লাতিন আমেরিকা যে বিশ্বায়ন ও আধুনিকায়ন বিষয়ক বিকল্প চিন্তার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তা কেবল কাকতালীয় ছিল না। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ দেশ উনিশ শতকেই জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, বিপরীতে এশিয়া ও আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশ বিশ শতকের আগে স্বাধীনতা পায়নি। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর প্রারম্ভিক রাজনৈতিক মুক্তি তাদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের বিকাশে ভূমিকা রাখে। আইন ও প্রকৌশল অনুষদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা ঘটে এবং একই সাথে সাহিত্য ও শৈল্পিক আন্দোলনও প্রভাব বিস্তার করে, যা বিশ শতকে আধুনিকতাবাদী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়।

বিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই এই অঞ্চলের জাতীয় সমাজ গঠনের ওপর গভীর চিন্তাভাবনা শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, লাতিন আমেরিকার অর্থনীতিবিদদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দল ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতবিনিময় শুরু করে। তারা আন্তর্জাতিক মুক্তবাজার অর্থনীতির সেই প্রচলিত তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, যা দাবি করত যে মুক্তবাণিজ্যের মাধ্যমে কেন্দ্রের শিল্পোন্নত দেশগুলোর সঙ্গে প্রান্তের কাঁচামাল রপ্তানিকারক দেশগুলোর বাণিজ্য ভারসাম্যপূর্ণ হবে। মার্শাল পরিকল্পনার সাফল্য দেখে তারা উপলব্ধি করে যে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা আধুনিকায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং লাতিন আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

এই ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইলফলক হলো ১৯৪৮ সালে সান্তিয়াগোতে অবস্থিত ডি চিলিতে সিইপিএএল গঠন (অর্থনৈতিক কমিশন ফর লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান)। এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানীদের মিলনস্থল হয়ে ওঠে, বিশেষ করে অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের পটভূমির গবেষকদের জন্য। যদিও মার্কিন নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে কিছু প্রতিরোধ ছিল, তবুও ঈঊচঅখ এই অঞ্চলে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত এটি উন্নয়নবাদী (ফবাবষড়ঢ়সবহঃধষরংঃ) মডেলের বিকাশে কৌশলগত ভূমিকা রাখে, যেখানে রাষ্ট্রকে আধুনিকায়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই তত্ত্বের অন্যতম প্রধান রূপকার ছিলেন চিলির অর্থনীতিবিদ রাউল প্রিবিশ এবং ব্রাজিলের অর্থনীতিবিদ সেলসো ফুর্তাদো ।

> বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার প্রচলন

আমাদের বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো বুদ্ধিজীবী ও ধারণার প্রচলন দ্বারা ২০ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি উদ্ভাবনী তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মুক্তির সম্ভাবনা প্রদর্শন করা, যা বিশেষভাবে লাতিন আমেরিকায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। বর্তমানে, সমাজবিজ্ঞান ক্রমশ বৈশ্বিক হয়ে উঠছে এবং এটি আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে আধুনিক সমাজের জন্য কোন একক ঐতিহাসিক গতিপথ নেই । অতএব, একটি বিতর্ক এবং তাত্ত্বিকতার ক্ষেত্রের গঠন ও বিকাশের পর্যালোচনা করা, যেমনটি প্রান্তিক বা আধা-প্রান্তিক অঞ্চলে নির্ভরশীলতা তত্ত্বগুলির চারপাশে উদিত হয়েছে, বিশ্বজ্ঞান উৎপাদনে সাহায্য করে এমন দৃষ্টিভঙ্গিগুলির বোঝা-পড়া যা সাধারণত দৃশ্যমান নয়। দক্ষিণ আমেরিকায় একটি ধারণা, প্রতিষ্ঠান এবং বুদ্ধিজীবীদের একটি সার্কিটের গঠন, যাদের স্বীকৃত সৃজনশীলতা এবং স্বায়ত্তশাসন ছিল, সমাজবিজ্ঞানে জ্ঞান উৎপাদনের সাধারণ চিত্রগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে। এসব চিত্র প্রায়শই একটি সহজ শ্রমের বিভাজন দেখায় যেখানে গ্লোবাল সাউথ সমাজ পরিবর্তনের বড় বড় প্রক্রিয়াগুলি নিয়ে ডেটা সংগ্রহ করে এবং নর্থ তাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে, যা ধারণা এবং তত্ত্বের রেপারটোরি তৈরি করে যা সমাজগুলোর নিজেদের জ্ঞানের মাপকাঠি হয়ে ওঠে।

এটাই ছিল সঠিক সময় যখন এই লাতিন আমেরিকান বুদ্ধিজীবী শ্রেণি আধিপত্যকারী তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, এবং তারা বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনার শর্ত তৈরি করে। একদিকে, এটি লাতিন আমেরিকার একটি বুদ্ধিজীবী ইতিহাসের অংশ যা তার নিজস্ব ধন ও প্রতিফলিত ঘনত্ব ধারণ করে। অঞ্চলটির স্থানীয় অভিজ্ঞানদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং তাদের ডিকোলনাইজেশন প্রক্রিয়া এবং জাতীয় সমাজ সংগঠনের প্রচেষ্টা, যার উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন হোসে মার্তি, হোসে কার্লোস মারিয়াটেগি, হুয়ান বাউটিস্টা আলবেরডি, ডোমিঙ্গোস সারমিয়েন্টো এবং জোয়াকিম নাবুকো, তা সেই ইতিহাসের একটি দীর্ঘস্থায়ী অংশ। অন্যদিকে, বিশ শতকের মাঝামাঝি অঞ্চলটিতে উদ্ভূত ধারণার বিশেষ সার্কিটের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল।

লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন জাতীয় উৎপত্তি, বৈষয়িক বিশেষায়ন এবং রাজনৈতিক প্রোফাইল সহ বুদ্ধিজীবীদের একই বিতর্ক ক্ষেত্রের মধ্যে মিলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। এটি একটি খুব মৌলিক সম্পর্কিত উৎপাদনের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সহায়ক ছিল, যা অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হয়েছিল। সম্ভবত এটি প্রথমবার ছিল যখন লাতিন আমেরিকা নিজেকে একটি প্রাসঙ্গিক এবং মৌলিক বৈশ্বিক বুদ্ধিজীবী কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যা অন্যান্য বুদ্ধিজীবী প্রেক্ষাপটে তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

>>

আমাদের বইয়ের বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে এই বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে, যা লাতিন আমেরিকায় ধারণার ইতিহাসে বুদ্ধিজীবীদের প্রচলন কিভাবে ঘটে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে।

এই পথগুলি পুনর্গঠন আমাদের সাহায্য করে নির্ভরশীলতা তত্ত্বগুলির উৎপাদনের সামাজিক এবং সম্মিলিত মাত্রাগুলি বুঝতে এবং গ্লোবাল সাউথে ধারণার প্রচলনের জটিলতা এবং উন্নততরতার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে। একই সময়ে, জড়িত বুদ্ধিজীবীরা জ্ঞান উৎপাদনের আধিপত্য কেন্দ্রগুলির সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ চ্যানেল বজায় রেখেছিলেন, যার ফলে এটি একটি আঞ্চলিক সার্কিটের চেয়ে বিস্তৃত পরিসরের সৃষ্টি করেছিল। এর মধ্যে অনেক কারণ অবদান রেখেছিল, যার মধ্যে ছিল সিইপিএএল প্রতিষ্ঠা, যা পাঁচটি জাতিসংঘ অর্থনৈতিক কমিশনের একটি হিসেবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সিস্টেমের অংশ হয়ে ওঠে, তবে এছাড়াও ছিল ইউরোপীয় এবং উত্তর আমেরিকান বুদ্ধিজীবীদের অঞ্চলে উপস্থিতি, লাতিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানীদের বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন এবং গবেষণার সফর এবং তাদের কাজের প্রকাশনা ও গ্রহণ অন্যান্য প্রেক্ষাপটে। এগুলি আমাদের বইয়ের বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে পুনর্গঠিত আরও থিম হিসেবে প্রাসঙ্গিক।

সরাসরি যোগাযোগ:
আন্দ্রে ম্যাগনেলি <prof.andremagnelli@gmail.com>
ফিলিপ মাইয়া <felipe.maia@ufjf.b>
পাওলো হেনরিক মার্টিন্স <paulohenriquemar@gmail.com>

অনুবাদ:
ড. রাসেল হোসাইন, সহকারী অধ্যাপক,
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

ISA PUBLICATIONS

GLOBAL DIALOGUE

ISA International Sociological Association

https://globaldialogue.isa-sociology.org/

www.isa-sociology.org